ESA. বালকদিগের শিক্ষার নিমিত্তে ইংরাজি হিতপদেশের বঙ্গভাষায়

[Bālakdiger Sikshār Nimitte Ingrāji Hitopodeser

hāshāya Anubād. The English Instructor, etc.]. Pt. I.

a, 1843. 8°.

THE

ENGLISH INSTRUCTOR,

TRANSLATED INTO BENGALI

FOR THE

USE OF SCHOOLS.

No. IV.—Part I.

বালকদের শিক্ষার নিমিত্তে

ইংরাজি

হিতোপদেশের

বঙ্গভাষায় অনুবাদ।

প্রথম ভাগ।
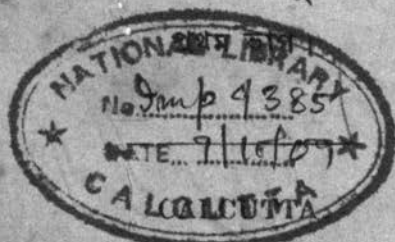
PRINTED FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN SCHOOL-BOOK SOCIETY.

1843.

নির্ঘণ্ট।

সংখ্যা। পত্র।

সংখ্যা	নির্ঘণ্ট।	পত্র।
২১	ওএল মৎস্যের বিবরণ	৭৬
২২	হোয়েৎ নামক শস্য পেষকের বৃত্তান্ত	৭৮
২৩	ছাপা বিদ্যার উৎপত্তির বৃত্তান্ত	৮১
২৪	বিশ্বাসের বিষয়	৮৭
২৫	জ্ঞান জনক বাক্য	৮৯
২৬	খ্রীষ্টধর্ম্মের বিষয়	৯১
২৭	চতুর্দ্দশাধ্যায়োক্ত চন্দ্র বিষয়ক বৃত্তান্তের শেষ ভাগ	১০২
২৮	হিন্দুস্থানের ব্যবসা বিষয়ক বৃত্তান্ত	১০৬
২৯	পৌলের খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ বিষয়ক বৃত্তান্ত ..	১১০
৩০	মিথ্যাবাদি ও সত্যবাদি বালকের কথা ..	১১৬
৩১	মেষপালকের পুত্র ও তাহার সাগ নামক কুক্কুরের কথা	১২২
৩২	খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বিষয়ক পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্তের শেষ ভাগ	১২৬
৩৩	সূর্য্য বিষয়ক বিবরণ	১৩৮
৩৪	মুসলমানদিগের পরাক্রম উৎপত্তির বিবরণ	১৪৪
৩৫	মনুষ্যের শরীরের বিষয়	১৫[illegible]
৩৬	হিন্দু ধর্ম্মবিষয়ক প্রসঙ্গ	১৭[illegible]
[illegible]৭	খ্রীষ্টের ভবিষ্যদ্বক্তৃত্বের বিবরণ	১৯৩
[illegible]	সদ্ব্যবহারের বিবরণ	১৯৫
[illegible]	জর্জ ওয়াসিংটনের বৃত্তান্ত	১৯৬
[illegible]	[illegible]চারার্থে খ্রীষ্টের পুনরাগমন	১৯৭

হিতোপদেশের চতুর্থ ভাগ।

—•◆•—

১ সংখ্যা।

পাঠকের প্রতি উপদেশ।

হে পাঠক আপনার তত্ত্বানুসন্ধান কর। তুমি কোন
স্তু ইহা বিবেচনা কর। তোমার হিতজনক অনেক
সঙ্গ এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তুমি যদি আপ-
র উপকার বোধে তাহা না পড়িয়া অমনোযোগ
র্ব্বক পাঠ কর তবে চেতন রহিত যন্ত্রের চালনেতে
মন নিজ যন্ত্রের কোন উপকার হয় না তেমন সেই
াঠে তোমার কোন উপকার হইবে না। শরীরের
ক্ষে আহার যেমত মনের পক্ষে পাঠও সেইরূপ
জানিবা। মুখ লাড়নে অথবা দন্তের পরস্পর ঘর্ষণে
তোমার জীবন রক্ষা হয় না, কিন্তু আহার চর্ব্বিত হইযা
উদরে জীর্ণ ও শরীরে সংমিলিত হইলে জীবন রক্ষা হয়।
এই রূপ কেবল ধ্বনি করিলে অথবা বাক্য সকলের
প্রভেদ জ্ঞাত হইলে তোমার যে উপকার হয় তাহা
নয় কিন্তু যাহা পাঠ কর তাহার তাৎপর্য্য বুঝিলে
এবং তদনুসারে আচরণ করিলেই উপকার হয়। এবং
যে জ্ঞানরূপ আহার দ্বারা সর্ব্বতোভাবে তোমার যথার্থ

উপকার জন্মিবে তাহা তোমাকে প্রদান করণার্থে এ
গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে। এক্ষণে তোমার স্বভাব কেম
অর্থাৎ তুমি কোন বস্তু তাহা বিবেচনা কর। তুমি প
মেশ্বরের সৃষ্ট বস্তু, তিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এব
প্রতিপালন করিতেছেন, এবং তুমি যে কিছু কর্ম্ম ক
তাহার লেখাজোখা তাঁহার কাছে দিতে হইবে। এ
গ্রন্থে এই গুরুতর বিষয় তোমাকে সর্ব্বদা স্মরণ করাই
এমত বাসনা করিয়াছি; তাহা দিন২ পাঠ করিলে তু
পরমেশ্বর বিষয়ক এবং তোমার সহিত তাঁহার সৃ
সৃজক সম্বন্ধ বিষয়ক অনেক প্রসঙ্গ জ্ঞাত হইবা। সে
সকল প্রসঙ্গ পাঠ করণ কালে তাহার ভাব বিবেচ
কর, এবং তাহা সংগ্রহ করিয়া অন্তঃকরণ মধ্যে রা
যেহেতু তুমি এই জ্ঞানদ্বারা শুদ্ধাচারী হইতে পারিবা।

এই জগতে তুমি একক নহ। তুমি যেমত সৃষ্ট হইয়া
সেই রূপ আরও অনেক জীব ও বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে
পরমেশ্বরের সৃষ্ট বস্তুতে তোমার চতুর্দ্দিক বেষ্টিত আছে
সে সকলের সহিত প্রতিদিন প্রতি কার্য্যে তোমার সম্বন্ধ
আছে, সে সকলের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম করণার্থে তাহার
স্বভাব ও রীতি অবগত হওয়া তোমার অতি আবশ্যক।
তাহাদের মধ্যে কএক গুলিন জীব ও বস্তু অর্থাৎ পশু
পক্ষী আদি করিয়া স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতু পর্য্যন্ত যত বস্তু
আছে সে সকলি তোমা অপেক্ষা অধম। ইহার তাবৎ
বৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়াকেই পদার্থবিদ্যা কহি, এবং এই
পুস্তকে পদার্থবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ সমূহহইতে নীত অনেক

প্রসঙ্গ পাঠ করিবা। তৎদ্বারা বুদ্ধি ও প্রাণহীন বস্তু সমূহ বিষয়ক পরম উপকারক জ্ঞান প্রাপ্ত হইবা। কিন্তু পরমেশ্বরের সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে আর এক প্রকার বস্তু আছে অর্থাৎ তোমার সমান গণ্য মনুষ্য সকল। সেই মনুষ্যদিগের প্রতি উপযুক্তাচরণকেই সদ্ব্যবহার কহি। সেই সদ্ব্যবহারের সাহায্য করিতে আমরা বাসনা করি। এই নিমিত্তে মাতা পিতা রাজা ও গুরু প্রভৃতি অন্যান্য মনুষ্যদের প্রতি যাহাতে তোমার সদ্ব্যবহার জন্মিতে পারে এমত শিক্ষা এই গ্রন্থে পাইবা। সেই প্রসঙ্গ সকল তুমি অত্যন্ত মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিবা।

কিন্তু হে প্রিয় পাঠক তুমি পাপী মনুষ্য, ও পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে যত দোষ হয় সেই সকল দোষহইতে এবং অন্তঃকরণস্থ দুষ্টতাহইতে তোমার মুক্ত হওনের আবশ্যক। এই গ্রন্থে পাপ এবং মুক্তি বিষয়ক বিশেষতঃ পতিত মনুষ্যের ত্রাণকর্ত্তা যে যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার দয়া বিষয়ক অনেক কথা লিখিত হইয়াছে। এবং তোমার নিজের মুক্তি কি প্রকারে হইতে পারে তাহা এই গ্রন্থ তোমাকে জ্ঞাত করাইবে। তোমার এই শরীর যে নশ্বর এ কথা স্মরণ রাখ, যেহেতু এই কএক পঙ্ক্তি পাঠ করিতে করিতেই তোমার মৃত্যু হইতে পারে, অতি দীর্ঘায়ু হইলেও এ ভূতলে অতি অল্পকাল স্থিতি হয়, এবং সেই স্থিতির কাল নিশ্চয় করা অসাধ্য, কিন্তু তোমার দেহ নশ্বর হইলেও তোমার আত্মা অনশ্বর এবং সে পরলোকে গিয়া চিরকাল সুখ কিম্বা দুঃখ

ভোগী হইবে। সর্ব্ব বিচারক জগদীশ্বর তোমার মৃত্যু কালীন গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া তদনুসারে পরকালে সুখ দুঃখরূপ ফল প্রদান করিবেন। এতদ্বিষয়ে অনেক প্রসঙ্গ এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে যত্নপূর্ব্বক মনোযোগ কর। ঐ সকল প্রসঙ্গ আমি পৃথক২ স্থানে দিয়াছি, তাহাতে পাঠকালীন তোমার বৈরক্তি জন্মিবে না, কিন্তু বৈচিত্র জন্য তোমার মনোরঞ্জন হইবেক। ধর্ম্ম এবং ইতিহাস ও পদার্থবিদ্যা এবং নীতি ও মুক্তি এবং পরকাল এই সকল বিষয়ক প্রসঙ্গ ইহাতে দেখিতে পাইবা। তাহাতে নানা প্রকার জ্ঞানরূপ আহার দ্বারা তুমি দৃঢ়মনা ও শুদ্ধচিত্ত এবং নির্ম্মল স্বভাব হইবা।

---

২ সংখ্যা।

সচ্ছাত্রের কথা।

যে ছাত্র পাঠশালার নিয়ম এবং শিক্ষকের উপদেশ অনুসারে কর্ম্ম করে তাহাকে লোকে সচ্ছাত্র বলে। সে শিক্ষককে এক কথা বার২ বলাইয়া কদাচ ক্লেশ দেয় না। কিন্তু যেমন আজ্ঞা পায় তম্মত বাক্য তৎক্ষণাৎ কহে, এবং কার্য্য করে। সে উপযুক্ত সময়ে পাঠশালায় অবশ্যই উপস্থিত হয়। পাছে বিলম্ব হয় এই ভয়ে সে নিয়মিত সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তথায় উপস্থিত হইয়া সুস্থিরভাবে স্বস্থানে বসিয়া তৎক্ষণাৎ পাঠ অভ্যাস করে। তাহার পরিশ্রম এবং মনোযোগ দেখিয়া সকলে তাহার সুখ্যাতি করে। আর শিক্ষক যে গ্রন্থ পাঠ করিতে

বলেন তদ্ভিন্ন অন্য গ্রন্থ পাঠ করে না। এবং প্রতি দিন যে পাঠ দেওয়া যায় তাহা ছাড়া অন্য কোন পাঠ সে অভ্যাস করে না। সে খেলনা লইয়া আপনি খেলা করে না এবং অন্যকেও খেলা করিতে দেয় না। আর সে পাঠের সময় কোন ফল খায় না। এবং মিষ্টান্ন বিতরণ ও করে না। তাহার সহাধ্যায়িগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি তাহাকে অন্যমনস্ক করিতে চেষ্টা করে তবে সে তাহার প্রতি মনোযোগ করে না। তাহাতে যদি তাহারা পুনরায় সেই রূপ করে তবে সে তাহাদিগকে বলে যাও ২ তোমরা আপনার কর্ম্ম কর। তাহার পরও যদি তাহারা তাহাকে ব্যস্ত করে তবে সে তাহা শিক্ষককে জানায়, তাহাতে যেন তিনি উভয়ের অর্থাৎ তাহার এবং তাহার সহাধ্যায়িগণের মঙ্গলার্থে আসিয়া উচিত ভৎর্সনা দ্বারা সেই অনুচিত ও অহিত জনক কর্ম্ম করিতে বারণ করেন। এবং যখন বাহিরের কোন লোক পাঠশালায় আইসে তখন সে অসভ্যের মত স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকে না। কিন্তু কেহ না থাকিলে যেমন পাঠ অভ্যাস করে তখনও সেইরূপ করে। যদি তাহারা তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে তবে সে নম্রভাবে আদর পূর্ব্বক উত্তর করে। যখন আপন শ্রেণীর ছাত্রেরা পাঠ অথবা বানান করে কিম্বা পূর্ব্ব পঠিত পাঠের পুনরাবৃত্তি করে তখন সে অত্যন্ত মনোযোগী হইয়া শ্রবণ করত শিক্ষা করিতে চেষ্টা করে। এবং যাহাতে আপনার বিদ্যা বৃদ্ধি হয় তাহার চেষ্টা সর্ব্বদা

করে। এই কারণ সে কখন নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকে না। আর শিক্ষকের অসাক্ষাতে শাস্তির ভয় না থাকিলেও সে অলস হয় না। শিক্ষক নিকটে দাঁড়াইলে অথবা তাহার পানে দৃষ্টি করিলে সে ছাত্র যেরূপ কর্ম্ম করে শিক্ষক স্থানান্তরে গেলে ও সেই রূপ করে। আর শিক্ষক যদি কিঞ্চিৎ কালের জন্যে স্থানান্তর হয়েন তবে সে সাধ্যানুসারে পাঠে আরও মনোযোগী হয়। তাহাতে অন্যান্য কর্ম্মে যেমন এই কর্ম্মে ও তদ্রূপ তাহার বিশ্বস্ততা ও সদ্ব্যবহার প্রকাশ পায়। এবং সে অর্জিত বিদ্যারূপ ধনের বৃদ্ধি করিতে ও প্রতি দিন হিতজনক বিষয় শিক্ষিতে বাসনা করে। যে দিনে তাহার যথার্থ উপকারজনক বিদ্যা বিষয়ক জ্ঞানের বৃদ্ধি না হয় সেই দিনে সে অসন্তুষ্ট থাকে। আর কোন কঠিন পাঠের অভ্যাস কিম্বা কোন কঠিন প্রশ্নের উত্তর করিতে সে বিরক্ত হয় না। এবং সে মনে ২ বিবেচনা করে, আমি এই কর্ম্মে অশক্ত ও ইহাতে আমার কোন উপকার হইবে না এমন যদি আমার শিক্ষক বুঝিতেন তবে আমাকে ইহা করিতে বলিতেন না। এই জন্যে সে হৃষ্ট মনা হইয়া কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করে। আর মনে ২ ইহা ভাবিয়া সাহসান্বিত হয় যে আমি এই কঠিন পাঠ অভ্যাস করিয়াছি এবং এই কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিয়াছি ইহা শুনিয়া আমার মাতা পিতা সন্তুষ্ট হইবেন; আমার শ্রম দেখিয়া শিক্ষকও সন্তুষ্ট হইবেন; এবং কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে আমিও নিশ্চিন্ত হইব; আমি যদি শীঘ্র অতিশয় মনোযোগ

পূর্ব্বক এই কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হই তবে তাহা উত্তমরূপে শীঘ্র সম্পন্ন হইবে। পড়িবার সময়ে সে এমন সুস্পষ্ট শব্দোচ্চারণ করে যে তাহা সকলেই শুনিতে পায় ও বুঝিতে পারে। সে আপন প্রতিলিপিপুস্তক পরিস্কার রূপে লেখে, এবং তাহাতে কোন দাগ কি আঁচড় দেয় না। তাহার অক্ষর সকল স্পষ্ট এবং সুন্দর, আর কলমের টানে যথাস্থানে স্থূল সূক্ষ্ম দৃষ্ট হয়। এবং সে অঙ্ক সকল উত্তমরূপে লেখে এবং ঠিক দেয়, ও পরিপাটী রূপে শ্রেণী বদ্ধ করিয়া লেখে, তাহার লেখা জোখাতে প্রায় ভুল দৃষ্ট হয় না। আর সে কেবল আপনার জ্ঞান বৃদ্ধিতে নয় কিন্তু অন্যদের জ্ঞান বৃদ্ধি হইলেও সন্তুষ্ট হয়। তাহার সহাধ্যায়িগণ প্রশংসা কি পুরস্কার পাইলে সে আহ্লাদিত হয় এবং বলে "আমিও সৎকর্ম্ম করিলে প্রশংসা ও পুরস্কার পাইব, আর আমরা সকলেই সৎকর্ম্ম করিলে আমাদের পাঠশালার বড়ই মঙ্গল, এবং আমরা আপনারাও অধিক সন্তুষ্ট হই, এবং আমাদের মধ্যে অনেকের আলস্য ও অমনোযোগজন্য শিক্ষকের যে ক্লেশ ও দুঃখ তাহাও অতি লঘু হয়"।

পাছে পুস্তক সকল নষ্ট হয় ইহা ভাবিয়া সে আপন পুস্তক সকল অতি সাবধানে রাখে। আর পাঠ সাঙ্গ হইলে পর সে পুস্তক সকল যথাস্থানে রাখে। পাছে কেহ ছিঁড়িয়া ফেলে কিম্বা মলিন করে এই জন্যে তাহা যেখানে সেখানে রাখে না। সে আপনার ও সহাধ্যায়িগণের এবং আপন শিক্ষকের নিমিত্তে ঈশ্বরের

নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতে কখন বিস্মৃত হয় না। কারণ সে জানে যে বিদ্যাভ্যাস কেবল পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদেই ইহকালে ও পরকালে যথার্থ ফলজনক হয়। আরও সে পাঠশালার মধ্যে যেমন বাহিরে ও তেমনি সদ্ব্যবহার করিতে সর্ব্বদা সচেষ্টিত হয়। এবং সে ইহা মনে করে যে পরমেশ্বরের দৃষ্টি সর্ব্বদা আমার প্রতি আছে, আর শেষে মহাবিচারকর্ত্তার নিকট সকল কর্ম্মের নিকাশ দিতে হইবে। এই নিমিত্তে সে শিক্ষকহইতে প্রাপ্ত কিম্বা ধর্ম্মপুস্তকে পঠিত অথবা অন্য কোন পাঠ্য পুস্তকে দৃষ্ট ও প্রাপ্ত নীতি বিষয়ক বচনানুসারে ব্যবহার করিতে এবং প্রভুর ব্যবস্থা ও আজ্ঞা সকল নিশ্ছিদ্র রূপে পালন করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা পায়।

---

৩ সংখ্যা।

পরমেশ্বর যে আমাদের সৃজন পালন পরিত্রাণ ও বিচারকর্ত্তা তদ্বিষয়ক উপদেশ।

পরমেশ্বর আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহার সেবা ও গৌরব করিতে ও তাঁহার ধ্যানে সুখী হইতে তিনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি যে আমাদিগকে সচেতন ও অমর আত্মা দিয়াছেন ইহাতে তাঁহার কত স্তব করা উচিত, এবং তিনি যে অভিপ্রায়ে আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার সেই অভিপ্রায় সম্পূর্ণ করিতে আমাদের কি পর্য্যন্ত চেষ্টা করা উচিত, এবং আমা-

দের তাবৎ বল ও ক্ষমতাকে উত্তম ও ভদ্র কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে কি পর্য্যন্ত যত্ন করা উচিত তাহা বলা যায় না।

পরমেশ্বর আমাদের পালন কর্ত্তা, তিনি আমাদিগকে আহার বস্ত্র গৃহ মিত্রগণ এবং আমাদের প্রাণ রক্ষা কি সুখের নিমিত্তে যে কোন বিষয়ের আবশ্যক হয় সেই সকল যোগান। আমাদের প্রতি তাঁহার যে হিত চেষ্টা ও অনুগ্রহ, তৎপ্রযুক্ত কৃতজ্ঞ হওয়া এবং আমরা যে সর্ব্বদা তাঁহার অধীন ইহা নিরন্তর স্মরণে রাখা এবং যে কোন ঘটনা উপস্থিত হয় তাহা যে তাঁহার হস্ত ছাড়া নয় ইহা স্থির জানা, এবং আমাদের যে পরমায়ু তিনিই নিত্য রক্ষা করিতেছেন সেই আয়ু তাঁহার ইষ্ট কর্ম্মে ক্ষেপণ করা, এই সকল আমাদের কর্ত্তব্য।

পরমেশ্বর আমাদের পরিত্রাণ কর্ত্তা, আমরা তাঁহার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছি তৎপ্রযুক্ত তাঁহার ক্রোধ পাত্র হইলেও তিনি আমাদের প্রতি কৃপা করিয়া আমাদিগকে পাপ ও দুঃখ হইতে মুক্ত করণার্থে আপন পুত্রকে পাঠাইয়াছেন। ইহা চিন্তা করিলে তাঁহার অদ্ভুত অনুগ্রহের নিমিত্তে সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার ধন্যবাদ করা কি উচিত নয়। আমাদিগকে মুক্তিপদ এবং মঙ্গল দিবার কারণ যে প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে তিনি নিযুক্ত করিয়াছেন আমরা কি তাঁহাকে গ্রাহ্য করিব না। তিনি অনুগ্রহ করিয়া সুসমাচারে যে পাপক্ষমা এবং অন্যান্য সমস্ত উপকার করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহার নিমিত্তে

কি অতি যত্নবান্ হইয়া প্রার্থনা করিব না ও তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে কি প্রেম করিব না। এবং হৃষ্টচিত্তে সম্যক্ প্রকারে তাঁহার পবিত্র আজ্ঞা সকল পালন দ্বারা সেই প্রেম কি নিত্য২ প্রকাশ করিব না?

ঈশ্বর আমাদের বিচারকর্ত্তা। তাঁহার কাছে শেষে আমাদের সকল কর্ম্মের নিকাশ দিতে হইবে এবং তাঁহার বিচারে আমাদের চিরকালীন সুখ কিম্বা দুঃখভোগ স্থির হইবে ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া কালক্ষেপ করা আমাদের উচিত। আমাদের বিচার যিনি করিবেন তাঁহার গোচরে আমাদের মনচিন্তা ও বাক্য এবং কার্য্য সকল সদা সর্ব্বদা আছে ইহা বিস্মরণ হওয়া কখন কর্ত্তব্য নহে। তাঁহার সহিত আমাদের সৃজ্য সৃজক পাল্য পালক ও তার্য্য তারক সম্বন্ধ প্রযুক্ত যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে তাহা বিশ্বস্ততা পূর্ব্বক প্রতিপালন করা অবশ্য উচিত। যাহাতে তাঁহার ক্রোধ জন্মে এমন কর্ম্ম-হইতে সাবধান হওয়া আমাদের আবশ্যক। কেবল ধর্ম্মপুস্তকের নিয়মানুসারে ঈশ্বরের সেবা ভক্তি ও ধর্ম্মা-চরণ এবং নিশ্ছিদ্রুরূপে তাঁহার পবিত্র আদেশ পালন করা আমাদের কর্ত্তব্য। এবং কখন আমাদের মৃত্যু হইবে ও কখন তাঁহার বিচারাসন সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে ইহা বৃদ্ধ কি যুবা আমাদের মধ্যে কেহই জ্ঞাত নহে। অতএব এই গুরুতর ঘটনার জন্যে প্রস্তুত হওনে আমাদিগকে চেষ্টা করা উচিত, এবং যাহাতে পরকালে আমাদের মঙ্গল হয় এমন কর্ম্ম করিয়া ইহকাল কাটা-

ইতে যেন শক্তি পাই এই প্রার্থনা স্বর্গস্থ পিতার নিকট করা আমাদের আবশ্যক।

---

৪ সংখ্যা।

ক্ষুদ্র মনুষ্যদের প্রতি পরমেশ্বরের অনুগ্রহ বিষয়ক গীত।

ঈশ্বর এই শব্দ শুনি চকিত ভুবন।
বল কে করিবে তাঁর মহিমা বর্ণন ॥
স্বর্গে যাঁর স্তুতি করে পবিত্র দূতগণ।
যাঁর ভয়ে মর্ত্যলোক ভীত অনুক্ষণ॥
তবু শিশু পারে তাঁর লইতে শরণ।
যথাসাধ্য করিতে তাঁর নামে নিবেদন ॥
প্রকাণ্ড ভূগোল এই জল স্থল যুত।
নানাবিধ বৃক্ষ আর পুষ্প নানা মত ॥
ভূচর খেচর জলচর অগণিত।
তিনি সকলের স্রষ্টা জানিহ নিশ্চিত॥
তাঁর তত্ত্ব ভক্তি করিতে সর্ব্বক্ষণ।
সৃজন করেন তিনি যত শিশুগণ ॥
স্বর্গে থাকি যাঁর শত ২ দূতগণ।
বীণা করে ধরি করে মহিমা বর্ণন ॥
পুণ্যবন্ত দূতগণ মিলিয়া নয়ন।
শক্ত নহে যাঁর প্রভা করিতে দর্শন ॥
দীনহীন শিশু তাঁরে করিতে স্তবন।
যথা সাধ্য করে কত শব্দ উচ্চারণ ॥

আদম ইব্রাহীম আদি যত সাধুগণ।
মর্ত্যলোকে যারা তাঁর করেছে অর্চ্চন ॥
স্বর্গপুরে বেড়িয়া তাঁহার সিংহাসন।
অষ্টাঙ্গ প্রণাম করে পুণ্যবান গণ ॥
ধরাতলে আমি শিশু কি জানি ভকতি।
তবু সাধ্যমতে তাঁরে করি স্তব স্তুতি ॥
শান্ত দান্ত জ্ঞানবন্ত যত সাধুগণ।
স্বর্গে যারা করে তাঁর সদত সেবন ॥
পদতলে পড়ি তারা বলে অনুক্ষণ।
জ্ঞান বুদ্ধিহীন মোরা কি জানি ভজন ॥
আমি শিশু কি করিব তাঁহার বর্ণন।
তথাপি শুনেন তিনি মোর নিবেদন ॥
ক্ষুদ্র শিশু যদ্যপিও করয়ে স্তবন।
তাহার প্রার্থনা তিনি করয়ে শ্রবণ ॥
তাঁহার করুণা মোদের প্রাপ্য সর্ব্বক্ষণ।
সাহস করেছি তাঁর লইব শরণ ॥
প্রভু যীশু খ্রীষ্ট নাম করিয়া স্মরণ।
যাই তাঁর করিতে করুণা অন্বেষণ ॥

---

৫ সংখ্যা।

ভারত বর্ষ বিষয়ক বিবরণ।

এই ভারত বর্ষের চতুর্দ্দিগের সীমা অত্যাশ্চর্য্য রূপে নিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার উত্তরসীমাতে হিমালয় পর্ব্বত

শ্রেণী থাকাতে তাহা তিব্বৎ নামক উচ্চদেশ হইতে বিভিন্ন হইয়াছে। পৃথিবীমণ্ডলে যত প্রধান পর্ব্বত শ্রেণী আছে, হিমালয় পর্ব্বত সে সকলের সমান উচ্চ কিম্বা তাহাহইতে আরো অধিক উচ্চ, ইহা সম্প্রতি মাপদ্বারা স্থির করা গিয়াছে। সিন্ধু এবং ব্রহ্মপুত্র এই দুই মহানদ দ্বারা এই ভারতবর্ষের পূর্ব্বপশ্চিম সীমা নিবদ্ধ হইয়াছে এবং ইহার দক্ষিণাংশে সমুদ্রবেষ্টিত মহা বিস্তৃত এক প্রায়দ্বীপ আছে। কেহ২ অন্যান্য দেশকেও ভারতবর্ষান্তর্গত বলিয়া বর্ণন করিয়াছে যথা কাবুল ও কান্দাহার দেশ; এই দুই দেশ বহুকালাবধি মোগল বাদশাহের অধীন ছিল, কেননা এই যুদ্ধশীল বাদশাহেরা ভারতবর্ষ জয় করিয়া ঐ দেশে রাজধানী করিয়াছিলেন। ঐ দুই দেশ বরং পারস্য ও তাতার দেশের সম্বন্ধী ইহা স্পষ্ট বোধ হয়। ইহাদিগকে ভারতবর্ষান্তর্গত বলিলে তাহার উত্তরপশ্চিমদিকে স্থিত সিন্ধুনদের দ্বারা৹ নিরূপিত যে সীমা তাহার ব্যতিক্রম হয় এবং তাহার ওপারে ও অন্য কোন নিশ্চিত সীমা পাওয়া যায় না। পূর্ব্ব নিরূপিত এই সীমার মধ্য স্থিত মনুষ্যদিগের ধর্ম্ম ভাষা রীতি ও নীতি বিষয়ক পরস্পর সম্বন্ধ আছে কিন্তু আশিয়ার অন্তর্গত অন্যান্য দেশবাসিদিগের ধর্ম্ম ও রীত্যাদি তাহাহইতে বিভিন্ন।

যদি ও ভারতবর্ষের কোন২ স্থলে নিশ্চিত রূপে সীমা নির্দ্ধারিত হয় নাই, তথাপি পূর্ব্বোক্ত রূপে সীমা নিরূপণ করিলে বলা যাইতে পারে যে এই মহারাজ্য দক্ষিণো-

স্তরে ভূগোলের ৮ ও ৩৪ ডিগ্রির মধ্যে এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে ৬৮ ও ৯২ ডিগ্রির মধ্যে আছে, তাহাতে এই রাজ্য উত্তরদক্ষিণে ৯০০ ক্রোশের অধিক দীর্ঘ এবং পূর্ব্বপশ্চিমে ৭৫০ ক্রোশের অধিক প্রশস্ত নয়।

এই অতি প্রধান ও বিস্তারিত দেশের প্রসঙ্গ করিতে গেলে প্রথমতঃ তাহার স্বাভাবিক গুণাগুণ ও আকার প্রকারের সাধারণরূপে বর্ণনা করা ভাল হয়। এই দেশের গুণ নানাবিধ, এবং অত্যাশ্চর্য্য। এই ভারতবর্ষ সমস্ত পৃথিবী মণ্ডলের এক প্রকার সংক্ষেপ প্রতিমূর্ত্তি। তাহার মধ্যে কোন২ দেশে সূর্য্যের খরতর তেজঃ প্রকাশ হয়, এবং কোন২ দেশ উত্তরদিকস্থ দেশের ন্যায় অসহ্য শীত প্রযুক্ত প্রাণি ও বৃক্ষাদিতে বিহীন। পৃথিবীর অন্যান্য পরস্পর দূরবর্ত্তি দেশে যে২ ভিন্নজাতীয় দ্রব্য জন্মে সেই সকল ভিন্নজাতীয় দ্রব্য স্থানের উচ্চনীচতা প্রযুক্ত ভারতবর্ষের মধ্যে জন্মে। এই ভারতবর্ষের মহাবিস্তৃত নিম্ন ভূমির মধ্যে কোথাও বৎসরের মধ্যে দুইবার শস্য এবং বহুপত্রশালি বৃক্ষাদি জন্মে, আর কোথাও বা সূর্য্যের কিরণে সর্ব্বদা উত্তপ্ত মরুভূমি আছে। তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চভূমিতে সমশীতগ্রীষ্ম দেশের ন্যায় ফল শস্যাদি প্রচুর জন্মে। তদপেক্ষা উচ্চদেশ উত্তর দেশের মত পাইন নামক বৃক্ষের বৃহৎ বনে আচ্ছাদিত। এবং অত্যুচ্চ শৃঙ্গ সকল উত্তর কেন্দ্রস্থ দেশের ন্যায় সর্ব্বকাল বরফে নিমগ্ন আছে। আফ্রিকা কিম্বা উত্তর কেন্দ্রস্থ দেশ সকলেতে যেমত জীবজন্তু বৃক্ষাদি একই প্রকার দৃষ্ট হয় ভারতবর্ষে সেই

রূপ নহে। পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ অন্তভাগস্থ দেশ সকলেতে যাহা২ আছে সেই বিচিত্র ও বিপরীতাকার বস্তু সমূহ এখানে পরস্পর অতি নিকটবর্ত্তি দেশে নয়নগোচর হয়।

সিন্ধুনদ ও বুহ্মপুত্র নদের মধ্যে অর্থাৎ ভারতবর্ষের পশ্চিমসীমা অবধি পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত এবং উত্তর দিকস্থ মহাপর্ব্বতশ্রেণী হইতে দক্ষিণ প্রায়দ্বীপস্থ উচ্চদেশ পর্য্যন্ত যে অতি বৃহৎ নিম্ন ভূমি আছে তাহাকেই ভারতবর্ষের প্রধান ভাগ কহি; এই ভাগ অপরিমিত শস্য ফলাদির উৎপত্তি স্থান, এবং এই ভাগে ভারতবর্ষরাজ্যের বড় ২ রাজধানী আছে। এই সমভূমি প্রায় ৭৫০ ক্রোশ দীর্ঘ, এবং প্রায় ১৫০ অথবা ২০০ ক্রোশ প্রশস্ত। তাহা উত্তর সীমাস্থ বৃহদাকার পর্ব্বতশ্রেণীর পার্শ্বস্থ হইয়া দক্ষিণ পূর্ব্বহইতে উত্তরপশ্চিম দিকে বিস্তৃত আছে। এই পর্ব্বত শ্রেণীতে উৎপন্ন বহু২ নদী দেশের উর্ব্বরতার মূল কারণ হইয়াছে। চীন দেশীয় মহানদীদ্বারা আর্দ্র প্রদেশ ব্যতিরেকে এই সমভূমি পৃথিবীর অন্যান্য তাবদ্দেশাপেক্ষা উত্তম এবং শস্যশালী। পশ্চাৎলিখ্যমান এক মহা মরুভূমি ব্যতীত এই মহা সমভূমি উচ্চনীচ রহিত সর্ব্বত্র সমান রূপে উর্ব্বরা এক ক্ষেত্র প্রায়। তাহাতে মহা২ নদী স্থির জলের ন্যায় সমুদ্রবৎ হইয়া বহিয়া যায়।

ভারতবর্ষের মহা সমভূমি বিষয়ক যে সকল কথা কথিত হইয়াছে সে সকল বিশেষ ও সম্পূর্ণরূপে বঙ্গদেশের প্রতি খাটে, কেননা এই বৃহদ্দেশে একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বত

কিম্বা শৈল ও নাই। গঙ্গানদী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া তাহার মধ্যদিয়া বহিয়া যায়, এবং বর্ষাকালে শস্যোৎপাদনকারি আপন জলে দেশের বহুদূরাবধি প্লাবিত করে। এই গভীর ও সতেজ এবং উত্তম রূপে জলার্দ্রিত ভূমিতে সূর্য্যের খরতর কিরণ লাগিলে তাহা অসংখ্য বৃক্ষ ও অপরিমিত শস্যেতে আচ্ছাদিত হয়। গঙ্গানদীর তীরস্থ বঙ্গ দেশের উত্তরপশ্চিমদিকস্থিত যে বেহার প্রদেশ তাহার ও এই রূপ আকার, কেবল মধ্যে২ ক্ষুদ্র পর্ব্বত দৃষ্ট হয়। তাহার আরও উত্তরপশ্চিমে আলাহাবাদ প্রদেশের ভূমি সর্ব্বতোভাবে বঙ্গদেশের ন্যায় নীচ ও উত্তপ্ত এবং উর্ব্বরা। নদীর উত্তরদিকে অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড নামক দুই প্রদেশ ক্রমে২ ঊর্দ্ধ্ব পর্ব্বতের দিকে উটিয়াছে। এই দেশের বায়ু অধিক শীতল ও শরীর সুস্থতাজনক। এবং ঐ স্থানে আশিয়া ও ইউরোপ উভয় খণ্ডেরি বহুমূল্য দ্রব্য অতিবাহুল্য রূপে দৃষ্ট হয়। এই রোহিল খণ্ডে গঙ্গানদীর জলার্দ্রসমভূমির শেষ এবং যমুনা জলার্দ্র সমভূমির আরম্ভ হয়, কিন্তু এই স্থান উহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চ, এবং এখানে ভাল জল সম্ভোষ্য নাই, এবং ভূমিও তদ্রূপ উর্ব্বরা নহে। দোয়াব অর্থাৎ ঐ নদীদ্বয় মধ্যস্থ প্রদেশে জল সেচন ব্যতিরেকে উত্তমরূপে শস্য জন্মে না। এবং অল্পদিন হইল সেখানে যুদ্ধ হওয়াতে জল সেচনের অত্যন্ত ব্যাঘাত হইয়াছিল। যমুনা নদীর দক্ষিণে এবং ইহার সহিত সংমিলিত চম্বলনামক উপনদীর উভয়তীরে মালয়া ও আজমীর দেশের পর্ব্বত

হইতে বিস্তৃত ক্ষুদ্২ পর্ব্বতশাখা জন্য ভূমি কিঞ্চিৎ২ নিম্নোন্নত হইয়াছে, এবং সেখানে সমভূমির মধ্যে ও উচ্চ শৈল আছে, ঐ শৈল সকলের পার্শ্ব প্রাচীরের ন্যায় খাড়া, এবং উপরি ভাগ প্রশস্ত সমান ভূমি, এবং তাহার উপরে ভারতবর্ষীয় ইতিহাস দ্বারা অতি বিখ্যাত ও প্রায় অনাক্রম্য শৈলদুর্গ আছে। দিল্লী নগরের পশ্চিমে পূর্ব্বোক্ত মহা মরুভূমি আছে, কিন্তু ইহার বৃত্তান্ত এক্ষণে উল্লেখ না করিয়া তাহার ওপারস্থ পঞ্জাবের সমভূমির বিষয় কিঞ্চিৎ লিখি। সিন্ধুনদের সহিত সংমিলিত পাঁচ প্রশস্ত নদী এই পঞ্জাব দেশ দিয়া গতি করে, তাহাতে সেই দেশ গঙ্গা জলার্দ্র সমভূমির তুল্য উর্ব্বরা ও শস্যশালী হয়। কিন্তু এ রাজ্যে লোকদের পরস্পর কলহ এবং অসভ্যতা জন্য কৃষি কর্ম্মের অনেক ত্রুটি জন্মে তাহাতেই ঐ দেশ পূর্ব্বদিকস্থ দেশের তুল্য শস্যশালী হয় না।

৬ সংখ্যা।

সংশয়চ্ছেদ।

কোন ব্যক্তি এক জন তুরকিদেশীয় পুরোহিতের নিকটে গিয়া এই তিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল।

প্রথম প্রশ্ন। কি নিমিত্তে লোকে পরমেশ্বরকে সর্ব্বব্যাপী কহে, আমি তাঁহাকে কুত্রাপি দেখিতে পাই না; তিনি কোথা, আমাকে দেখাও।

দ্বিতীয় প্রশ্ন। পরমেশ্বর যাহাকে যাহাতে নিয়োগ

করেন সে যদি তাহাই করে তবে মনুষ্যেরা কি নিমিত্তে পাপের শাস্তি পায়।

তৃতীয় প্রশ্ন। যদি শয়তান অগ্নিতে নির্ম্মিত, তবে পরমেশ্বর তাহাকে নরকাগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে তাহার কি দুঃখ হইবে।

পুরোহিত এই কএক প্রশ্ন শুনিয়া একটা মাটীর ঢেলা লইয়া ঐ ব্যক্তির মস্তকে আঘাত করিল। তাহাতে ঐ ব্যক্তি বিচারকর্ত্তার নিকট গিয়া তাবৎ বৃত্তান্ত তাহাকে অবগত করিয়া মস্তকের বেদনার নিমিত্তে পুরোহিতের নামে অভিযোগ করিল। বিচারকর্ত্তা পুরোহিতকে ডাকাইয়া কহিলেন, তুমি এই ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তর না দিয়া কি নিমিত্তে ইহাকে ঢেলা মারিয়াছ?

পুরোহিত উত্তর করিল, ইহাকে যে ঢেলা মারিয়াছি তাহাতেই ইহার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর হইয়াছে। এ ব্যক্তি আপনকার নিকট কহিয়াছে যে তাহার মস্তকে বেদনা হইয়াছে, সে আমাকে সেই বেদনা দেখাউক, তবে আমি তাহাকে পরমেশ্বর দেখাইব। এবং আমার নামে এ কি নিমিত্তে অভিযোগ করিয়াছে যেহেতু আমি যাহা করিয়াছি তাহা পরমেশ্বরের কার্য্য। এবং ইহার শরীর মৃত্তিকাতে নির্ম্মিত, তবে মৃত্তিকাঘাতে কি রূপে তাহার ক্লেশ জন্মিতে পারে। বিচারকর্ত্তা এই সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া পুরোহিতকে বিদায় করিলেন। আর যে ব্যক্তি অভিযোগ করিয়াছিল সে অতি লজ্জিত হইল।

---

৭ সংখ্যা।

মণ্টিস্ নামক মক্ষিকার পূজাবিষয়ক বৃত্তান্ত।

আফ্রিকাদেশে কাফ্রি জাতিরা মণ্টিস্ নামক মক্ষিকাকে দেবতা বলিয়া পূজা করে। এই মণ্টিস্ শব্দের অর্থ ভবিষ্যদ্বক্তা। মণ্টিস কি পর্য্যন্ত পূজ্য ছিল তাহা এক জন কাফ্রি এবং এক জন খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মোপদেশকের পশ্চাদুক্ত কথোপকথন পাঠ করিলে জানা যায়।

কাফ্রি। হে মহাশয়, এই মহাসাগরের অন্যতীর নিবাসি দয়ালু মনুষ্যেরা অজ্ঞান কাফ্রিদিগকে শিক্ষা দানার্থে এবং তাহাদের ভ্রান্তি সংশোধনার্থে আপনকাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছে, ইহাতে আমি যে রূপ উপকৃত হইয়াছি তাহা বাক্যদ্বারা প্রকাশ করিতে শক্ত নহি; কিন্তু বরং পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ করা উচিত যেহেতু তিনি অভাগা কাফ্রিদিগের দুঃখ নিবারণ করিতে উহাদিগকে সুমতি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে উহারা আমাদের দুঃখ দেখিয়া বলিয়াছিল, "হায়, কাফ্রিলোক কি রূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত, দেখ যে মক্ষিকাকে অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া মারিতে পারে তাহাকেই ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে, আমরা গিয়া তাহাদিগকে জ্ঞানদান করিব;" এমন কথা কহিতে কেবল ঈশ্বর তাহাদিগকে সুমতি প্রদান করিয়াছেন; অতএব তাঁহাকেই ধন্যবাদ করা কর্ত্তব্য। হে মহাশয়, আপনি অনুগ্রহ করিয়া দৃষ্টি করুন। ঐ খানে এমন একটা মক্ষিকা দেখিতেছি। এত-

দেশে আপনকার আসিবার পূর্ব্বে এই মক্ষিকা আমাদের দেবতা ছিল।

উপদেশক। কি আশ্চর্য্য, সত্য কি তোমরা পূর্ব্বে ঐ মক্ষিকার পূজা করিতা?

কাফ্রি। হাঁ; ইহাকে দেখিবা মাত্রই আমরা অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া ইহার কাছে প্রার্থনা করিতাম।

উপদেশক। ভাল, ইহাকে প্রণাম করিয়া ইহার নিকট কি প্রার্থনা করিতা?

কাফ্রি। আমাকে যথেষ্ট আহার দেও, এই প্রার্থনা করিতাম।

উপদেশক। অন্য কোন দ্রব্যের প্রার্থনা করিতা?

কাফ্রি। না, কেননা অন্য দ্রব্যের যে প্রয়োজন আছে ইহা তখন জানিতাম না।

উপদেশক। তুমি যে অমর আত্মা বিশিষ্ট হইা কি তখন জানিতা না?

কাফ্রি। না মহাশয়, আমি পশুর ন্যায় অজ্ঞান ছিলাম, আমি কিছুই জানিতাম না, আহারীয় দ্রব্যকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান করিতাম, ধর্ম্মপুস্তকের একটি কথাও শুনি নাই, এই রূপ একটি মক্ষিকা দেখিবামাত্রই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতাম, এবং পথের উপরে দেখিলে আমি তাহাকে তুলিয়া লইয়া বৃক্ষের উপরে রাখিতাম, পাছে ঐ পথগামি অশ্ব কি শকট দ্বারা সে চূর্ণ হয়।

হে বন্ধুগণ, যে কীট মনুষ্যের অঙ্গুলিতে টিপিলে মারা

যায় এবং আপনাকে মুক্ত করিতে শক্ত নহে, তাহার উপাসনারূপ মিথ্যা ধর্ম্মহইতে বিমুক্ত হইয়া সত্য পরমেশ্বরের তত্ত্ব পাইয়া প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা প্রস্তুত মুক্তি পথ জ্ঞাত হইয়া এই দীনদুঃখী কাফ্রি কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইল, তাহা কোন প্রকারে বর্ণিত হইতে পারে না।

বোধ হয় যে এই বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া এতদ্দেশীয় মনুষ্যেরা উপহাস করিবে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা প্রতিমাপূজা করিয়া থাকে, আপন২ ব্যবহারের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি করা উচিত; যেহেতু কাফ্রিদিগের অপেক্ষা তাহাদের অজ্ঞানতা গুরুতর, কারণ কাফ্রি লোকদের পূজ্য মণ্টিস্ মক্ষিকা জীবনবিশিষ্ট, কিন্তু তাহারা প্রাণবিহীন মৃত্তিকা ও কাষ্ঠ ও প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমা পূজা করে। রোদন পূর্ব্বক পরমেশ্বরের নিকট এই রূপ প্রার্থনা করা তাহাদের উচিত, হে প্রভো পরমেশ্বর, আমরা তোমার উপাসনা পরিত্যাগ করাতে আমাদের মন ভ্রান্তিতে পূর্ণ হইয়াছে, এই নিমিত্তে প্রণতিপূর্ব্বক এই নিবেদন করি যে তুমি যেমত কাফ্রিদিগকে ধর্ম্মপুস্তক জ্ঞান প্রদান করিয়াছ, এবং যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা মুক্তির পথও দর্শাইয়াছ সেই রূপ আমাদিগের প্রতি ও করুণা প্রকাশ করহ।

—৪—

৮ সংখ্যা।

আমেরিকা দেশের প্রকাশ বিষয়ক বৃত্তান্ত।

ইউরোপ, আশিয়া, আফ্রিকা এবং আমেরিকা

নামক চারিখণ্ডে পৃথিবী বিভক্ত আছে। ইউরোপ, আশিয়া এবং আফ্রিকা এই তিন খণ্ড এক মহাদ্বীপে আছে, এবং সাগর দ্বারা সম্যকরূপে পরস্পর বিভিন্ন নহে। কিন্তু এই দ্বীপ হইতে সহস্র ক্রোশাপেক্ষা অধিক দূর অন্য এক দ্বীপ অর্থাৎ আমেরিকা খণ্ড আছে। তিনশত ছাব্বিশ বৎসর গত হইল, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় এক হাজার চারিশত বিরানব্বই শকে এবং বাঙ্গলা আটশত আটানব্বই শকে আমেরিকা খণ্ড প্রথমতঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্বে ইহার নামও কেহ জানিত না। এই নিমিত্তে ইহার প্রকাশ বিষয়ক সংক্ষেপ বৃত্তান্ত লিখিতেছি, যেহেতু মনুষ্যকৃত অদ্ভুত কর্ম্ম সমূহের মধ্যে এই কর্ম্ম অতি মহৎ বলিয়া গণনা করা যায়।

প্রায় পাঁচ শত বৎসর গত হইল চুম্বক পাথরের বিশেষ গুণ প্রকাশ হইয়াছে। ইহার এই গুণ যে তাহা কোন লৌহখণ্ডের উপর ঘর্ষণ করিলে সেই লৌহখণ্ড সর্ব্বদা উত্তরাভিমুখ হইয়া থাকে। এই লৌহকে কোম্পাস অর্থাৎ দিকনিরূপণযন্ত্রের মধ্যে দিলে জগতের সকল স্থানে জলে কি স্থলে হউক পৃথিবীর দিক নিরূপণ হয়। এই কোম্পাসের আকার এই প্রকার, এক তক্তা কাগজে এক মণ্ডল আঁকিয়া তাহা বত্রিশ অংশে সমান বিভাগ করিতে হয়, তদনন্তর তাহাতে পৃথিবীর চারিদিক ও তন্মধ্যে কোণাদিও লিখিতে হয়, এবং এই মণ্ডলের মধ্যস্থানে প্রেকের মত এক ক্ষুদ্র লৌহ বদ্ধ করা যায়, পরে সেই প্রেকের মাথায় একটি শূচ লাগাইতে হয়, সেই শূচের অগ্রভাগে

চুম্বক পাথর ঘর্ষণ করিতে হয়, এবং সে সুচ যেন চতুর্দ্দিগে ঘুরিতে পারে এই রূপ করিয়া তাহাকে প্রেকের মাথায় রাখিতে হয়, তাহাতে কোম্পাসকে যে দিগে ইচ্ছা সেই দিগে রাখ সেই শূচ অবশ্যই উত্তরাভিমুখ হয়। এই প্রকারে পৃথিবীর দিক সকল নিশ্চিত রূপে জানা যাইতে পারে।

এই চুম্বক পাথরের গুণ প্রকাশ হইলে পর মনুষ্যেরা নির্ভয়ে মহাসাগরে গমনাগমন করিতে লাগিল। ইহার পূর্ব্বে দিক নিরূপণের উপায় না থাকাতে কেহ তীর ছাড়িয়া অধিক দূরে যাতায়াত করিতে পারিত না। এই চুম্বক পাথরের গুণ প্রকাশের দুই শত বৎসর পরে কলম্বস নামক এক ব্যক্তি জিনোয়া নামক নগরে জন্মিল। তৎকালে পোর্ত্তগীশ লোকেরা ইউরোপের মধ্যে প্রধান নাবিক ছিল। কলম্বস ইহাদিগের সহিত বারম্বার সমুদ্র দ্বারা নানাস্থানে গমনাগমন করিয়া উত্তম রূপে নাবিক বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল। সে বিবেচনা করিয়া মনে এই স্থির করিল যে জাহাজে আরোহণ করিয়া ইউরোপহইতে ঠিক পশ্চিমদিকে গমন করিলে ভারতবর্ষে যাওয়া যায়। সেইকালে ইউরোপীয় লোকেরা ভারতবর্ষকে অসীম ধন সংপূর্ণ দেশ বলিয়া মানিত। এবং তথাহইতে স্থলপথে আনীত বাণিজ্য দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় দ্বারা ইউরোপীয় কএক নগরে অনেক ধন সঞ্চয় হইয়াছিল। তাহাতে পোর্ত্তগীশ লোকদের বহুদূর পর্য্যন্ত সমদ্রে গমনাগমন দেখিয়া জলপথে ভারতবর্ষে যাইতে

সকল লোকের মনে অত্যন্ত বাসনা হইল। সেই কলম্বস অতি আশ্চর্য্য বুদ্ধি ও সাহস এবং অধ্যবসায় বিশিষ্ট ছিল। কোন সময়ে কতক গুলিন বেত এবং নূতন শিল্প-কৃত কাষ্ঠ পশ্চিম বাতাসে ইউরোপের তীরে আসিয়া লাগিল। তাহাতে তাহার আর ও দৃঢ়তর বিশ্বাস জন্মিল, যে পশ্চিমদিগে কোন দেশ আছে এবং এই বিষয়ের যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিলে পর সেই সকল অজ্ঞাত দেশ অনুসন্ধান করিবার জন্যে সমুদ্রে যাত্রা করিতে মানস করিল। তৎকালে ইউরোপে যে অতি বৃহৎ জাহাজ সকল ছিল তাহাতে তিন হাজার মোনের অধিক ধরিত না, এবং এক্ষণে যেমত বহুধনাঢ্য মহাজন আছে তৎকালে এই রূপ ছিল না। এজন্যে যাত্রার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে কোন রাজার নিকট সহায়তা প্রার্থনা করিতে তাহার আবশ্যক হইল। সে আপন মনের কল্পনা প্রথমতঃ নিজ দেশের শাসনকর্ত্তাদিগকে জানাইল, এবং তাহাদের কাছে ব্যযের সাহায্য প্রার্থনা করিল। কিন্তু তাহারা এই বিষয় অনেক কাল বিবেচনা করিয়া তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিল। অপর সে পোর্ত্তুগাল দেশের রাজার নিকট সহায়তা যাচ্ঞা করিলে ঐ রাজা আপনার দুই মন্ত্রিকে কলম্বসের প্রার্থনা বিবেচনা করিতে ভার দিলেন। কিন্তু ঐ মন্ত্রিরা পূর্ব্বেতে এমত স্থির করিয়াছিল যে দক্ষিণদিগে জাহাজ না চালাইলে ভারতবর্ষে যাওয়া যায় না। এই জন্যে তাহারা তাহার স্বপক্ষ হইল না। কিন্তু তাহারা কলম্বসের অভিপ্রায় উত্তম

রূপে বিবেচনা করিয়া ইহা সুসিদ্ধ হইতে পারে ইহা স্থির করিল, কিন্তু সেই যাত্রা সফল হইলে যে প্রশংসা ও অর্থলাভ হইবে তাহা আমাদের রাজারই হইবে এই ভরসা করিয়া গোপনে এক ব্যক্তিকে সেই জলপথে পাঠাইল। সেই ব্যক্তি কলম্বসের তুল্য সাহসী এবং কর্ম্ম নিপুণ না হওয়াতে সমুদ্রে যাত্রা করিবার সময় এক মহাভয়ানক ঝড় দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আইল। কলম্বস ঐ মন্ত্রিদের শঠতা ব্যবহার দেখিয়া বিরক্ত হইয়া সেই দেশ পরিত্যাগ করিয়া আপন সহোদরকে ইংলণ্ডদেশে প্রেরণ করিল। কিন্তু সেখানেও কেহ সহায়তা করিল না। সেই কালে স্পেন দেশের রাজা মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিলেন। সেই মুসলমানেরা তাহার পূর্ব্বে প্রায় তাবৎ স্পেন দেশ অধিকার করিয়াছিল কিন্তু সে সময়ে কেবল গ্রিনাডা নামক নগর তাহাদিগের অধিকারে ছিল। কলম্বস ইউরোপীয় অন্যান্য রাজাদিগের নিকট যেরূপ করিয়াছিল সেই রূপ স্পেনদেশীয় রাজার নিকটে ও সাহায্য প্রার্থনা করিল। তাহাতে সেই রাজা আপন মন্ত্রিবর্গকে এই বিষয়ে বিবেচনা করিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু অজ্ঞান মন্ত্রিগণ কলম্বসের অভিপ্রায় বিবেচনার বিষয়ে অত্যন্ত মূর্খতা প্রকাশ করিল; কেহ কহিল সমুদ্রের সীমা নাই, অন্যে কহিল পৃথিবীর গোলাকার জন্য তীর হইতে কিঞ্চিদ্দূরে গমন করিলে পুনরাগমন অসাধ্য হইবেক। অতএব তাহারা রাজাকে এই বিষয়

অসাধ্য জানাইল। তাহাতে তিনি কলম্বসের আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন। তাহার পর কলম্বস ইউরোপীয় আরও তিন ক্ষুদ্র রাজাকে নিবেদন করিল। কিন্তু তাঁহারা তাহার সহায়তা করণে অশক্ত হওয়াতে সে ইংলণ্ডদেশে গমন করিতে বাসনা করিল।

কলম্বস স্পেন দেশের রাজসভা পরিত্যাগ করিয়া যাইবার কালে রাণীর কএক জন মন্ত্রী তাহাকে পুনর্ব্বার আনয়নার্থে রাজ্ঞীকে পরামর্শ দিল। এবং রাজ্ঞী ও তাহাতে সম্মতা হইলেন। কিন্তু তাঁহার স্বামী কৃপণ স্বভাব প্রযুক্ত তাহাকে পুনরায় বিদায় করিলেন। তাহাতে কলম্বস পুনর্ব্বার আনীত হওয়াতে যেরূপ অতি আশাযুক্ত হইয়াছিল আরবার আশা ভঙ্গ হওয়াতে ততোধিক ক্ষুব্ধ হইল।

কিছু দিবসের পর মুষলমানদিগের রাজধানী স্পেনদিগের অধীন হইল। তাহাতে রাজা ও রাণী এবং রাজসভাস্থ সকলে আহ্লাদ সাগরে নিমগ্ন হইল। কলম্বসের বন্ধুগণ লোক সাধারণের আনন্দ দেখিয়া এই সময় উপযুক্ত ইহা বুঝিয়া তাহার প্রার্থনা সফল করণার্থে রাণীকে অনেক সাধ্যসাধনা করিল। এবং তাহারা রাণীকে কহিল যে আপনকার এই রাজত্ব সময়ে যদি নূতন দ্বীপ পাওয়া যায় তবে তাহাতে আপনকার যথেষ্ট গৌরব বৃদ্ধি হইবেক। পরে রাণী তাহাদিগের প্রার্থনা সফল করণে সম্মতা হইয়া পুনরায় কলম্বসকে ডাকাইয়া যাত্রার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে আপনার অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়া অর্থ প্রস্তুত

করিলেন। সেই অর্থেতে সে তিন খানি ক্ষুদ্র জাহাজ ক্রয় করিল, তাহাতে তাহার বত্রিশ হাজার টাকার অধিক ব্যয় হইল না। এতদ্রূপে কলম্বস প্রায় আট বৎসর পর্য্যন্ত ইতস্ততো ভ্রমণ করিয়া বার২ আশাভঙ্গ হইলে ও পরে মানস পূর্ণ করণের উপায় প্রাপ্ত হইল।

সকল প্রস্তুত হইলে ই৹১৪৯২ শালের আগষ্টমাসের তৃতীয় দিবসে কলম্বস জাহাজ আরোহণ করিল। তাহার গমন কালীন অনেক লোক সমুদ্রতীরে গিয়া যাত্রাসিদ্ধির নিমিত্তে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল। কলম্বস ঠিক পশ্চিম দিকে জাহাজ চালাইল। কিছু দিন পরে নাবিকেরা আর স্থল দেখিতে না পাইয়া অপরীক্ষিত ও অপরিচিত সাগর মধ্যে হতাশ হইয়া কপালে করাঘাত করত রোদন করিতে লাগিল। কলম্বস আপন মানস পূর্ণ করণে এমত ব্যগ্রচিত্ত ছিল যে প্রায় তাহার বিশ্রাম ছিল না। সে আপন বিবেচনানুসারে সকল বিষয় নিরূপণ করিল, এবং অন্য কাহাকেও জাহাজ চালাইতে না দিয়া আপনিই তাহা চালাইল। জাহাজ তীর হইতে কত পথ আসিয়াছে তাহা নাবিকদিগকে কখন জানাইত না। ঠিক পশ্চিমদিগে জাহাজ চালাইতে২ তাহারা দেখিল সমুদ্রের জল শেয়ালাতে আচ্ছাদিত; তাহাতে তাহারা অনুমান করিল এই পৃথিবীর প্রান্তভাগ। কিন্তু কলম্বস তাহাদিগকে কহিল তাহা নয়, ইহাতে বরং এমত ভরসা হইতেছে যে আমরা অবশ্য কোন দেশের নিকটে আসিয়াছি।

আক্টোবর মাসের প্রথম দিবস পর্য্যন্ত তাহারা ৬৫০ ক্রোশ গমন করিয়াছিল। কিন্তু কলম্বস তাহাদিগকে কহিল যে তীর হইতে কেবল ৪৯০ ক্রোশ আমরা আসিয়াছি। তাহারা সেই সময়ে একুশ দিবস পর্য্যন্ত স্থল দেখিতে না পাইয়া শীঘ্র কোন দেশ পাইবার আশাতে নিরাশ হইল। তাহাতে প্রধান অপ্রধান তাবৎ নাবিক আপনাদিগকে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত বোধ করিয়া অতিশয় বিলাপ করিতে লাগিল এবং পুনর্ব্বার ফিরিয়া যাইবার জন্যে অতি ব্যস্ত হইল। কিন্তু কলম্বস সাহসে নির্ভর করিয়া কখন সাধ্যসাধনা কখন বা ধমক দিয়া তাহাদিগের রাগাদি নিবারণ করিল। এই রূপ করাতে সে তখন কৃতকার্য্য হইল অর্থাৎ কিছু দিন তাহারা স্থির হইয়া থাকিল বটে, কিন্তু তাহার পর তাহারা পুনরায় হতাশ হইয়া কলম্বসকে সাগরে নিক্ষেপ করিতে ও স্বদেশে জাহাজ ফিরাইতে মন্ত্রণা করিল। সাধ্যসাধনা কিম্বা ধমক দ্বারা ইহাদিগকে আর রাখিতে পারিব না কলম্বস এমন বুঝিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল যে যদি তিন দিনের মধ্যে স্থল দেখিতে না পাই তবে দেশে প্রত্যাগমন করিব। সেই সময়ে কলম্বসের কোন দেশ পাইবার ভরসা অত্যন্ত প্রবল ছিল, যে হেতুক জলমাপক সূত্র নিক্ষেপ করাতে মৃত্তিকা স্পর্শ হইল, অধিকন্তু সে এক থোবা টাটকা ফল এবং কতক গুলিন নূতন কাটা বেত্ সাগরের জলে ভাসিতে দেখিয়াছিল।

আক্টোবর মাসের একাদশ দিবসে কলম্বস জাহাজের

পাইল গুটাইতে আজ্ঞা করিল। সেই রাত্রিতে জাহাজস্থ কোন ব্যক্তি চক্ষু মুদ্রিত করে নাই সকলেই দেশ দেখিবার প্রতীক্ষাতে অতিশয় উৎকণ্ঠিত ছিল। রাত্রি দুই প্রহর দুই ঘণ্টার সময় কলম্বস দেখিল দূরে একটা আলো ইতস্ততো ভ্রমণ করিতেছে। কিছু ক্ষণ পরে অগ্রগামি জাহাজের লোকেরা স্থল২ বলিয়া উচ্চৈঃস্বর করিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ অন্যান্য জাহাজস্থ লোকেরাও ঐ আনন্দজনক শব্দের প্রতিধ্বনি করিল। পরদিবসে তাহারা প্রাতঃকালে অর্থাৎ আক্টোবর মাসের দ্বাদশ দিবসে এক ক্রোশ দূরে তৃণবৃক্ষাদিযুক্ত এক দ্বীপ দেখিয়া আহ্লাদ সাগরে নিমগ্ন হইয়া উচ্চৈঃস্বরে পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিতে লাগিল, এবং ধর্ম্মগীত গাইতে আরম্ভ করিল। নাবিকেরা কলম্বসের পদতলে পতিত হইয়া আপনাদের পূর্ব্বের অসন্তোষ জন্য দোষের মার্জনা প্রার্থনা করিল। অপর ক্ষুদ্র নৌকা ভাসাইয়া গীত বাদ্য করত ডাঁড় বাহিয়া তীরে গমন করিল। কলম্বস কর্তৃক প্রাপ্ত এই নূতন দেশে কলম্বস প্রথমত নামিল। পরে যুদ্ধবাদ্য করত নাবিক সকল নামিয়া পুনর্ব্বার হাঁটু গাড়িয়া পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিল। অপর তাহারা স্পেনদেশের রাজার পতাকা গাড়িয়া তাঁহার নামে ঐ দেশ অধিকার করিল।

তদ্দেশবাসি অনেক লোক তাহাদিগের নিকট একত্র হইয়া তাহাদিগের বস্ত্র অস্ত্রাদি এবং শুভ্রবর্ণ মুখ এবং লম্বা দাড়ি দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইল। কেননা তৎ-

কালে ইউরোপ দেশীয় তাবৎ লোকই লম্বা দাড়ি রাখিত। পরে পক্ষির পাখার ন্যায় পাইলদ্বারা প্রচালিত বৃহদাকার যন্ত্রে আরোহণ করিয়া ইহারা সমুদ্রে আগত হইয়াছে ইহা দখিয়া এবং মেঘধ্বনির ন্যায় কামানের শব্দ শুনিয়া ও তাহাদিগের বন্দুকের বিদ্যুৎবৎ অগ্নি এবং ধূম দর্শন করিয়া ঐ দ্বীপস্থ অজ্ঞান মনুষ্যেরা অত্যন্ত ভীত হইয়া তাহাদিগকে ভূমণ্ডলাগত সূর্য্য সন্তান বলিয়া স্থির করিল। এবং স্পেনদেশীয় লোকেরাও ঐ দ্বীপবাসি লোকদের আকার দেখিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল কারণ তাহারা একেবারে উলঙ্গ এবং তাহাদিগের দাড়ি নাই ও তাহাদিগের চর্ম্ম অতি কোমল এবং বর্ণ তাম্রের মত। দিবাবসান কালে তাহারা ডোঙ্গায় চড়িয়া জাহাজের নিকট আসিয়া কলম্বসকে উপঢৌকন দিল; এবং তাহার পরিবর্ত্তে কাঁচের মালা ও ক্ষুদ্র ঘণ্টা ও অন্যান্য অল্পমূল্য দ্রব্য পাইল। নূতন ও পুরাতন মহাদ্বীপের লোকেরা এই প্রকারে পরস্পর প্রথম সাক্ষাৎ কালীন সমস্ত কর্ম্ম প্রীতি দ্বারা নির্ব্বাহ করিল।

৯ সংখ্যা।

বৃদ্ধ কুক্কুটী ও যুব কুক্কুটের কথা।

কোন বৃদ্ধ কুক্কুটী এক দিন আপনার সন্তান এক যুব কুক্কুটকে দেখিয়া কহিল, হে পুত্র, তুমি এক্ষণে মাতৃ উপদেশের সাপেক্ষ নহ এমত যদিও বিবেচনা কর তথাপি

একটি পরামর্শ বলি শুন, ঐ কূপের নিকটে যাইও না এবং উহাতে দৃষ্টিপাত করিও না; যেহেতু উহাতে দৃষ্টিপাত করিলে তোমার সর্ব্বনাশ হইতে পারে। যুবা কুক্কুট কহিল, আমি তোমার পরামর্শ অতিসাবধান হইয়া পালন করিব; কিন্তু সে মনে২ ভাবিল এ তো বড় নির্ব্বোধের পরামর্শ, কূপেতে দৃষ্টি করিলে কোন বিপদ ঘটিতে পারে না। পরে ঐ কুক্কুট যৌবনাবস্থা প্রযুক্ত নির্ভয় স্বভাব হওয়াতে কূপের পরীক্ষা করিতে মনে স্থির করিয়া কূপের নিকটে যাইয়া অতি সাবধানে গলা বাড়াইয়া কূপের ভিতরে দৃষ্টিপাত করিয়া বিবাদ করণোদ্যত এক কুক্কুটের মূর্ত্তি দেখিল। তাহাতে তাহার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইলে সে গাত্র ফুলাইল। তাহাতে সেই নীচস্থ কুক্কুটও রাগান্বিত হইয়া তদ্রূপ করিল। পরে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে সে উড়িয়া কূপের জলে পতিত হইল। অনন্তর আপনার ভ্রম বুঝিয়া জলে মগ্ন হওন কালীন কহিল হায়২ মাতাহইতে আপনাকে জ্ঞানবান বোধ করাতেই আমার সর্ব্বনাশ হইল।

মাতা জ্ঞানবান বটেন কিন্তু পরমেশ্বর তাঁহা হইতেও জ্ঞানবান, অতএব পরমেশ্বর যাহা নিষেধ করেন তাহা করিতে মাতাও আজ্ঞা দিলে কখন কর্ত্তব্য নয়।

---

১০ সংখ্যা।

কৃষাণ ও সারস এবং ষ্টার্কনামক অমৎস্যভুক পক্ষির বৃত্তান্ত।

এক ষ্টার্কপক্ষী আপন অভাগ্য বশতঃ কতক গুলিন সারস পক্ষির সহিত মিলিত হইয়াছিল। সেই সারস পক্ষিরা তৎকালে মৎস্যাপহরণের নিমিত্তে ভ্রমণচ্ছলে কোন কৃষাণের পুষ্করিণীতে উপস্থিত হইল। এমত কালে ঐ অবোধ ষ্টার্কপক্ষী তাহাদিগের সঙ্গী হইতে সম্মত হইল। কিন্তু দৈবের বিপাকে মৎস্য হরণ সময়ে তাহারা সকলেই ধৃত হইল। সারসগণ আপনাদিগকে চিরকালাবধি চৌর্য্যদোষে দোষান্বিত জানিয়া মৌন-ভাবে থাকিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। কিন্তু ষ্টার্ক আপন জীবন রক্ষার নিমিত্তে বহু বিনতি করিয়া কহিতে লা-গিল, হে কৃষাণ আমি ইহার পূর্ব্বে কখন কোন দোষে লিপ্ত নহি, এবং স্বভাবত ও মৎস্যাপহরণ আমার বৃত্তি নহে। বরং মাতৃ পিতৃ ভক্তি ইত্যাদি নানা গুণ প্রযুক্ত সর্ব্বত্র আমার সুখ্যাতি আছে। কৃষাণ উত্তর করিল, তুমি যদিও অত্যন্ত ধার্ম্মিক এবং ঈশ্বরনিষ্ঠ হও, তথাপি চৌরগণের সঙ্গী দেখিয়া তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্দেহ জন্মিতেছে, যাহারা দুর্ভাগ্য বশতঃ অসৎ সংসর্গী হয় তাহাদিগকে অবশ্যই সঙ্কটে ঠেকিতে হয়, অতএব তুমি আপন অসৎ কার্য্যের ফল ভোগ করহ। কুসংসর্গকারি সকলেরি এই রূপ দুর্দ্দশা ঘটে।

১১ সংখ্যা।

হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণীর বৃত্তান্ত।

সর্ব্বদা বরফে আচ্ছন্ন সেই অদ্ভুত পর্ব্বতশ্রেণী অন্যান্য উচ্চপর্ব্বতের ওপারে থাকিলেও তদপেক্ষা অতি উচ্চতর প্রযুক্ত তাহার উপর দিয়া দৃষ্ট হয়। ইহা প্রায় পাঁচ-শত ক্রোশ দীর্ঘ, এবং কমবেশ চল্লিশ ক্রোশ বিস্তৃত। তথায় কন্দর ও প্রস্তর এবং বরফ ছাড়া প্রায় আর কিছু দৃষ্ট হয় না। স্থানে২ পর্ব্বতীয় নদীর ফেণময় জল গভীর কন্দর দিয়া বেগে বহিয়া যায়, আর তাহার দুই ধারে গগণস্পর্শি পর্ব্বত প্রাচীরস্বরূপ স্থাপিত আছে। সেই নদীর তীরে তৃণবৃক্ষাদি উৎপন্ন হয়, কিন্তু স্বর্ব্বত্র নয়, কেননা পর্ব্বত হইতে নিত্য২ প্রস্তর ভাঙ্গিয়া নীচে পড়াতে নীচস্থ তৃণাদি নষ্ট হয়। কখন২ পর্ব্বতের শৃঙ্গ একেবারে ভাঙ্গিয়া খণ্ড২ হইয়া গড়াইয়া পড়ে, তাহাতে পাহাড়তলীর পথ লুপ্ত হইয়া যায়, এবং নদীর প্রবাহ রুদ্ধ হওয়াতে ঝরণা হয়। কোন২ সময় পর্ব্বতের পার্শ্ব সকল ফাটিয়া নীচে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া যায় এবং বৃক্ষ সকল সমূলে উৎপাটিত হইয়া বেগে অধঃপতিত হওয়াতে শাখাদি ভূমিগত আর মূল সকল উর্দ্ধগত হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল ভয়ঙ্কর এবং সঙ্কট স্থানে সাহসী এবং পরিশ্রমী মনুষ্যেরা বুদ্ধিকৌশলে পথ প্রস্তুত করিয়াছে। আর ঐ সমস্ত পথ যদ্যপিও অপ্রশস্ত এবং ভয়ঙ্কর ও দুর্গম, তথাপি তদ্দ্বারা ভারতবর্ষীয় মনুষ্যেরা তিব্বৎ দেশীয়

দের সহিত বানিজ্য করে। কিন্তু শকটাদি অথবা সা- মান্য বাহক পশু ঐ পথদিয়া গতায়াত করিতে পারে না। দ্রব্য সকল ছাগ অথবা মেষ পৃষ্ঠে বাহিত হয়। এবং এমত শ্রমজনক কার্য্যে অনুপযুক্ত হইলেও কেবল ঐ দুই প্রকার পশু সেই ভয়ঙ্কর পথ দিয়া অতি কষ্টে যা- ইতে পারে। কখন২ ছাগ সকল নামিবার সময় দ্রব্যের ভার প্রযুক্ত পড়িয়া যায়, আর মেষ সকল কিছুমাত্র চালনা করিলেই দৌড়ে, তাহাতে ঐ রূপ স্থানে অত্যন্ত বিপদ ঘটিতে পারে।

এই অত্যুচ্চ পর্ব্বত উপর দিয়া গমন কালে পথিক- গণের কখন২ অতি অসুখ বোধ হয়, কেননা উর্দ্ধেতে বায়ু অত্যন্ত লঘুতা প্রযুক্ত নিশ্বাস প্রশ্বাসে অযোগ্য হয়; ফুস্‌ফুসির কার্য্য ও প্রায় স্থগিত হয়; এবং অল্প শ্রমেই অত্যন্ত ক্লান্তি জন্মে; আর তিন চারি পদ নিক্ষেপ করি- য়াই স্থগিত হইয়া পথিকেরা হাঁপাইয়া উঠে; গাত্রের চর্ম্ম বেদনা যুক্ত হয়, এবং ওষ্ঠাধর বিদীর্ণ হওয়াতে রক্ত পড়ে; কখন মাতা ঘুর্ণিতে ভুমির উপক্রম হয়। এই সকল স্থান নিবাসিদিগেরও উক্ত রূপ ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে, এবং তাহারা ইহার প্রকৃত কারণ বুঝিতে না পারিয়া কহে, এই রূপ অবস্থা বিষজন্য হয় অর্থাৎ তাহারা অনুমান করে যে পুষ্পবিশেষের সাংঘাতিক গন্ধদ্বারা বায়ু বিষাক্ত হয়। কিন্তু কিঞ্চিন্মাত্র বিবেচনা করিলেই তাহারা বুঝিতে পারে যে এমন উচ্চস্থান জাত পুষ্পের প্রায় গন্ধ নাই এবং যেখানে তৃনবৃক্ষাদি

কিছু মাত্র জন্মে না এমন অত্যুচ্চ স্থানে ও উক্ত ব্যামোহ অতি প্রবল হয়।

পর্ব্বতের মধ্যভাগে যে রূপ পথ দুর্গম হইয়াছে উপরিভাগে তাহা ততোধিক দুর্গম। পর্ব্বতের গড়ান পার্শ্বে প্রস্তর খোদিত সিঁড়ি নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ সিঁড়ি দিয়া পথিকগণ যায়। কোন২ স্থানে পর্ব্বতের গায়ে কাইত করিয়া খোঁটা মারিয়া তাহার উপরে বৃক্ষ শাখা ও মৃত্তিকা দিয়া পদব্রজে গমনের অতিসংকীর্ণ পথ প্রস্তুত করিয়াছে; সেই পথ ঝরণার উপরিভাগে ভয়ঙ্কর রূপে ঝুলান্ আছে, আর পথিকদের গমনে সেই সিঁড়ি সর্ব্বদা দোলায়মান হয়।

পূর্ব্বোক্ত ভয়ানক স্থান সকলের মধ্যে, যে স্থানে ভারতবর্ষের উর্ব্বরাত্ব ও সৌন্দর্য্য বিধায়িনী গঙ্গা যমুনা নদীদ্বয় হিমময়পর্ব্বতহইতে নির্গত হয় সেই দুই স্থান অতি উত্তম ও বিশেষ রূপে পবিত্র। অত্যুচ্চ শৃঙ্গ ব্যবহিত যে এইং দুই নদীর জন্মস্থলী সেখানে অদ্যাপি কোন মনুষ্য গমন করে নাই। সেই স্থানে ঐ দুই নদী রাশি২ ভগ্ন প্রস্তরের মধ্য দিয়া বেগবতী হইয়া হিমালয়স্থ কন্দর দিয়া বহিয়া যাইতেছে। সেই নির্গম স্থানের উপরে বৃহদাকার শৃঙ্গ এবং রাশিভূত হিম ক্রমে২ উর্দ্ধে উঠিয়াছে। সর্ব্বশেষে রুদ্রুহিমালয় এবং যমুনাদ্রি নামক অত্যুচ্চ শৃঙ্গদ্বয় দৃষ্ট হয়।

বন্দরপোচ্ নামক পর্ব্বতশৃঙ্গসমূহের নীচেতে যমুনাদ্রি নামক গ্রাম আছে। সেই পর্ব্বতের উপরিভাগ

সর্ব্বদাই হিমে আবৃত। কিন্তু ঐ গ্রামের নিজধারে পর্ব্বতের যে শৃঙ্গ আছে তাহা অসংখ্যাত ক্ষুদ্র নদীর জল নিঃসরণ দ্বারা তৃণ বিশিষ্ট হইয়াছে। নদী সকল ক্রমে২ মিলিত হইয়া এক হ্রদ হইয়াছে; সেই যমুনার উৎপত্তি স্থান। ইহার উপরিস্থ প্রধান শৃঙ্গের চূড়া কোলবুরুক সাহেবের পরিমাণেতে ২৫৫০০ ফুট উচ্চ। কিন্তু ফ্রেজর সাহেব এই গণনাকে অসঙ্গত বোধ করিয়াছে। শৈলশৃঙ্গের ধার হইতে নির্গত বহুবহু উষ্ণজলের উনুই দ্বারা এবং পথ মধ্যে দীর্ঘ২ জলাশয়ের মিলন দ্বারা এই যমুনা নদী ক্রমে২ প্রশস্তা হইয়াছে। রাশীভূত হিমের নীচে লুক্কায়িত যে উষ্ণ জলের কুণ্ড সকল তাহাদের মধ্যে কএকটাকে কাপ্তেন হডসন সাহেব দেখিয়াছেন। কুণ্ডের উপরিস্থ হিম উষ্ণজলের বাষ্পদ্বারা গলিত হওয়াতে মর্ম্মরপাষাণ খচিত প্রশস্ত গৃহের খিলানের ন্যায় দৃষ্ট হয়। গঙ্গাদ্রি নামক গঙ্গানদীর জন্মস্থানের চতুর্দ্দিকস্থ শৈলাবলি অতি মনোহর ও চমৎকৃত। সেই গঙ্গাদ্রিতে গমনেচ্ছুক যাত্রিরা কখন উচ্চ শৃঙ্গের উপর দিয়া কখন উক্তরূপ সিঁড়িদ্বারা তাহার ধারে২ অতিকষ্টে হামাগুড়ি দিয়া যায়। অনন্তর ঐ গ্রামে উপস্থিত হইয়া কেবল কএক খানি কুঁড্যা ঘর এবং মহাদেবের মন্দির দেখিতে পায়। এই স্থানে তৃণবৃক্ষ শূন্য ও সূক্ষ্মাগ্র অথচ গগণস্পর্শি শৃঙ্গ সকল এবং তন্নীচে পতিত রাশি২ ভগ্ন প্রস্তর ও স্থানে২ গভীর কন্দর মধ্যে উৎপন্ন দুই একটা বৃক্ষ দেখিয়া লোকেরা বোধ করে যে প্রলয়কালে নষ্ট পৃথিবীর চিহ্ন এই সকল। মন্দিরের

উপরি পতনোন্মুখ খণ্ড২ শৃঙ্গ সকল হইতে দীর্ঘ২ প্রস্তর সমূহ পতিত হইয়া ঐ স্থানে খণ্ড২ হইয়া রহিয়াছে। এবং এমত বোধ হয় যে কালক্রমে ঐ মন্দির পতিত প্রস্তর দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া যাইবেক। কন্দরের ধারে কএকটা পুরাতন পাইন বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। এবং নীচেতে ঐ কন্দরস্থ ঝরণার বেগগামি জলের কলকল ধ্বনি এবং স্রোতোদ্বারা চালিত প্রস্তর সমূহের ভয়ানক শব্দ শুনা যায়। পর্ব্বত শৃঙ্গের উচ্চতা প্রযুক্ত দক্ষিণ ও উত্তর ও পশ্চিম দিকে দৃষ্টি রোধ হয়। কেবল পূর্ব্বদিগে বৃক্ষহীন পর্ব্বতের বহুশৃঙ্গের উপর দিয়া রুদ্রহিমালয় পর্ব্বতের হিমময় শৃঙ্গ চতুষ্টয় নয়নগোচর হয়।

ফ্রেজর সাহেব গঙ্গাদ্রির উত্তরে ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধ গোমুখী নামক স্থানে গঙ্গা দর্শন করণে উদ্যত হইয়াছিলেন যেহেতুক তিনি শুনিয়াছিলেন যে সেখানে গোমুখাকৃতি হিমময় এক গহ্বর হইতে এই নদী নির্গতা হইয়াছে; নদীতীরের উচ্চনীচতা ও অন্যান্য ব্যাঘাত নিমিত্ত তিনি তৎকার্য্যে বিরত হইয়াছিলেন। কিন্তু কাপ্তেন হডসন সাহেব বহুক্লেশে হামাগুড়ি দিয়া তিন দিনের পর সেই আশ্চর্য্যস্থানে উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন যে এক জমাট হিমময় দেয়ালের নীচে গোমুখাকৃতি এক গহ্বর হইতে স্রোত নির্গত হইতেছে; লোকমুখে যে রূপ শ্রবণ করিয়াছিলেন প্রায় সেই রূপ।

উপরোক্ত স্থান দ্বয়, এবং তন্নিকটস্থ বদরীনাথ ও কেদারনাথ নামক তীর্থ এবং প্রায় তত্রস্থ সকল স্থানকে

হিন্দুজাতিরা পবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকে। এবং হিন্দু-লোকের পুরাণাদি শাস্ত্রে কবিতা দ্বারা বর্ণিত যে ইতিহাস তৎ সম্বলিত ব্যাপার সমূহের মধ্যে অনেক দেবলীলা এই দেশে হইয়াছিল। হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে এই সকল স্থানে মহাদেব স্বয়ংবাস করেন, যে তিনি লঙ্কা অর্থাৎ সিলোন নামক দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া হিমালয় পর্ব্বতে আসিয়া বাস করিয়াছেন ও তাহারা অনুভব করে যে তত্রস্থ কন্দর সমূহেতে দৈত্যগণ সতত ভ্রমণ করে এবং তাহারা মিথ্যা শব্দচ্ছলে অভাগা পথিকগণকে আপনাদি-গের গুপ্ত স্থানে লইয়া গিয়া তাহাদের প্রাণ বিনাশ করে। হিন্দুজাতিরা তীর্থ ভ্রমণকে প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করে। এজন্য ঐ সকল গুপ্ত ও নির্জন স্থানে তীর্থ ভ্রমণকারি জন সমূহ সতত দৃষ্ট হয় এবং অনেকেই দুর্গম হিমময় পথ দিয়া আগমনকালীন প্রাণ পরিত্যাগ করে, কেহবা শীত প্রযুক্ত হস্তপদাদি কোন এক অঙ্গহীন হয়। গঙ্গাদ্রি নামক তীর্থ গমনে পথিমধ্যে বহুতর ভয়ানক বিপদ ঘটনার সম্ভাবনা, এই নিমিত্তে হরিদ্বারের মেলা দর্শনা-নন্তর অধিকাংশ সন্ন্যাসি বদরিকানাথের মন্দির দর্শন করিয়াই ক্ষান্ত হয়। যে বৎসর কাপ্তান ওয়েব সাহেব ঐ স্থানে গিয়াছিলেন সে বৎসর প্রায় ৫০০০০ যাত্রী বদরিকাশ্রমে আসিয়াছিল।

---

১২ সংখ্যা।

মিথ্যা কথার বিষয়।

হে যুবক বন্ধুগণ নিরন্তর সত্যকথা কহা তোমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য, কারণ সৌভাগ্যক্রমে বালককালাবধি সত্য কথা কহিতে অভ্যাস করিলে বোধ হয় তো-মাদের সেই অভ্যাস যাবজ্জীবন থাকিবেক। যদ্যপি এখন মিথ্যা কথনে ও প্রবঞ্চনা করণে শঙ্কাশূন্য হও তবে যত বয়োবৃদ্ধি হইবেক উত্তরোত্তর অধিক প্রব-ঞ্চক হইবা। কোন কুক্রিয়া করিলে তাহা গোপনার্থে মাতা পিতা কিম্বা শিক্ষকাদির নিকটে মিথ্যা কহিতে মনের প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে কিন্তু এমন প্রবঞ্চনার বিষয়ে বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক তোমাদের সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। যেহেতু এ রূপ করিলে এক দোষের জন্যে অন্য দোষ করা মাত্র হয় এবং তাহাতে তোমাদিগের আ-চরণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মন্দ হইবেক। যদ্যপি তোমরা সরল ভাবে স্বদোষ প্রকাশ কর তবে কেহ ঐ দোষের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিবেক না এমন প্রায় বোধ হয়, কিন্তু কোন দোষ করিয়া যদি মিথ্যা বাক্য দ্বারা গোপন করিতে সচেষ্টিত হও তবে পশ্চাৎ তাহা প্রকাশ পাইলে তোমাদের গুরুতর দণ্ড হইবে। মিথ্যা কথা দ্বারা দোষ সংগোপন করিতে মনের যে কুপ্রবৃত্তি তাহা হইতে মুক্ত হইতে যদি বাসনা কর তবে যথাসাধ্য দোষ করণে ক্ষান্ত হও। আপনার পাঠ অভ্যাস ও অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্মে যত্নবান হও, আর অনুচিত

ব্যবহার ও অনিষ্টকারি ক্রীড়া করিও না এবং আপন মাতা পিতা ও শিক্ষকের বাক্য সাবধান পূর্ব্বক প্রতিপালন করহ। যদি তোমার সঙ্গিগণ কদাচার ও কুকর্ম্মশালী হয় তবে তাহারা আপন দোষ সম্বরণের নিমিত্তে তোমাকে মিথ্যা কথা কহিতে বলিবে আর যদি তুমি তাহা না কহ তবে তাহারা তোমাকে তিরস্কার করিবে এবং অপবাদক বলিবে ইহা অসম্ভব নহে। অন্যের দোষের অনুসন্ধান এবং তাহা দর্শন মাত্রে প্রকাশ করা অতি অধম কর্ম্ম দুরাত্মার কর্ত্তব্য; কিন্তু যদ্যপি কেহ পরের দোষ গুণের বিষয় তোমাকে জিজ্ঞাসা করে তখন নিরুত্তর হওয়া অথবা সত্যকথা কহা উচিত হয়। সার কথা এই, যে সহস্র২ লাভের আশা কি ক্ষতির ভয় থাকিলেও কোন প্রকারে মিথ্যা কথা কহিও না। মিথ্যা কথা অধম ও ঘৃণার্হ স্বভাবের চিহ্ন। যদ্যপিও মিথ্যা কথা দ্বারা কখন২ ক্লেশ নিবারণ অথচ কিঞ্চিৎ লাভ হয় তথাপি এমত ফলভোগ করা তোমাদের অকর্ত্তব্য। এবং সেই মিথ্যা দ্বারা প্রাপ্ত ফল অচিরে বিনাশ পায় কেননা যে ব্যক্তিরা মিথ্যা কথা কহে তাহাদের শঠতা অবশ্যই ব্যক্ত হয়, এবং ব্যক্ত হইলে আর কেহ তাহাদিগকে বিশ্বাস করে না। মিথ্যা কথা হইতে অন্যান্য দোষের উৎপত্তি হয়। তাহাতে মনুষ্য গুণ ও তেজোহীন হওয়াতে সকলের কাছে তুচ্ছনীয় ও ঘৃণার পাত্র হয়। সত্য কথনে যে সকল ফল জন্মে তাহা এক্ষণে বিবেচনা কর। নিত্য সত্যকথনে কি তোমার মনের সন্তোষ জন্মিবে না?

মিথ্যাকথন রূপ অধম কর্ম্মে লিপ্ত হই নাই, ইহা মনে ভাবিলে কি আনন্দ জন্মে না? আর তৎপ্রযুক্ত অন্যের নিকটে সম্মান পাইলে কি অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয় নাই? এবং সত্য হইতে সম্ভ্রমজনক অন্য কি আছে? এবং যে বালক কি বালিকা কি পুরুষ কি স্ত্রীর বিষযে লোকে বলে ইনি সর্ব্ববিষয়ে বিশ্বস্ত এবং প্রবঞ্চনাকে ঘৃণা করেন সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক মান্য ও সম্ভ্রান্ত আর কে আছে? তোমরা যুবা এজন্যে সচ্চরিত্র কি রূপ সুখদায়ক ও উপকারজনক তাহা বুঝি এক্ষণে উত্তম রূপে জ্ঞাত নহ; কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিও যে ঈশ্বরের অনুগ্রহে শঠতাশূন্য ও সরল স্বভাব এক্ষণ অবধি হইলে, তোমরা যৌবন কালাবধি মিথ্যাতে ঘৃণা ও সত্যেতে প্রীতিকরণ বিষয়ক যে উপদেশ পাইয়াছ তাহা চিরকাল পর্য্যন্ত স্মরণ করিয়া অত্যন্ত সন্তোষ প্রাপ্ত হইবা? পরন্তু পরমেশ্বরের বাক্যে মিথ্যা বিষয়ে যাহা কথিত হইয়াছে তাহা স্মরণে রাখহ। হিতোপদেশ নামক গ্রন্থে কথিত আছে যে মিথ্যাবাদিরা ঈশ্বরের অত্যন্ত ঘৃণার পাত্র হয়। এবং প্রকাশিত বাক্য নামক গ্রন্থে ও কথিত আছে যাহারা মিথ্যা কহে এবং মিথ্যাতে সন্তুষ্ট হয় তাহারা স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারে না। হে বন্ধুগণ এই সকল গুরুতর বচন স্মরণে রাখ, এবং মিথ্যাকে ঘৃণা করিয়া সত্যেতে প্রবর্ত্ত না হইলে পরমেশ্বর তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইতে পারেন না ইহা কদাচ বিস্মৃত হইও না।

---

১৩ সংখ্যা।

জগতের বিবরণ।

প্রায় ছয় হাজার বৎসর হইল এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, এবং সৃজনসময়াবধি যে কাল অতীত হইয়াছে তাহা তিন অংশে বিভক্ত হয়; তন্মধ্যে প্রথমাংশ সৃজন অবধি জলপ্লাবন পর্য্যন্ত ষোল শত ছাপ্পান্ন বৎসর; দ্বিতীয় অংশ জলপ্লাবন অবধি যীশু খ্রীষ্টের জন্ম পর্য্যন্ত দুই হাজার তিন শত আটচল্লিশ বৎসর; তৃতীয়াংশ খ্রীষ্টের জন্মাবধি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত এক হাজার আটশত চল্লিশ বৎসর। ইতিহাস সকলকে এই রূপে বিভক্ত করাতে এই ফল দর্শে যে জগতের সৃজনাবধি যে সমস্ত মহদ্ব্যাপারের ঘটনা হইয়াছে তাহা দৃঢ়তর রূপে স্মরণে থাকিতে পারে।

সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের আজ্ঞা মাত্রেই এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। জগদীশ্বর ছয় দিবসের মধ্যে বস্তু সমূহ সৃষ্টি করিয়া কার্য্য সমাপনানন্তর সপ্তম দিবসে বিশ্রাম করিলেন। সেই অবধি তিনি তাবৎ মনুষ্যকে এই আজ্ঞা দিয়াছেন যে তাহারা সপ্তাহের মধ্যে এক দিবসে সাংসারিক কর্ম্ম ও বিষয়চিন্তা ত্যাগ করিয়া তাঁহার ধ্যানেতেই বিশেষরূপে মনঃসমর্পণ করে। পরমেশ্বর মনুষ্যজাতীয় এক স্ত্রী ও এক পুরুষকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন; তাহারা উভয়েই নিষ্পাপ ছিল, এবং যে পর্য্যন্ত ঐ স্ত্রীর মনে পাপের সঞ্চার হয় নাই, সে পর্য্যন্ত তাহারা উভয়ে এদেন নামক উদ্যানে অতুল্য সুখ ভোগ করত কাল যাপন

করিত। কিন্তু ঐ স্ত্রী ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিল এবং আপন স্বামিকেও তাহা লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্তি দিল। তাহাতেই তৎকালাবধি মনুষ্যসকল সুখভোগে অনবরত চেষ্টিত থাকিয়াও নিত্য পাপে লিপ্ত হওন প্রযুক্ত কখন সুখ প্রাপ্ত হয় নাই। প্রথমে মনুষ্যেরা সর্ব্বপ্রকারে সুখ ভোগ করিয়াছিল ইহা তাবৎ জাতীয় লোকের পুরাতন ইতিহাসসম্মত বটে। গ্রীক জাতিরা সেই সুখ ভোগের কালকে স্বর্ণ যুগ বলে এবং হিন্দুজাতিরা ইহাকে সত্যযুগ কহে। পাপের প্রবেশে অন্যায় ও হত্যা ও মিথ্যা এবং অন্যান্য দুরাচার পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইল। আদমের দুই সন্তান কাবিল ও আবেল। আবেল সহোদরাপেক্ষা ধার্ম্মিক হওয়াতে কাবিল কর্তৃক হত হইল।

পরে মনুষ্যের পরিবার বাড়িতে লাগিল। এবং পৃথিবীকে শীঘ্র প্রজাপূর্ণ করণার্থে এক্ষণকার বয়ঃক্রমাপেক্ষা তখনকার মনুষ্যদের বয়ঃক্রম অধিক ছিল। অন্য সকল মনুষ্যাপেক্ষা মিথূসেলহ দীর্ঘজীবী ছিল; সে নয়শতঊনসত্তরি বৎসর বয়সে মরিল। জলপ্লাবনের পূর্ব্বকালের বিশ্বাস যোগ্য বিবরণ ধর্ম্মপুস্তক ভিন্ন অন্য পুস্তকে মিলে না।

জগৎসৃজনাবধি ষোলশত বৎসর গতে মনুষ্যদের পাপ প্রযুক্ত পরমেশ্বর সৃষ্টি নাশ করিতে মানস করিলেন। নোহ নামক এক ব্যক্তি তৎকালে সকল মনুষ্যের মধ্যে অতি ধার্ম্মিক ছিল এজন্যে ঈশ্বর তাহাকে এক জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। পরে উক্ত জাহাজ

প্রস্তুত হইলে সেই নোহ ও তাহার পত্নী ও তিন পুত্র এবং তাহাদের তিন স্ত্রী সর্ব্ব শুদ্ধ এই আট জন, তাবৎ প্রকার জন্তুর এক২ যোড়া সঙ্গে লইয়া তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইল; তৎপরে পৃথিবী জলপ্লাবিতা হইল, এবং সেই জাহাজ স্থিত উক্ত কএক ব্যক্তি ছাড়া সমুদায় মনুষ্য বিনষ্ট হইল। জগৎ সৃষ্টির ১৬৫০ বৎসর পরে এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল। ইহাতে কালের প্রথমাংশ শেষ হইল।

এই জলপ্লাবন দ্বারা জগৎ বিনষ্ট হইয়াছিল এতদ্বিষয়ক ইতিহাস প্রায় তাবৎ মনুষ্যই কিঞ্চিৎ২ শ্রুত আছে এবং অনেক স্থানে ইহার চিহ্ন দৃষ্ট হয়। দেখ অন্য দেশজাত দ্রব্য অন্য দূর দেশে অনেক হস্ত মৃত্তিকার নীচে পাওয়া যায়; এই জলপ্লাবনকালে যদি সৃষ্টির নিয়মের বিপরীত না হইত তবে এক দেশোৎপন্ন দ্রব্য অন্য দেশের মৃত্তিকা মধ্যে কখন পাওয়া যাইতে পারিত না। পূর্ব্বকালের তাবৎ গ্রন্থলেখকেরা জগতের প্রথম কাল বিষয়ে নানা প্রকার অদ্ভুত কাল্পনিক কথা লিখিয়াছে। মনুষ্যবর্গের সাধারণ অজ্ঞতা নিমিত্ত কেহ২ সাহসান্বিত হইয়া কহিয়াছে দশহাজার বৎসর হইল এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে; কেহ২ কহিয়াছে লক্ষ বৎসর; অন্যেরা দশলক্ষ বৎসর; অপরেরা কহিয়াছে এই জগৎ অনাদি ও অনন্ত। কিন্তু এই বিষয়ে কোন দুই দেশীয় লোকের বাক্যের ঐক্যতা হয় না। এই নিমিত্তে তাহাদিগের গণনার শুদ্ধতার বিষয়ে

আমরা সন্দিগ্ধচিত্ত হইতেছি। যে সকল জাতীয়েরা জ্যোতির্বিদ্যার শিক্ষাতে মনোযোগ করিয়াছে তাহারা ঐ শাস্ত্রীয় গণনানুসারে জগতের বয়স স্থির করিয়াছে, এবং নিয়মিত কালের মধ্যে গ্রহগণের বিশেষ২ স্থানে অবস্থিতি দেখিয়া তাহারা জগতের বয়ঃক্রম বিশেষ২ যুগে বিভক্ত করিয়াছে। এই রূপে মিসর জাতীয়েরা গ্রহগণের চক্রবৎ গতি দেখিয়া জগতের বয়ঃক্রম ছত্রিশ হাজার পাঁচশত পচিশ বৎসর নিরূপিত করিয়াছে। হিন্দুজাতীয়েরা কহে এই জগৎ চারিযুগে বিভক্ত, তদনন্তর মহা প্রলয় অর্থাৎ সৃষ্টিনাশ হইবেক। হিন্দু জ্যোতির্জ্ঞেরা এই অনুভব করেন যে গ্রহগণ যদ্যপি কোন নিয়মিত সময়ে কোন রাশি হইতে ভ্রমণ আরম্ভ করিয়া থাকে তবে কএক লক্ষ বৎসরান্তে অবশ্যই সকলে সেই রাশিতে আসিয়া মিলিবেক। এই মহাদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত পৃথিবী স্থিতি করিবেক তাহারা ইহা স্থির করিয়াছেন; কিন্তু রাশিতে গ্রহগণের মিলনের সহিত পৃথিবীর স্থিতির কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। গ্রহগণ যদি নষ্ট না হয় তবে তাহারা ঐ মহাদীর্ঘকালের পর এক রাশিতে অবশ্যই একত্রিত হইবে ইহা নিশ্চিত বটে। কিন্তু তাহাতে পৃথিবীর স্থিতির কোন ব্যাঘাত জন্মিতে পারে না যেহেতু এই পৃথিবীও গ্রহদের মধ্যে গণিত, অতএব সেও তাহাদিগের সহিত ঐ রাশিতে উপস্থিত হইবে।

জলপ্লাবন একশত চল্লিশ দিনের পর সমতা পাইল; পরে জাহাজ আরমিনিয়া দেশস্থিত আরারাট পর্ব্বতে

স্থগিত হইলে নোহ্ স্বীয় পরিবার এবং জন্তুগণের সহিত বহির্গত হইয়া ভূমিতে নামিল। তখন পৃথিবী শুষ্কা হইয়াছিল। সেই কালের বিষয়ে নানাবিধ ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় সেই কালের মনুষ্য-বর্গ সর্ব্বতোভাবে অসভ্য ছিল। এই বিষয় প্রমাণার্থে আমাদিগের এই মাত্র বক্তব্য যে জলপ্লাবনের পর অল্প বৎসর মধ্যে সমস্ত পৃথিবী মহাবনময় হইয়াছিল। পরে কালক্রমে মনুষ্যদের বৃদ্ধি হওয়াতে স্থানে ২ ক্ষুদ্র গ্রাম ও নগরাদি ক্রমেং সংস্থাপিত হইল। এই নিমিত্তে ভয়ানক বন্য জন্তু সমূহ তৎকালে মনুষ্যের প্রবল শত্রু ছিল; তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া যাহারা মনুষ্যের ভয় বারণ করিত, তৎকালিক কবিরা তাহা-দিগের অতি প্রশংসা করিয়াছে। মনুষ্যগণের যেমন অসভ্যতা ছিল তদ্রূপ তাহাদের ব্যবস্থা সকলও অতি অসভ্য ছিল। তাহাদের রীতি চরিত্রাদি সরল ছিল, কোন রাজকীয় শাসন ছিল না, কিন্তু প্রায় এক ২ বংশ একত্র বাস করাতে সেই ২ বংশের যে ব্যক্তি প্রাচীন হইত সেই তাবৎ গোষ্ঠীর উপর শাসন করিত। তাহাদিগের কবিরা কেবল সাহস এবং বল বিক্রমাদির বর্ণনা করিত। আর প্রায় তাবৎ ব্যক্তিই মেষাদি পালন করিয়া কাল হরণ করিত। অতএব এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে স্পষ্ট বোধ হয় যে মনুষ্যবর্গ তৎকালে অতি অসভ্য ছিল।

জলপ্লাবনের দুই শত বৎসর পরে মনুষ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে তাহারা অত্যুচ্চ এক দুর্গ এই প্রত্যাশায়

প্রস্তুত করিতে প্রবর্ত্ত হইল যে পুনর্ব্বার জলপ্লাবন হইলে আমরা তাহার উপর গিয়া আশ্রয় করিব। তৎকালে তাবৎ মনুষ্যই এক ভাষা কহিত, পরে পরমেশ্বর তাহাদিগের ভাষার বিভিন্নতা করাতে তাহারা কেহ কাহার ও বাক্য বুঝিতে না পারিয়া ঐ দুর্গ নির্ম্মাণে বিরত হইল। উক্ত দুর্গের নাম বাবিল রাখা গেল; এবং তদবধি সেখানে প্রথম স্থাপিত রাজ্যের রাজধানী হইল, সেই রাজধানী বাবিলন নামে বিখ্যাত হইল।

১৪ সংখ্যা।

চন্দ্রের বিষয়।

এই দেখ চন্দ্র। তুমি চন্দ্রকে বার২ দেখিয়াছ। ইহা কেমন সুন্দর। দিবাকর অস্তগত হইলে চন্দ্রের সুচারু কিরণে তরু ও তৃণ সকল কিবা সুশোভিত হয়।

তুমি চন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কখন বিবেচনা কর নাই যে এ কোন্ পদার্থ। এক্ষণে আমি এতদ্বিষয়ক কিঞ্চিৎ উপদেশ তোমাকে কহি।

এই চন্দ্র কত বড়, তুমি কি বোধ কর? তোমার বিবেচনায় একটা তরমূজ অপেক্ষা কি বড় নয়। কিন্তু ঐ চন্দ্র বহুদূরে আছে ইহা বিবেচনা কর; সে অনেক হাজার ক্রোশ দূরে আছে। অতএব যে রূপ দেখায় তদপেক্ষা সে অনেক বড় জানিবা। বলুন যন্ত্র হইতেও সে অনেক হাজার গুণে বড়। পৃথিবীর তাবৎ পর্ব্বত একত্রিত হইলে যত বড় হয় তদপেক্ষা ও চন্দ্র অনেক বৃহৎ।

চন্দ্র গ্রহগণের মধ্যে গণ্য, তাহাতে পর্ব্বত কন্দর এবং সমান ভূমি আছে, কিন্তু কেহ২ কহে তাহাতে জল নাই। সেই পর্ব্বত এবং তত্রস্থ অন্যান্য বস্তু সকল অতি দূর প্রযুক্ত দুর্বীন ছাড়া আমাদিগের দৃষ্টি গোচর হয় নাই।

যে বলুন যন্ত্রের আকার ও পরিমাণ ও বর্ণাদি আমরা অবগত আছি সেই যন্ত্র আকাশে উঠিয়া দূরে গেলে ক্রমে২ কি রূপ ক্ষুদ্র হয় তাহা তুমি দেখিয়াছ। এক্ষণে ইহার বিপরীত বিবেচনা করহ। যদি আমরা এই চন্দ্রকে নিকটে আনিতে সমর্থ হইতাম তবে এ কি রূপ বৃহৎ ও স্পষ্ট দৃষ্ট হইত। যেহেতু বলুন যন্ত্র যত দূরে উঠে ততই অস্পষ্ট ও ক্ষুদ্রাকার দৃষ্ট হয়। তদ্রূপ আমরা চন্দ্রের নিকটগত অথবা চন্দ্র আমাদের নিকট গত হইতে পারিলে বৃহত্তর দৃষ্ট হইত।

কিন্তু যদি চন্দ্র এবং পৃথিবীর যে দূরত্ব তাহা ন্যূন হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, তথাচ দুর্বীন নামক যে আশ্চর্য্য যন্ত্র বিশেষ আছে তাহা দ্বারা নিকটবর্ত্তি পদার্থের ন্যায় দূরস্থ পদার্থের সুন্দর সন্দর্শন হয়। এবং তাহাদ্বারা দূরত্ব রূপ যে ব্যাঘাত তাহার অনেক নিবারণ হয়। এই নিমিত্তেই পণ্ডিতেরা ঐ যন্ত্রকে টেলেস-কোপ অর্থাৎ দূরবর্ত্তিপদার্থদর্শক কহেন। এবং সেই-লর অর্থাৎ নাবিকেরা ঐ যন্ত্রের এক সহজ নাম ব্রিঙ এম নিয়েরু অর্থাৎ নিকটানয়নকারী কহে।

দুর্বীন যন্ত্র সহকারে চন্দ্র অতি স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয়। এবং উক্ত যন্ত্র উত্তরোত্তর এমন উত্তমরূপে প্রস্তুত হই-

তেছে যে ইহার পর চন্দ্রমণ্ডলস্থ দ্রব্য সকল কি রূপ সুস্পষ্ট দেখা যাইবেক তাহা বলা যায় না। চন্দ্রগ্রহ পৃথিবী হইতে এক লক্ষ বিংশতি সহস্র ক্রোশ অন্তর স্থিতি করে, অর্থাৎ পৃথিবীর মধ্য দিয়া পরিমাণ করিলে যত হয় তাহার ত্রিংশৎ গুণ অধিক চন্দ্রের দূরত্ব। কিন্তু দুর্বীনযন্ত্রকারকেরা নিশ্চিত রূপে কহে, যে যদ্যপি এক্ষণে ও না হয় তথাপি অল্পকালের মধ্যেই এমত যন্ত্র সকল প্রস্তুত হইবে যে তাহার দ্বারা এই চন্দ্র ত্রিংশৎ ক্রোশ অন্তরে থাকিলে যে রূপ স্পষ্ট দৃষ্ট হয় সেই রূপ দৃষ্ট হইবে। অধিকন্তু সেই সময়ে যদ্যপি আকাশ পরিষ্কৃত থাকে তবে চন্দ্রমণ্ডলের কুজ্ঝটিকা ও মেঘজাল প্রযুক্ত আমাদিগের দৃষ্টির ব্যাঘাত হইবেক না; যেহেতু কেহ২ কহে যে চন্দ্র মেঘ ও কুজ্ঝটিকা যুক্ত নহে। দুর্বীনযন্ত্র দ্বারা দৃষ্ট পূর্ণ চন্দ্রের ছবি এই আছে দেখ; কিন্তু ইহা অপেক্ষা উত্তম ছবি আছে এবং হইবে কেননা যে দুর্বীনের সহকারে এই ছবি লিখিত হইয়াছে শিল্পশাস্ত্রজ্ঞেরা ইহার পর তাহাহইতে উত্তম যন্ত্র প্রস্তুত করিবার কথা বলে এবং এক্ষণেও প্রস্তুত করিতেছে।

দুর্বীন দ্বারা পূর্ণ চন্দ্রের যেরূপ দর্শন হয় আর কেবল চক্ষুর্দ্বারা যেরূপ দর্শন হয় এই উভয় প্রকার দর্শনের বৈলক্ষণ্য এক্ষণে বিবেচনা করহ। উজ্জ্বল এবং রজতবৎ শুক্লবর্ণ হইলেও চন্দ্রেতে মলিন এবং কিঞ্চিৎ কাল চিহ্ন অনায়াসে দৃষ্ট হয়। চন্দ্রমণ্ডলে দৃষ্ট সেই চিহ্ন সকল এই ছবিতে অধিক স্পষ্ট ও সূক্ষ্ম দৃষ্ট হয়।

কেবল চক্ষুতে দৃষ্ট যে চন্দ্রমণ্ডলস্থ চিহ্ন অথবা কলঙ্ক সমূহ সে কি তাহা ভিন্ন২ লোকেরা ভিন্ন২ রূপে বর্ণন করে। কেহ২ তাহা মনুষ্যের চক্ষু নাসিকা মুখের মত অনুভব করে। তৎপ্রযুক্ত চন্দ্রের মণ্ডল কিম্বা আকার না বলিয়া আমরা চন্দ্রের মুখ বলিয়া থাকি। এবং চিত্রকরেরা চন্দ্রকে মনুষ্যের মুখের সদৃশ লিখিয়া থাকে। অন্যেরা কহে ঐ কলঙ্ক অথবা চিহ্ন সমূহ অতি বৃদ্ধা কুব্জা স্ত্রীর আকারের ন্যায় দৃষ্ট হয়। অপর ব্যক্তিরা কহে ঐ কলঙ্কাদি এক বৃদ্ধ পুরুষের স্বরূপ, এবং ঐ পুরুষ একটা লণ্ঠন অথবা একখান কাস্তিয়া এবং কতক গুলিন শলাকা হস্তে ধারণ করিতেছে, এবং তাহার পশ্চাতে একটা কুক্কুর গমন করিতেছে। বোধ হয় কবিরা হিকাটী নাম্নী চন্দ্রস্থা এক ডাকিনী অথচ দেবীর যে বর্ণনা করিয়াছে তাহারি উপলক্ষে প্রথমোক্ত স্ত্রীর কল্পনা হইয়াছে। এবং চন্দ্র নিবাসি পুরুষের যে বর্ণনা করে তাহার উপলক্ষে এই পুরুষের কল্পনা হইয়াছে। কিন্তু এই স্ত্রী কি পুরুষ উভয়েরি জ্যোতিষ অথবা পদার্থ শাস্ত্রাদির সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকাতে এতদ্বিষয়ে আর অধিক বক্তব্য নহে।

কেবল এই কথা বলি, ঐ পুরুষ বিষয়ক অনেক২ কথা কথিত ও লিখিত হইয়াছে। এবং কিছু কাল হইল এক গ্রন্থকার কহিয়াছে এক জন জরমেন দেশীয় পণ্ডিত কাস্তিয়াধারি পুরুষের অস্তিত্ব স্থির করণার্থে আকাশ পথে উঠিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন,

এবং যদি তিনি আকাশে উঠিবার উপায় নিরূপণ করিতে পারিতেন তবে অবশ্যই প্রস্তাবানুসারে মানস সফল করিতেন। পিরুবিয়া দেশীয় লোকেরা কহে এক বন্য পশু চন্দ্রকে স্ত্রী বোধ করিয়া কামভাবে ইহার উপর উঠিয়া স্বীয় হস্তের ধূলিদ্বারা চন্দ্রকে কলঙ্কিত করিয়াছে। এ কথা পরিহাসমাত্র জানিবা।

১৫ সংখ্যা।

ঈশ্বরের সৃষ্টিবিষয়ক গীত।

ঊর্দ্ধদেশে সুবিস্তৃত গগণ মণ্ডল।
মহাদীর্ঘ নীলবর্ণ আশ্চর্য্য সকল॥
স্বর্গোপরে শোভা করে তারাগণ ভাস।
বিশ্বরচকের গুণ করয়ে প্রকাশ॥
ভ্রান্তিহীন দিন দিন দিনেশ তপন।
আদ্যোপান্ত দেশ সব করয়ে ভ্রমণ॥
সর্ব্বদেশে সর্ব্বদিকে তাহার সুভাস।
সর্ব্ব নিয়ন্তার শক্তি করয়ে প্রকাশ॥
সিন্ধুজলে দিবাকর করিলে প্রবেশ।
সন্ধ্যাকালে নিশানাথ ধরিয়া সুবেশ॥
নিজ জন্ম বিবরণ আশ্চর্য্য কথন।
ভূমিস্থ সমস্ত জীবে করান শ্রবণ॥
গ্রহগণ নিজ পথে করিয়া ভ্রমণ।
তারাবৃন্দ চন্দ্রে বেড়ি প্রকাশি কিরণ॥

পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ সর্ব্বদেশ।
সাক্ষ্য দেয় ঈশ্বরের মহিমা অশেষ॥
পৃথিবী বেড়ি গ্রহ শশী আদিত্য নক্ষত্র।
নিতান্ত নীরবে যদি ভ্রমিছে সর্ব্বত্র॥
শব্দ মাত্র কদাচিৎ না হয় শ্রবণ।
যদবধি তাহাদের হয়্যাছে সৃজন॥
তবু জ্ঞানবান তাদের সুস্পষ্ট বচন।
জ্ঞান কর্ণে করে পান করিয়া মনন॥
চিরকাল এই বাক্য ভুবনে বিদিত।
বিশ্বনাথ বিশ্ব করেছেন বিরচিত॥

১৬ সংখ্যা।

অসন্তুষ্ট পেন্ডিউলম যন্ত্রের বিবরণ।

এক পুরাতন বৃহৎ ঘড়ী কোন গৃহস্থের পাকশালাতে পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত অতিশান্ত ভাবে চলিয়া গ্রীষ্মকালে এক দিবস প্রত্যূষে ঐ গৃহস্থ সকলে শয্যা হইতে উঠিবার পূর্ব্বে হঠাৎ বন্ধ হইল। তাহাতে ডাইএল নামক ঘড়ীমণ্ডল চকিত হইয়া বিকটানন হইল। কাঁটা সকল গমনার্থে অনেক যত্ন করিয়াও গতিরহিত হইল। চাকা সকল আশ্চর্য্যযুক্ত হইয়া স্তব্ধ হইল। ঘড়ীলগ্ন চক সকল স্থির হইয়া ঝুলিতে লাগিল। এবং প্রত্যেক অবয়ব পরস্পর দোষারোপ করিতে উদ্যত হইল। অনন্তর ঘড়ীমণ্ডল ঘড়ী বন্ধ হওনের কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। তাহাতে কাঁটা ও চাকা এবং চক সকল

একবাক্য হইয়া আপনাদিগের নির্দোষিত্ব সপ্রমাণ করিল। তখন নীচস্থ পেনডিউলম মৃদুভাবে টুন২ ধ্বনি করিয়া কহিল, ঘড়ী বন্ধ করিবার আমিই যে একাকী কারণ তাহা স্বীকার করিতেছি, এবং কি জন্য এই রূপ করিয়াছি তাহাও সাধারণের সন্তোষার্থে প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক নহি; টুন২ শব্দ করিতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছি"। ইহা শুনিয়া বৃদ্ধঘড়ী অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া মারিতে উদ্যত হইল। এবং মণ্ডল চিৎকার শব্দে কহিল "ওরে অলসতর"। পেনডিউলম উত্তর করিল "ভাল২; ওগো ঠাকুর আমার উপরে বসিয়া আমাকে অলস বলা তোমার পক্ষে অত্যন্ত সহজ, তুমি যে যাবজ্জীবন নিতান্ত কর্ম্মহীন হইয়া লোকের প্রতি ফট২ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া পাকশালার কর্ম্মাদির তত্ত্বাবধারণ করিয়া কালক্ষেপ করিয়াছ ইহা কে না জানে, আমার মত এই অন্ধকারগৃহে চিরকাল বদ্ধ থাকিয়া ইতস্ততঃ দুলিতে হইলে কেমন সুখী হইতা তাহা মনোমধ্যে বিবেচনা করিয়া দেখ"। মণ্ডল কহিল "ভাল, তুমি কি গবাক্ষ দিয়া দেখিতে পাও না"। পেনডিউলম কহিল "গবাক্ষ আছে বটে, কিন্তু ক্ষণমাত্র স্থির হইয়া দেখিবার অবকাশ পাই না। অতএব এ রূপে কালযাপন করিতে আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছি, এবং যদি তুমি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর তবে যে নিমিত্তে স্বীয় কর্ম্মে আমার এতদ্রূপ ঘৃণা জন্মিয়াছে তাহা তোমাকে কহি। অদ্য প্রাতে আগামি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমাকে

কতবার টুন২ শব্দ করিতে হইবেক তাহাই গণনা করিতেছিলাম, বোধ হয় উপরিস্থ তোমাদের মধ্যে কেহ ইহার প্রকৃত সংখ্যা কহিতে পার"। মিনিটের কাঁটা অঙ্ক গণনায় সত্বর প্রযুক্ত তৎক্ষণাৎ কহিল "ছেয়াশী হাজার চারিশত বার"। পেনডিউলম কহিল "হঁা যথার্থ ইহাই বটে, এক্ষণে আমি তোমাদিগের সকলকে জিজ্ঞাসা করি এই কথা মনে করিলে কি বিরক্ত হইতে হয় না? এবং এক দিনের টুন২ শব্দ সকলকে মাস ও বৎসরান্তর্গত দিন সমূহ দ্বারা গুণিত করিতে আরম্ভ করিলে সহজেই হীনসাহস হইতে হয় কি না? অতএব অনেক প্রকারে তর্ক ও বিবেচনা করিয়া এই স্থির করিয়াছি যে বন্ধ থাকিব"। মণ্ডল এই বক্তৃতা শ্রবণ কালীন বারম্বার বিকটাস্য হওত গম্ভীর ভাবে কহিলেন "হে প্রিয় পেনডিউলম মহাশয় তুমি অত্যন্ত কর্ম্মনিপুণ ও পরিশ্রমী ব্যক্তি হইয়াও যে এ রূপ ভাবনায় ভীত হইয়াছ ইহাতে আমার বিস্ময় বোধ হইতেছে, তুমি যাবজ্জীবন অনেক কর্ম্ম করিয়াছ স্বীকার করিতেছি, কিন্তু তদনুরূপ আমরা সকলেও করিয়াছি, এবং ভবিষ্যতেও করিব এমত সম্ভাবনা, এবং ইহা মনে চিন্তা করিতে শ্রম বোধ হয় বটে, কিন্তু এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই কার্য্য করিতে কি শ্রম বোধ হয়? এক্ষণে প্রার্থনীয় যে আমার এই উপযুক্ত বিতণ্ডার প্রমাণার্থে তুমি অনুগ্রহ করিয়া পাঁচ ছয় বার টুন২ শব্দ কর"। পেনডিউলম তাহাতে সম্মত হইয়া স্বীয় গতিক্রমে

ছয়বার টুন২ করিল। তখন মণ্ডল কহিল, তুমি কি এই শ্রমে পরিশ্রান্ত হইয়াছ"। পেনডিউলম উত্তর করিল "না ইহাতে কিঞ্চিৎমাত্র ও শ্রম বোধ হয় নাই, কারণ ছয়বার কি ষাটিবার শব্দ করিবার নিমিত্ত আমি বিরক্ত হই নাই, কিন্তু লক্ষ২ বার টুন ২ শব্দ করা অত্যন্ত ক্লেশ ও বৈরক্তিজনক হয়"। মণ্ডল কহিল "ভাল এক ক্ষণের মধ্যে দশলক্ষবার দুলিবার বিষয়ে চিন্তা করিতে পার, কিন্তু সেই ক্ষণের মধ্যে একবারের অধিক দুলিতে হয় না, এবং ইহার পরে অনেক কাল বারম্বার টুন ২ শব্দ করিতে হইবে বটে, কিন্তু প্রত্যেকবার দোলনের নিমিত্তে তোমাকে এক ক্ষণ দেওয়া যাইবে"। পেনডিউলম কহিল "আমি এই বিবেচনায় অপ্রতিভ হইতেছি। তাহাতে ঘড়ীমণ্ডল বলিল তবে চল আমরা শীঘ্র স্ব২ কার্য্যে পুনর্ব্বায় প্রবর্ত্ত হই, কারণ আমরা যদি আলস্য ত্যাগ না করিয়া এই রূপ স্থগিত থাকি তবে দাস দাসীগণেরা দ্বিতীয় প্রহর বেলাপর্য্যন্ত শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবেক"।

তৎপরে চাঞ্চল্য দোষশূন্য চক সকল পেনডিউলমকে কার্য্যারম্ভ করিতে প্রবৃত্তি দিল। তখন সকলে একমত হইলে চাকা সকল ফিরিতে, কাঁটা সকল চলিতে, পেনডিউলম দুলিতে এবং উত্তম টুন ২ শব্দ করিতে লাগিল আর প্রাতঃকালের অরুণকিরণ পাকশালার গবাক্ষ দিয়া ঘড়ীমণ্ডলে পতিত হইলে তাহা সুন্দর দীপ্তিমান হইল। তাহাতে ঘড়ীর ব্যতিক্রম হইয়াছে এমন কিছু মাত্র বোধ হইল না।

তখন গৃহস্থ পূর্ব্বাহ্নিক আহার করণার্থে নীচে আসিয়া ঐ বড় ঘড়ী দেখিয়া কহিল যে আমার ক্ষুদ্র ঘড়ী রাত্রি-মধ্যে অর্দ্ধ ঘণ্টা অধিক চলিয়াছে।

১৭ সংখ্যা।

ভারতবর্ষে জলপথ দ্বারা প্রথমাগমনের বিবরণ।

কলম্বস যে প্রকারে পৃথিবীর নূতন এক দ্বীপ প্রকাশ করিয়াছে আমরা পূর্ব্বে তাহার বর্ণনা করিয়াছি, এক্ষণে কেপ্ অফ্ গুড্ হোপ্ অর্থাৎ উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া ইউরোপীয়দের সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে প্রথম আগমনের বৃত্তান্ত লিখিব। কলম্বসের উক্ত মহৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করণের পাঁচ বৎসর পরে অর্থাৎ ইং ১৪৯৭ শালে এই মহোপকারক জলযাত্রা সিদ্ধ হইয়াছিল। এই যাত্রায় যে ফল জন্মিয়াছে তাহা সংপূর্ণ রূপে বুঝাই-বার জন্যে তাহার পূর্ব্বে কিং ঘটনা হইয়াছিল তা-হার কিঞ্চিৎ লিখনের আবশ্যক। কিন্তু ইহাতে আ-মরা আলেকজেণ্ডর অর্থাৎ সেকন্দরশাহ বাদশাহের রাজত্বের পূর্ব্বকালের বিষয় বর্ণনা করিব না। দুই হাজার এক শত একাত্তর বৎসর গত হইল সেকন্দর শাহ জন্মিয়াছিলেন। তিনি গ্রীশদেশান্তঃপাতি এক রাজ্যের অধিপতি এবং মহাবল পরাক্রম ছিলেন। এবং কেবল যুদ্ধ বিষয়ে তাঁহার চিত্ত আবিষ্ট ছিল এমত নহে কিন্তু রাজকীয় কর্ম্ম সকল নির্ব্বাহ করণে তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য

ক্ষমতা ছিল। তাহাতে আমাদিগের বোধ হইতেছে তিনি যে মহা বিস্তৃত রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন সেই রাজ্য শাসনের উপযুক্ত সুতীক্ষ্ণবুদ্ধিও তাহার ছিল। তৎকালে ভূমণ্ডল মধ্যে পারস্য দেশের রাজা অত্যন্ত প্রতাপবান সম্রাট ছিলেন। কিন্তু সেকন্দর সাহ তাঁহাকে অত্যল্প সংখ্যক সৈন্য সহকারে পরাজয় করিলেন। পরে ভারতবর্ষে গমনোদ্যত হইয়া অটক নগর সন্নিধানে যে স্থানে সিন্ধুনদী অতি গভীরা ও সুস্থিরা সেখানে এক সেতু নির্ম্মাণ করিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। পরে পঞ্জাব দেশের বিপাশা নদী পর্য্যন্ত গমন করিলেন কিন্তু তাঁহার সেনাগণ বহুদিন ভ্রমণে ক্লান্ত হইয়া অধিক দূর গমনে অনিচ্ছুক হইবাতে তাঁহাকে তথাহইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে হইল। অনন্তর তিনি বাণিজ্যকর্ম্মে মনুষ্যদের বিস্তর উপকার বুঝিয়া তাহার বৃদ্ধির বিষয়ে মনোযোগী হইলেন। এবং মিশর দেশে এক মহানগর সংস্থাপন করিয়া স্বীয় নামানুসারে উক্ত নগরের নাম আলেকজেণ্ড্রিয়া রাখিলেন। তাহা ভারতবর্ষ মধ্যে সেকন্দরাবাদ নামে বিখ্যাত আছে। ঐ নগর ইউরোপ আশিয়া এবং আফ্রিকা এই মহাদেশত্রয়ের সীমাতে সংস্থাপিত হওয়াতে এই খণ্ডত্রয়ের বাণিজ্য দ্রব্য একত্রিত হওনের উত্তম স্থান হইয়াছে।

সেকন্দর সাহের মরণোত্তর পোনের শত বৎসর পর্য্যন্ত ঐ নগর পৃথিবীর মধ্যে ক্রয় বিক্রয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান রূপে গণ্য ছিল। এবং পূর্ব্বদিক হইতে

তাবৎ ক্রয়বিক্রয়ের দ্রব্য ঐ খানে আনীত হইলে ইউ-রোপের সমস্ত প্রদেশে ব্যাপ্ত হইত।

এতদ্‌ভিন্ন সেকন্দর সাহ সিন্ধুনদীর মুখ অবধি পারস্য উপসাগর পর্য্যন্ত জলপথ নির্ণয় করণে অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইলেন। তিনি ঐ কার্য্য সম্পন্ন করি-বার মানসে বিপাশা নদীর জলে দুই হাজার নৌকা প্রস্তুত করিয়া নিয়েরকস নামক ব্যক্তিকে নাবিকাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিলেন। এবং সেই নৌকা সক-লের সাহায্যার্থে এক লক্ষ বিংশতি হাজার সৈন্য ও দুইশত হস্তী প্রেরণ করিলেন। তাহার কতক নৌকা-রোহণে আর কতক নদীর উভয় তীর দিয়া পদব্রজে তাহাদের সঙ্গে২ গেল। এই রূপ সঙ্কট কর্ম্ম সম্পন্ন করণে সেকন্দর সাহ অতি আনন্দিত হইতেন। এজন্য স্বয়ং স্থলপথে না গিয়া জলপথে গেলেন। নৌকা সকল নয় মাসের মধ্যে পাঁচশত ক্রোশ বাহিয়া নদীর মুখে আসিয়া উপনীত হইল। তথায় সেকন্দর সাহ নৌকা হইতে নামিয়া স্থলগামি সৈন্যের সহিত চলিলেন। নিয়েরকস্ সমুদ্রপথে পারস্য উপসাগরে যাইতে অনুমতি পাইয়া সাত মাসের মধ্যে কৃতকার্য্য হইল। এই যাত্রা সফল হইবাতে সেকন্দর সাহ এমত আনন্দিত হইলেন যে তিনি অন্যান্য স্বকৃত যুদ্ধাদি মহৎ কার্য্য অপেক্ষা এই কার্য্যের বিষয়ে অধিক শ্লাঘা করিলেন। এই সমুদ্রযাত্রা নির্ব্বাহক মনুষ্যেরা এমত জ্ঞান শূন্য ছিল যে সিন্ধু নদের মুখে জুয়ার ও

ভাটা দেখিয়া তাহা দেবতাদিগের ক্রোধ প্রকাশের চিহ্ন স্বরূপ বোধ করিল।

কালক্রমে গ্রীকদিগের সাম্রাজ্য লুপ্ত হইবায় রুমীয় লোকেরা পৃথিবীর অধিকাংশ অধিকার করিল। তাহারা হিন্দুদিগের ন্যায় বাণিজ্য ব্যবসায়কে হেয়-জ্ঞান করিয়া অতি নীচ লোকদিগকে তৎকর্ম্মে নিযুক্ত করিত। কিন্তু যখন রুমীয়দিগের প্রতাপ অত্যন্ত প্রবল ও পৃথিবীর মধ্যে রুম নগর সর্ব্বপ্রধান হইল, তখন পূর্ব্বদেশোৎপন্ন সুখজনক দ্রব্যের প্রতি স্পৃহা জন্মিল, তাহাতে পট্টবস্ত্র ও সুগন্ধি দ্রব্য এবং অপরিমিত রত্ন প্রভৃতি পূর্ব্বদেশীয় প্রধান বাণিজ্য বস্তু সেকন্দরাবাদ নগরেতে আনীত হইয়া তথা হইতে রুম নগরে প্রেরিত হইত। প্রথমে নাবিকেরা সিন্ধুনদের মুখাবধি পারস্য উপসাগর পর্য্যন্ত জলপথে ভ্রমণ করিত, পশ্চাৎ তাহারা দেখিল, যে বায়ু বৎসরের মধ্যে ছয়মাস এক দিকে এবং অবশিষ্ট ছয়মাস তাহার বিপরীত দিকে বহে, ইহা জানিতে পারিয়া তাহারা পূর্ব্বমত সমুদ্র তটের নিকট দিয়া নৌকা চালান পরিত্যাগ করিয়া বায়ুভরে সমুদ্রের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষে গমন করিতে আরম্ভ করিল, এবং পূর্ব্বীয় বায়ু উঠিবামাত্র তাহারা নৌকা খুলিয়া অল্পকালের মধ্যে উদ্দেশ্য স্থানে উত্তীর্ণ হইত। এই রূপে রুমীয়েরা পূর্ব্বদেশীয় লোকদের সহিত বিস্তর ব্যবসায় সৃষ্টি করিয়াছিল। অদ্যাপিও ত্রিপুরা এবং মান্দ্রাজের নিকটবর্ত্তি সকল স্থানে মৃত্তিকা খনন

করিলে রূমীয় মুদ্রা পাওয়া যায়। কিন্তু রূমীয়েরা ভারতবর্ষের গঙ্গাতীরস্থ দেশ সকল অবগত ছিল না। এবং বিবেচনা করিত যে এই স্থানে আত্যন্তিক গ্রীষ্ম প্রযুক্ত মনুষ্য ও পশ্বাদির বাস নাই।

রূমীয়েরা অন্যপথ দিয়াও পূর্ব্বদেশের বাণিজ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হইত। প্রায় দুই হাজার আট শত বৎসর গত হইল যিহুদিয়া দেশের সুলেমান রাজা বাণিজ্য বৃদ্ধির নিমিত্তে মনোযোগ করিয়াছিলেন। যিহূদিয়া দেশহইতে একশত ক্রোশ অন্তরে এক মহাবিস্তার বালুকাময় মরুভূমি আছে; তথায় অনেক ক্রোশ পর্য্যন্ত তৃণও নয়ন গোচর হয় না। ঐ তরুতৃণশূন্য মরুভূমির মধ্যে দ্বীপের ন্যায় ছয় ক্রোশ বিস্তৃত এক স্থান অতি উর্ব্বরা আছে। ঐ স্থানে সুলেমান পালমিরা নামে এক মহানগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; তদ্দ্বারা মরুভূমি দিয়া ব্যবসায়দ্রব্য প্রেরণের উত্তম সুয়োগ হইল। ঐ নগর বাণিজ্যকারিগণের বিশ্রাম স্থান ছিল, এবং তাহারা সেখানে যাত্রার আবশ্যক দ্রব্য সকল পাইত। এই রূপে পূর্ব্বদেশোৎপন্ন দ্রব্য সমূহ স্থলপথ দ্বারা ফরাৎ নদীতীর হইতে মরুভূমির মধ্য দিয়া প্রেরিত হইত। এই ব্যবসায় দ্বারা পালমিরা নগর এমত বলবান হইল যে তত্রস্থ রাজা রূমীয়দিগের মহাপ্রতাপকালেও তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম ছিলেন। এক্ষণে ঐ নগর বিনষ্ট হইয়া মরুভূমির উপদ্রোহি চৌর ও দস্যুদিগের লুকাইবার স্থান হইয়াছে কিন্তু পূর্ব্বে ঐ নগর এমন সম্পত্তিযুক্ত ছিল যে তাহার

উচ্ছিন্ন হওনের পর ষোল শত বৎসর গত হইলেও এক্ষণে ভগ্ন গৃহের চিহ্ন ও স্তম্ভ সকল দেখিয়া দর্শকগণ অতি আশ্চর্য্য বোধ করে।

ন্যূনাধিক ইংরেজী চারিশত শকে ইউরোপীয় অসভ্য জাতিরা বন্যার ন্যায় আসিয়া রুমীয় সাম্রাজ্য সম্যক প্রকারে উচ্ছিন্ন করিল। তাহাদিগের নিতান্ত অসভ্যতা নিমিত্ত সুখজনক দ্রব্যের প্রতি স্পৃহামাত্রও ছিল না। এই হেতু পূর্ব্বদিক্‌স্থ দেশ সমূহের সহিত ব্যবসায় কার্য্য রহিত হইল। কিন্তু ইউরোপের প্রান্ত ভাগস্থ সেই বৃহৎ রাজ্যের রাজধানী যে কনষ্টান্‌টিনোপেল নামক নগর সেখানে রুমীয়দের স্বাধীনতা রক্ষা পাইয়াছিল। তাহাতে পূর্ব্ব দেশীয় দ্রব্যসমূহের আনয়নে বহুদূর প্রযুক্ত অনেক ব্যাঘাত থাকিলেও এই স্থানে তাহা নিয়মিত রূপে আনীত হইত।

তাহার পর প্রায় তিনশত বৎসরের মধ্যে ঐ অসভ্য জাতিরা পৃথক২ রাজ্য স্থাপন করত প্রতাপান্বিত হইল। এবং ক্রমশঃ সভ্য হওয়াতে তাহাদিগের অন্তঃকরণে মনোরম এবং সুখজনক দ্রব্য সকল পাইবার বাসনা হইতে লাগিল। তৎকালে মুসলমান জাতিরা মিসরদেশ জয় করত সেকন্দরাবাদ নগরকে উত্তম বাণিজ্যস্থান দেখিয়া তথায় ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশস্থ দেশবাসিদের সহিত নানা প্রকার বাণিজ্য আরম্ভ করিল। এবং তাহাদের দেশে গিয়া পূর্ব্বদেশীয় সামগ্রী সমূহ ক্রয় করিয়া সমুদ্রপথে স্বদেশে আনয়ন করিত। পরে

ইউরোপীয় মহাজনেরা তাহা ক্রয় করিয়া তথা হইতে আপন ২ দেশে লইয়া যাইত। অসভ্য জাতিরা পূর্ব্বে যে ইটালিদেশে বাণিজ্য ব্যবসায় রহিত করিয়াছিল সেই দেশেই পুনরায় বাণিজ্য আরম্ভ হইল এবং সেই দেশস্থ বিনিস নগরের বাণিজ্যকারিরা সেকন্দরাবাদে দ্রব্য সকল ক্রয় করিয়া ইউরোপের অন্যান্য প্রদেশে লইয়া যাইত। এই রূপ বাণিজ্য করাতে ইটালিদেশস্থ অন্য কএক নগরও অতিশয় ঐশ্বর্য্যবন্ত হইল।

প্রায় পাঁচশত বৎসর গত হইল জলযাত্রা যোগ্য কোম্পাশ প্রকাশিত হয়; তাহার বিবরণ আমরা পূর্ব্বে কহিয়াছি। এই কোম্পাশ প্রকাশ হওয়াতে বাণিজ্যের অতিশয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং তাহার দ্বারা অন্যান্যলোক অপেক্ষা পোর্ত্তুগীশ লোকদের বাণিজ্য উন্নতি পাইল। মুসলমানেরা পূর্ব্বে পোর্ত্তুগাল দেশে রাজত্ব করিত কিন্তু ঐ সময়ে তাড়িত হইয়া তথাহইতে আফ্রিকাদেশে পলায়ন করিল। পরে তথাতেও পোর্ত্তুগীশেরা তাহাদিগকে তাড়না করিল, এবং ইংরেজি ১৪ ১২ বৎসরে আফ্রীকার পশ্চিম ধার দিয়া জাহাজ চালাইয়া যাইতে আরম্ভ করিল। একশত বৎসরের মধ্যে তাহারা ক্রমশঃ ঐ তীরের দক্ষিণ প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত গমন করিল।

পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্ত দ্বারা জানা যাইতেছে যে পশ্চিম দেশবাসি মনুষ্যেরা পূর্ব্বদেশোৎপন্ন সুখজনক দ্রব্য সকল পাইবার নিমিত্তে সর্ব্বদা অত্যন্ত উৎসুক ছিল।

এবং ঐ সকল দ্রব্য প্রাপ্তির উপায় ও পন্থার অনুসন্ধান সর্ব্বদা পাইত। যেহেতুক বাণিজ্য ব্যবসায় নদী স্রোতের ন্যায় একস্থানে বদ্ধ হইলে বল দ্বারা অন্যত্র গমনের পথ প্রস্তুত করে।

ইংরেজী ১৪১২ বৎসর অবধি ১৪৬৩ বৎসর পর্য্যন্ত পোর্ত্তুগীশেরা বারম্বার সমুদ্রযাত্রা করিয়া আফ্রিকা দেশের পশ্চিম তট দিয়া সাত শত ক্রোশ পর্য্যন্ত দক্ষিণদিগে গমন করিয়াছিল। এই সকল জলযাত্রায় তাহারা দেখিল যে ঐ তট ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে বক্র হইয়া আছে তাহাতে তাহাদিগের এই প্রবল আশ্বাস জন্মিল যে এই রূপে জাহাজ চালাইলে তাহারা ভারতবর্ষে যাইতে পারিবেক। ইংরেজী ১৪৮৬ বৎসরে পোর্ত্তুগাল দেশের রাজা অনেক জাহাজ প্রস্তুত করিয়া সাহসী ও বহুদর্শী দিয়জ নামক এক জন নাবিককে নাবিকাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিয়া পূর্ব্বে নাবিকগণ যে পথে গমন করিয়াছিল তদনুসারে যথাসাধ্য আরো দক্ষিণ দিগে গমন করিতে আদেশ করিলেন। যেখানে পূর্ব্বে কোন মনুষ্য যায় নাই এমন সমুদ্র দিয়া জাহাজ চালাইয়া ঐ দিয়জ পূর্ব্বাপেক্ষা আরো পাঁচ শত ক্রোশ পর্য্যন্ত আফ্রিকার তটের তত্ত্বানুসন্ধান করিল। এবং নাবিকগণ গমনে অনিচ্ছু হইলেও তাহাদের সুশাসন করত জাহাজ চালাইয়া আফ্রিকার দক্ষিণ শেষাংশে উত্তীর্ণ হইল। পরে তথায় এক প্রবল ঝড় উপস্থিত হওয়াতে তিনি ঐ স্থানের নাম ঝড়ের অন্তরীপ রাখিলেন। কিন্তু দিয়জের

কর্ত্তা পোর্ত্তুগাল দেশীয় রাজা এই সমুদ্রযাত্রার সম্বাদ শ্রবণে উল্লাসিতান্তঃকরণ হইয়া সেই অন্তরীপের নাম উত্তমাশা অন্তরীপ রাখিলেন।

ছয় বৎসর পরে কলম্বস আমেরিকার অনুসন্ধান পাইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনের পর তাঁহার জলযাত্রার বিবরণ শ্রবণে ইউরোপীয় তাবৎ লোক অত্যাশ্চর্য্য বোধ করিল। কিন্তু তাহাতে পোর্ত্তুগাল দেশাধিপতি ভীত হইয়া বিবেচনা করিলেন যে আমি যে সকল দেশ অনুসন্ধানার্থে ভৃত্যবর্গকে প্রেরণ করিতে উদ্যত হইয়াছি কলম্বসের কার্য্যসিদ্ধি প্রযুক্ত পাছে তাহার ব্যাঘাত হয় এই নিমিত্তে পোপের কাছে এক নিবেদন করিব। তৎকালে পোপ ইউরোপীয়দিগের ধর্ম্মাধ্যক্ষ রূপে মান্য হইয়া আপনাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি করিয়া বলিত। ঐ পোপ স্বমনঃকল্পিত পরাক্রমপ্রভাবে সেই আবেদন পত্রের এই প্রত্যুত্তর দিলেন যে পূর্ব্ব দিক্‌স্থ অপ্রকাশিত দেশ সমূহ পোর্ত্তুগীশদিগকে এবং পশ্চিমদিকস্থ অপ্রকাশিত তাবৎ দেশ স্পেনীয়দিগকে দিলাম এই দানপত্র প্রাপ্তির পর পোর্ত্তুগাল দেশাধিপতি ইং ১৪৯৭ শালে জলপথে ভারতবর্ষে প্রেরণার্থ তিনখান জাহাজ এবং তাহার সহিত গমনার্থ খাদ্য দ্রব্য পরিপূর্ণ অন্য একখান জাহাজ প্রস্তুত করিলেন। উক্ত চারি জাহাজে একশত ষাটি জন নাবিক নিযুক্ত হইল। এবং বাসকো ডি গামা নামক ব্যক্তি তাহাদের অধ্যক্ষ হইল। নাবিকেরা যাত্রা দিবসের পূর্ব্বরাত্রে

কোন ধর্ম্মমন্দিরে একত্রিত হইয়া ঈশ্বরারাধনে রাত্রি প্রভাত করিল। পরদিন লিস্‌বন নগরস্থ অনেক লোক সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইবায় মহাজনতা হইল। এবং পুরোহিতবর্গ পবিত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া স্তুতিপাঠ গান এবং ঈশ্বর নিকটে যাত্রার মঙ্গল প্রার্থনা করত যাত্রিক বর্গের অগ্রসর হইয়া পদব্রজে চলিলেন। এবং তথায় উপস্থিত লোকসমূহের অন্তঃকরণে একান্ত ভক্তিভাবের উদয় হওন হেতু তাহারাও উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরের স্তব স্তোত্র করিতে লাগিল। দর্শকগণেরা নাবিকদিগকে নিশ্চয় মৃত্যুমুখে গমনোদ্যত বিবেচনা করিবাতে তাহাদিগের মাতা পিতা আত্মীয় অমাত্য মিত্র বান্ধব-বর্গেরা তাহাদিগকে আলিঙ্গন করত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল; মহানুভব গামাও এতাদৃশ ব্যাপার দেখিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষণ রোদন করত অতি শীঘ্র জনতার মধ্যদিয়া গিয়া তরণি পৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া পাইল তুলিতে আজ্ঞা করিল। ভূপতি গামার সহিত দশ জন অপরাধি ব্যক্তিকে প্রেরণ করিয়া তাহাদিগের নিকটে এই অঙ্গীকার করিলেন যে তোমরা যদি গামার নিতান্ত বিশ্বস্ত রূপে আজ্ঞাবহ হইয়া কর্ম্ম কর, এবং তাঁহার আদেশে অতিদুষ্কর কর্ম্মও সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হও তবে আমি তোমাদিগের অপরাধ ক্ষমা করিব।

ইং ১৪৯৭ শালের জুলাই মাসের অষ্টম দিবসে সেই জাহাজ সকল টেগস্ নদী পরিত্যাগ করিল। পরে যখন উত্তমাশা অন্তরীপের নিকটে উপস্থিত হইল

তখন সমুদ্রতরঙ্গ সকল পর্ব্বত প্রায় উচ্চ হইয়া উঠিল। এবং জাহাজ সকল ঢেউভরে ক্ষণে আকাশে উত্থিত হইয়া ক্ষণে সমুদ্রের গর্ত্তমধ্যে পতিত হইতে লাগিল। পরে বায়ু কিঞ্চিন্মাত্র নিবৃত্ত হইলে নাবিকগণ সমুদ্রকে নিতান্ত দুস্তর বোধ করিয়া গামার চরণে পতিত হওত বিনতি পূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে কহিল। গামা তাহাদিগের বিনয়বাক্যে মনোযোগ না করিয়া পূর্ব্ব-বৎ জাহাজ চালাইতে লাগিল। তাহাতে তাহারা সকলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে নষ্ট করিতে এক পরামর্শ হইল। সে তাহাদিগের অভিপ্রায় বুঝিয়া ঐ কুমন্ত্রণাকারি প্রধান২ ব্যক্তিদিগকে লৌহ শৃঙ্খলে বদ্ধ করিল। এবং আপন ভ্রাতাকে কর্ণধার করিয়া উত্তমাশা অন্তরীপ উত্তীর্ণ হইল। কিয়ৎ কালানন্তর মুসলমানদিগের অধিকৃত এক দ্বীপে উপস্থিত হইল। তৎকালে পূর্ব্বদেশীয় তাবৎ বাণিজ্য ঐ মুসলমানদিগের হস্তগত ছিল, এজন্য তাহারা ঐ সাগরে ইউরোপীয় জাহাজ আগত দেখিয়া সহজেই ভীত হইল, এবং সুযোগক্রমে গামার জাহাজ সকল বিনষ্ট করিতে প্রয়াস করিল। কিন্তু গামা তাহাদিগের কুমন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইয়া জাহাজ চালাইয়া অন্য এক দ্বীপে উপস্থিত হইল। এবং তথা হইতে ভারতবর্ষাভিমুখে চলিয়া ত্বরায় দেক্কান রাজ্যের সমুদ্রতীরস্থ কালিকট নগরে উত্তীর্ণ হইল। কালিকট নিকটবর্ত্তি পর্ব্বতশ্রেণীদর্শনে জাহাজস্থ সমস্ত ব্যক্তি পুলকিতচিত্ত হইল। তদ্দেশস্থ

রাজা গামার সহিত প্রথম সাক্ষাৎকালে যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু তাহার পরে মুসলমানেরা তাঁহার মনে ইউরোপীয় নাবিকদের প্রতি দ্বেষভাব জন্মাইয়া দেওয়াতে ঐ ভূপতি তাহাদিগের প্রতি শঠতা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। গামা আপন যাত্রা সিদ্ধ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল। এবং গমন কালীন পথিমধ্যে মুসলমানদিগের পূর্ব্বকৃত অনিষ্টের প্রতিফল দেওনার্থে তাহাদের অনেক নগর ও জাহাজ নষ্ট করিল। গামা দুই বৎসর দুই মাসের মধ্যে এই জল যাত্রা সম্পন্ন করিল। এবং তাহার সহযাত্রিক একশত ষাইট জন নাবিকের মধ্যে কেবল পঞ্চাশ জন যাত্রা ঘটিত বিপদ সমূহহইতে রক্ষা পাইয়া ফিরিয়া আইল। ঐ কএক ব্যক্তিকে পোর্ত্তুগাল ভূপতি যথেষ্ট ধন ও সম্মান প্রদান করিলেন। ইউরোপীয় লোকদের জলপথে ভারতবর্ষে প্রথমাগমন এই। ইহার পূর্ব্বে কোন জাহাজ উত্তমাশা অন্তরীপ লঙ্ঘন করে নাই। এই রূপে পথ প্রকাশানন্তর কেবল পোর্ত্তুগীশেরা নয় ইউরোপীয় অন্যান্য জাতিরাও এই পথ দ্বারা ভারতবর্ষে গতায়াত করিয়া পূর্ব্বদেশীয়দের সহিত বহুবিধ বাণিজ্য ব্যাপার করিতে লাগিল।

গামা উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া ইউরোপীয় লোকের ভারতবর্ষে গমনের পথ মুক্ত করিয়াছে, এবং কলম্বস নূতন মহাদ্বীপ প্রকাশ করিয়াছে; তন্মধ্যে শেষোক্ত কার্য্যের যদ্রূপ প্রশংসা হইয়াছে পূর্ব্বোক্ত

কার্য্যেরও তদ্রূপ প্রশংসা করণে যদ্যপি সকলে সম্মত না হয় তথাপি ইহা মনুষ্যকৃত মহাকীর্ত্তি সমূহের মধ্যে চির স্মরণীয় বটে।

এই জলযাত্রা সিদ্ধ হওয়াতে বাণিজ্যাদি কার্য্যের বিপরীত গতি হইল। মিশর দেশ ও সেকন্দরাবাদ নগর দিয়া পূর্ব্বদেশের সহিত বাণিজ্য করণের পথ রহিত হইল। মুসলমান জাতিদের সমুদ্রে যে কর্ত্তৃত্ব ছিল তাহা নষ্ট হইল। এবং পোর্ত্তুগীশেরা ভারতবর্ষের নানা স্থানে কুটী সংস্থাপন ও তদ্দেশস্থ সমস্ত ব্যবসায়াদি আপনাদিগের হস্তগত করিয়া অদ্ভুত বিক্রমশালী হইল। কিন্তু ভূমণ্ডলে ঈশ্বর ছাড়া কিছু মাত্রই চিরস্থায়ী নহে। কারণ যে পোর্ত্তুগীশেরা দুইশত বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্বদেশে অসীম পরাক্রমবিশিষ্ট ছিল এক্ষণে পূর্ব্বাধিকৃত দেশ সমূহের মধ্যে গোয়া নগরের চতুর্দিকস্থ ক্ষুদ্র প্রদেশ ছাড়া অন্য কোন প্রদেশে তাহাদের অধিকার নাই। ৮০
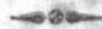
১৮ সংখ্যা।

পাপের বিষয়।

পাপ হইতে যে কুফল জন্মে তাহার কিঞ্চিৎ বর্ণনা করি।

ঈশ্বরের গোচরে পাপ কি ইহা বিবেচনা কর। জগদীশ্বরের বিরুদ্ধে অর্থাৎ তাঁহার গুণ সমূহ ও রাজ্য

শাসনের বিরুদ্ধে যে শত্রুতা সেই পাপ। পরমেশ্বর যে কোন অভিমত প্রকাশ করেন পাপ তাহার প্রতিবন্ধকতা করে ও যে কোন আজ্ঞা দেন পাপ তাহা পদদলিত করে। এ জন্য পাপ অপেক্ষা ঈশ্বরের বৈরক্তিজনক অন্য কিছু নাই এবং এ জন্য ইহাকে ঈশ্বরের ঘৃণার্হ ও গর্হ্য দ্রব্য বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণনা করিয়াছে।

মনুষ্যদিগের প্রতি পাপ কি করে তাহা বিবেচনা কর। হায়২ মনুষ্যের প্রথমাবস্থা ও বর্ত্তমানাবস্থা কত স্বতন্ত্র। পাপ হইতেই এরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে। পাপ মনুষ্যদের মহিমারূপ বস্ত্র নষ্ট করিয়াছে ও গৌরবরূপ মুকুট অপহরণ করিয়াছে। মনুষ্যের আত্মার বিষয় বিবেচনা কর। পাপ এই আত্মাকে অপমানিত ও কলঙ্কযুক্ত ও ঈশ্বরের সাদৃশ্য বিহীন ও তাঁহাহইতে পৃথক করিয়াছে। পাপ মনুষ্যের মনে ইন্দ্রিয়গণের প্রবলতা ও যন্ত্রণাদায়ক ভাবনা ও আন্তরিক ভয় ও দুঃখজনক পরিতাপ উৎপন্ন করিয়াছে। মনুষ্যের দেহের বিষয় বিবেচনা কর। এই দেহ পূর্ব্বে অমর ও নিখুঁত এবং নীরোগ ছিল। কিন্তু পাপদ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বজীবের অত্যন্ত ভয়ের কারণ হইয়াছে। এবং এই ক্ষণে স্ত্রীগর্ব্ভজাত মনুষ্য অত্যল্পকালজীবী ও অত্যন্ত দুঃখগ্রস্ত হইযাছে। মনুষ্যদের তাবৎ সুখ দুঃখগ্রস্ত ও তাবৎ মঙ্গল শাপগ্রস্ত। পৃথিবীতে এইক্ষণে যন্ত্রণাদায়ক পীড়া ও যুদ্ধ ও মারিভয় ও দুর্ভিক্ষাদি জন্য মনুষ্যগণ যে২ দুঃখ ও ক্লেশ ভোগ করে সে সকল যদি একেবারে দৃষ্টি গোচর

হইত তবে যে পাপরূপ শত্রু এই সকল গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটায় তাহার বিষয়ে কিরূপ বোধ হইত।

পাপহইতে ইহলোকে পূর্ব্বোক্ত অমঙ্গল সমূহ ঘটে। কিন্তু পরলোকও আছে; আর ইহলোক ধ্বংস হইলেও লোকান্তর চিরকাল থাকিবে। সেখানে পাপের ভয়ানক দুঃখরূপ ফল সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ পাইবে। পাপ হেতুকই নরকের নির্মাণ, পাপহইতে তত্রস্থ অমর কীটের উৎপত্তি, পাপদ্বারা অনির্ব্বাণ অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে। এখন শুন, আমি যাহা কহি তাহা বালকেরা ও বুঝিতে পারে। যদি ঈশ্বর ন্যায় পূর্ব্বক এই রূপ শাস্তির কথা কহিতে পারিয়াছেন, তবে অবশ্যই ন্যায় পূর্ব্বক শাস্তি প্রদানও করিতে পারিবেন এবং তিনি যদি ন্যায় পূর্ব্বক এই রূপ শাস্তি দিতে পারেন তবে পাপীও এই রূপ শাস্তির যোগ্য বটে ইহা স্থিত হইল এবং যদি পাপী এইরূপ শাস্তির যোগ্য হইল তবে পাপকে সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণার্হ বস্তু জ্ঞান করা আমাদের উচিত।

১৯ সংখ্যা।

ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিতার বিষয়।

সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। তিনি নিকটবর্ত্তী, তিনি দূরবর্ত্তী, তিনি সর্ব্ব ভূমণ্ডলব্যাপী। এই স্থানে পুষ্প প্রস্ফুটিত, তিনি এই স্থানবর্ত্তী; ওস্থানে সূর্য্য দেদীপ্যমান তিনিও ও স্থানবর্ত্তী। মৃদুমন্দ সমীরণে,

আলোকে ও তিমিরে, পরমাণুতে ও ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে তিনি আছেন। সৌরভামোদিত কন্দরে তিনি বর্ত্তমান; অত্যুচ্চ পর্ব্বতশিখরে ও তৃণবৃক্ষশূন্য মরুভূমিতে ও প্রজাপূর্ণ নগরে, সর্ব্বত্র তিনি বর্ত্তমান। তিনি আমার এই লঘুশব্দ শুনেন এবং স্বসিংহাসন সম্মুখস্থিত সেরাফগণের বীণা-বাদ্যযুক্ত অতি সুন্দর গানও শ্রবণ করেন। তিনি সেরাফ গণের ঈশ্বর এবং আমারও ঈশ্বর। তিনি উভয়েরি কথা শুনেন, এবং পক্ষিগণের মধুর রব ও পুষ্প বিহারি মধুমক্ষিকার গুন২ ধ্বনিও শ্রবণ করেন। হে সর্ব্বব্যাপি পরমাত্মন্ আমার নিবেদন শুনিয়া গ্রাহ্য কর। আমি যে তোমার সাক্ষাতে আছি এ কথা যেন কখন বিস্মৃত না হই এবং তোমাকে সাক্ষাৎ মানিয়া যেন সর্ব্বদা চিন্তা ও কার্য্য করি। তাহাতে আমি যখন মৃত জীব সমূহের সহিত তোমার বিচারস্থলে উপস্থিত হইব তখন পুণ্যময় ঈশ্বর যে তুমি তোমার সাক্ষাৎ হইতে যেন পলায়ন করিতে না হয়।

২০ সংখ্যা।

পৃথিবীর আকার ও বহির্ভাগের বিবরণ।

অল্পদূরদর্শী চক্ষুর দৃষ্টি অনুসারে বিচার করিলে প্রায় বোধ হয় পৃথিবী দিগন্তদ্বারা সীমাবদ্ধ বহু বিস্তৃত সমভূমি, এবং পূর্ব্বকালীন লোকেরা ও এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। সে যাহা হউক এক্ষণে এই মতের সম্যক্ রূপে খণ্ডন হইয়াছে এবং মহাবিখ্যাত মেজে-

প্লেন সাহেবের সময়াবধি কীর্ত্তিমান ইংলণ্ডীয় কাপ্তেন কুক সাহেবের সময় পর্য্যন্ত পৃথিবী বেষ্টনকারি কতিপয় নাবিকের যাত্রাদ্বারা পৃথিবীর গোলাকারত্ব সপ্রমাণ হইয়াছে। ঐ নাবিকেরা সম্পূর্ণরূপে নির্ধার্য্য করিয়াছে যে জাহাজারোহণ করিয়া ইউরোপ হইতে পূর্ব্ব কি পশ্চিম মুখে গমন করিলে পথের অন্যথা না করিয়া ও পুনর্ব্বার ইউরোপে প্রত্যাগমন করা যায়; কেবল পথবর্ত্তী দ্বীপাদি নিমিত্ত কখন২ বক্র হইয়া চলিতে হয়।

দুইখানি জাহাজ সাগরে বিপরীত দিকে চলিলে দুই জাহাজের পরস্পর অদৃশ্য হওনের পূর্ব্বে প্রথমতঃ ঐ জাহাজের খোল ও নীচস্থ রসারসি সমূহ তাহার পর পাইল ও মাস্তুলের উপরিভাগ সকল অদৃশ্য হয়; ইহাতেও পৃথিবী যে গোলাকার তাহা স্পষ্ট রূপে বোধ হইতেছে। যাহারা দক্ষিণদিকে বহুদূরে গমন করে আকাশের উত্তরভাগস্থ নক্ষত্র সকল ক্রমে২ নামিয়া যাওয়াতে তাহাদের দৃষ্টির অগোচর হয়; ইহাতে উত্তর দক্ষিণে পৃথিবীর গোলাকারত্ব সপ্রমাণ হইতেছে। অপর আমরা যত পূর্ব্বে অথবা পশ্চিম দিকে গমন করি ততই সূর্য্যের উদয় কালের বিভিন্নতা দেখিতে পাই; ইহাতেও পূর্ব্ব পশ্চিমে গোলাকারত্ব নিরূপিত হইয়াছে।

এবম্প্রকার অখণ্ডনীয় প্রমাণ দ্বারা পৃথিবীর গোলাকারত্ব স্থির করা গেল; অপর পৃথিবীকে গোলাকার সৃজন করাতে জগদীশ্বরের যদ্রূপ অনুগ্রহ ও অসীম জ্ঞান প্রকাশ পাইতেছে তাহা বর্ণন করি। গোলাকারই

অন্যান্য সকল আকার অপেক্ষা প্রশস্ত ও দৃঢ় এবং অধিক কাল স্থায়ী এবং আকাশ পথে গমনে ও সর্ব্বত্র সমভাবে আলোক ও উষ্ণতা গ্রহণে ও জলস্থল বিভাগ করণে ও উপকারক বায়ু বহনে অতি উপযুক্ত। এই সকল বিবেচনা করিলে ঈশ্বরের দয়া ও জ্ঞান অত্যন্ত স্পষ্টরূপে বোধগম্য হয়।

এই পৃথিবী অসংখ্য জীবজন্তুর বাসস্থান হওয়াতে ঐ জীব সমূহ ধারণার্থে কেবল নয় কিন্তু তাহাদের আহার উৎপাদনার্থেও যোগ্য ও প্রশস্ত বটে। এবং এ ভূমণ্ডল এই সৃষ্টির ভিত্তিমূলস্বরূপ হওয়াতে এমত দৃঢ় এবং কঠিনরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে যে মহাপ্রলয় কালের পূর্ব্বে অন্য কোন ঘটনায় ইহার কিঞ্চিৎ অংশ মাত্রও বিনাশিত হইতে পারিবে না।

পৃথিবী যদি কোণবিশিষ্ট হইত তবে ঐ কোণের অগ্রভাগ সকল আকর্ষণ শক্তির আধাররূপ যে পৃথিবীর মধ্যস্থান তাঁহাহইতে দূর প্রযুক্ত অত্যন্ত অদৃঢ় হইত, এবং পৃথিবীর প্রাত্যহিক চক্রবৎ গতির বেগ নিমিত্ত সেই কোণের শিথিল হইবার ও দূরে নিক্ষিপ্ত হইবার সর্ব্বক্ষণ সম্ভাবনা থাকিত, আর কোন প্রকারে সুরক্ষিত হইলেও ঐ কোণ সকল চক্রবৎ গতি বিষয়ে অত্যন্ত ব্যাঘাত জন্মাইত; অপর ঐ কোণ সকলেতে বায়ু লাগিলে অতিশয় ঝড় হইত এবং আলো ও উষ্ণতার প্রসারণের ও জলস্রোতের নিয়মিত স্থানে বহনের অতিশয় ব্যাঘাত জন্মিত।

পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিলে ইহাতে জল ও স্থল এই ভাগদ্বয় দৃষ্ট হয়। আমি প্রথমতঃ স্থল সম্বন্ধীয় ও স্থলোদ্ভব দ্রব্য সমূহের বিবেচনা করি, এবং পৃথিবীর মহাজলাশয় যে সমুদ্র তাহার আশ্চর্য্য বস্তু সকলের বৃত্তান্ত অন্য সময়ে উল্লেখ করিব।

এ পৃথিবীর সর্ব্বত্র অত্যাশ্চর্য্য বৈচিত্রতা ও উচ্চনীচতা দর্শনে চিত্ত চমকিত হয়। কোন২ স্থানে সমভূমিহইতে কিঞ্চিৎ উন্নত ক্ষুদ্র২ পর্ব্বত, অন্যত্রে অতি উচ্চ ভয়ঙ্কর প্রায় গগণস্পর্শী পর্ব্বত, অপর স্থানে পর্ব্বতক্রোড়ে স্থিত ক্ষুদ্র নদী প্লাবিত অতি নিম্ন কন্দর দৃষ্ট হয়; অন্যদিকে উচ্চ মেঘাচ্ছন্ন চূড়াবিশিষ্ট, চিরস্থায়ী বরফ রূপ বস্ত্রাবৃত, তৃণবৃক্ষাদি বিহীন, নিম্নে ঝড় বৃষ্টি হইলেও নির্ম্মল সূর্য্য কিরণে শোভিত যে হিমালয় ও এণ্ডিস ও এলপস নামক পর্ব্বতশ্রেণী, তাহা দৃষ্টিগোচর হয়।

কোন স্থানে অপর্য্যাপ্ত বৃক্ষতৃণদ্বারা সুশোভিত ও মনোহর বাগান, অন্যত্র শস্যাদিশূন্য অপরিমিত মরুভূমি দৃষ্ট হয়। এক স্থানে প্রশস্ত ও বেগবতী নদী দ্বারা পরস্পর বিরোধি জাতি সকল ভিন্ন২ হয়; অন্যত্রে পদব্রজে পার হওন যোগ্য অথবা উপকারক সেতুতে উভয় তীর সংযুক্ত কলকল শব্দকারী নদীদ্বারা পরস্পর অবিরোধি জাতিরা আরও দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ ও মিলিত হইয়াছে। কোথাও পর্ব্বতের উপরে অতি বিস্তারিত পতিত ভূমি আছে এবং মহাবিস্তার হ্রদের নির্ম্মল জলদ্বারা সেই পর্ব্বতের গোড়া ধৌত ও তাহার মধ্যবর্ত্তি কন্দর প্লাবিত হয়।

পৃথিবীর যে গোলাকার তাহা আমরা পূর্ব্বে বর্ণন করিয়াছি। কিন্তু ইহাতে যদি কেহ প্রশ্ন করে যে ইহার উপর নানা উচ্চনীচ স্থান দেখিতেছি তবে কি রূপে গোলাকার বলা যায়, তাহাতে আমরা এই উত্তর করি, যে কমলালেবুর ছালের উচ্চনীচতা দ্বারা যেমন কমলার গোলাকার নষ্ট হয় না, তদ্রূপ এই পৃথিবীর উপরে যে অত্যুচ্চ পর্ব্বত আছে প্রকাণ্ড পৃথিবী মণ্ডলের সহিত তাহার তুলনা করিলে প্রায় গণনীয় হয় না। এবং পর্ব্বত থাকাতে যদিও পৃথিবী কোন২ স্থানে কিছু২ উচ্চনীচ হউক, তথাপি তাহাতে ইহার সৌন্দর্য্যের ও গোলাকারের কোন হানি হয় না। উচ্চনীচ স্থান দেখিতে অতি কুৎসিত এমন কথা কদাচ বলা যায় না। বিচিত্র দর্শনে মনুষ্যের মন আনন্দিত হয় এইজন্যে পর্ব্বত কন্দর নদ নদী রূপ যে বিচিত্রতা তাহা অত্যন্ত আনন্দজনক ও সুদৃশ্য বটে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, এবং ভাবজ্ঞ বিচক্ষণ পণ্ডিতগণেরা যদি বিধাতার রচিত নানা অপূর্ব্ব দ্রব্য দর্শনে আহ্লাদিত চিত্ত হয়েন এমত হয়, তবে এই অত্যাশ্চর্য্য বিচিত্রতা দেখিয়া তাহারা অবশ্যই হৃষ্টান্তঃকরণ হইবেন। কিন্তু কেবল জ্ঞানি জনগণের অপরূপ ও মনোহর বস্তু দর্শনাভিলাষ পরিপূর্ণ করণার্থেই পৃথিবীর উপরে এই সকল বিচিত্রতা সৃষ্ট হইয়াছে এমন নহে।

---

২১ সংখ্যা।

ওএল মৎস্যের বিবরণ।

যে সকল জীব জন্তুর বিবরণ আমরা জ্ঞাত আছি তাহার মধ্যে ওএল মৎস্য যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। গ্রিনলেণ্ড দেশের ওএল মৎস্য এমন বৃহদাকার যে তাহা প্রায় চল্লিশ অথবা পঁয়তালিশ হস্ত দীর্ঘ হয়। তাহার মুখের বিস্তার প্রায় চৌদ্দ হস্ত অর্থাৎ তাহার তাবৎ শরীরের তিন অংশের প্রায় একাংশ। ইহার লাঙ্গুল প্রায় ষোল হস্ত প্রশস্ত এবং ঐ লাঙ্গুলের আঘাত অতি ঘোরতর। গ্রিনলেণ্ড দেশীয় সমুদ্রের প্রায় এক ক্রোশ দীর্ঘ ও পঞ্চাশ হাত গভীর হিম স্তূপের মধ্যে ওএল মৎস্য ধৃত করণের বৃত্তান্ত অত্যাশ্চর্য্য। ওএল মৎস্য ধরণে নিযুক্ত প্রত্যেক জাহাজের সঙ্গে ছয় খানি নৌকা থাকে এবং প্রত্যেক নৌকায় ছয় জন দাঁড়ি ও টেঁটা নিক্ষেপার্থে এক জন টেঁটাধারি নিযুক্ত থাকে। তাহার মধ্যে দুই নৌকার লোক জাহাজ-হইতে কিঞ্চিৎ দূরে সদত মৎস্যানুসন্ধান করে এবং ওএল মৎস্য দেখিবামাত্র তাহার পশ্চাতে ধাবমান হয়। মৎস্য জলমধ্যে মগ্ন হওনের পূর্ব্বে লাঙ্গুল উঠায়। ইহার পূর্ব্বে যদি একখান নৌকা সেই মৎস্যের নিকট যাইতে পারে তবে টেঁটাধারি তৎক্ষণাৎ তাহাকে টেঁটা মারে। ওএলকে টেঁটা মারিবামাত্র নৌকার দাঁড়িরা জাহাজস্থ লোক-দিগকে এক সঙ্কেত করে এবং তত্রস্থ জল নিরীক্ষক ব্যক্তি ধর ধর শব্দ করিয়া অন্যান্য সকলকে জানায়

তখন নাবিকেরা অন্য তাবৎ নৌকা ঐ নৌকার নিকট আনিয়া তাহার সাহায্য করে। ওএল আঘাত পাইবামাত্র অতি বেগে পলায়ন করে; কখন২ একেবারে অতি গভীর জলে নিমগ্ন আর কখন বা কিঞ্চিৎ মাত্র জলে মগ্ন হইয়া পলায়। টেঁটাতে সংলগ্ন যে রসি সে কমবেশ আট শত হাত দীর্ঘ। যদি ঐ মৎস্য এক নৌকার তাবৎ রসি টানিয়া লয় তবে মৎস্যধারক অন্য নৌকার দড়ি তাহাতে তৎক্ষণাৎ সংলগ্ন করে। তাহাতেও যদি না কুলায় তবে আরবার এই রূপ করে। কখন২ ছয় নৌকার তাবৎ রসি সংলগ্ন করিবারও প্রয়োজন হয়। ওএল দুই তিন শত হস্ত গভীর জলে নিমগ্ন হইলে পর নিশ্বাস ত্যাগ করণার্থে উপরে উঠে, এবং তখন জল নিক্ষেপ করতঃ এমত ভয়ানক শব্দ করে যে তাহা কেহ২ কামানের শব্দ তুল্য বলিয়া বর্ণন করিয়াছে। ওএল জলের উপর উঠিবামাত্র টেঁটাধারিরা আর একটা টেঁটা মারে; তাহাতে মৎস্য পুনর্ব্বার অতি গভীর জলে মগ্ন হয়; এবং দ্বিতীয় বার উপরে উঠিবার সময়ে তাহারা বার২ উহাকে বড়শা মারে। তখন ঐ ওএল জল নিক্ষেপণ পরিবর্ত্তে প্রচুর রক্তপ্রবাহ নির্গত করে এবং জল তরঙ্গে পাখা ও লাঙ্গূলাঘাত করিয়া সমুদ্রকে ফেণময় করে। ওএল মৃত হইলে পৃষ্ঠ ডুবাইয়া চিত হইয়া পড়ে। পরে তীরে আনীত হয় কিম্বা তটহইতে অধিক দূরস্থ হইলে জাহাজে আনীত হয়।

---

২২ সংখ্যা।

হোয়েং নামক শস্যপেষকের বৃত্তান্ত।

হোয়েং নামক এক শস্যপেষক স্বভাবতঃ অত্যন্ত কৃপণ ছিল, সে অত্যন্ত ধনাভিলাষী ছিল, এবং ধনি লোকদিগকে অত্যন্ত মান্য করিত। কোন সভাতে কোন ধনি ব্যক্তির কথা কেহ উল্লেখ করিলে হোয়েং তৎক্ষণাৎ কহিত, আমি তাঁহাক উত্তম রূপে জানি, তাঁহার সহিত আমার বহুকালাবধি আলাপ পরিচয় ও প্রীতি প্রণয় আছে; কিন্তু কোন দরিদ্র লোকের কথা উত্থাপন হইলে সে কহিত, আমি তাহার নামও কখন শুনি নাই এবং তাহার ভাল মন্দ কিছু মাত্র জানি না, বিশেষতঃ আমি বিশিষ্ট লোক ব্যতিরিক্ত সামান্য লোকের সহিত আলাপ পরিচয় করণে ইচ্ছুক নহি। সে যাহা হউক হোয়েং সদা ধনসঞ্চয়েতে অত্যন্ত ব্যগ্রচিত্ত হইয়াও ধনী হইতে পারে নাই। শস্যপেষণযন্ত্রের দ্বারা প্রাপ্ত লাভ ভিন্ন তাহার অন্য কোন উপজীবিকা ছিল না; কিন্তু এই অল্প লাভ প্রাপণ বিষয়ে কোন উদ্বেগ ছিল না; ঐ পেষকযন্ত্র চলিলেই সংসার প্রতিপালনে কোন ক্লেশ হইত না। অপর ঐ ব্যক্তি এমত ব্যয়কুণ্ঠ ছিল যে প্রতিদিন কিঞ্চিৎ২ অর্থ অবশ্যই সঞ্চয় করিত, এবং অবসর ক্রমে ঐ সঞ্চিত অর্থ সমূহ গণনা করত আনন্দ সাগরে মগ্ন হইত। এই রূপ করিয়াও সে ইচ্ছামত ধন সঞ্চয় করিতে পারিল না; প্রচুর অর্থ পাইতে তাহার সদত বাসনা হইলেও দিনপাতের উপযুক্ত মাত্র

প্রতিদিন পাওয়াতে যৎকিঞ্চিৎ মাত্র সঞ্চয় করিত। এক দিন যথেষ্ট ধন উপার্জনের উপায় চিন্তা করত সে শুনিল, যে তাহার এক জন প্রতিবাসী তিন দিন রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়া মৃত্তিকার নীচে এক হাঁড়ি টাকা পাইয়াছে। এই সমাচার দীনহীন হোয়েংয়ের বক্ষস্থলে বজ্রাঘাতস্বরূপ হইল এবং সে মনোদুঃখে এইরূপ কহিতে লাগিল, হায় আমি সমস্ত দিন প্রাণপনে পরিশ্রম করিয়া কএকটি পয়সা মাত্র পাই, কিন্তু আমার প্রতিবাসী অমুক পরম সুখে শয্যায় শয়ন করিয়া স্বপ্ন দেখিয়া প্রাতঃকাল না হইতে২ সহস্র মুদ্রা পাইল; হায়২ তাহার মত স্বপ্ন আমি কবে দেখিব; আঃ২ আমি যদি মুদ্রাপূর্ণ হাঁড়ি মৃত্তিকাহইতে খনন করিতে পারিতাম তবে আনন্দের সীমা থাকিত না; অতি গোপনে তাহা গৃহে আনিতাম; আপন স্ত্রীকেও দেখাইতাম না; আহা স্বর্ণমুদ্রার রাশিতে কুনুই পর্য্যন্ত হস্ত মগ্ন করণহইতে অধিক আনন্দের বিষয় আর কি আছে। এইরূপ চিন্তা করত ঐ শস্যপেষক ক্রমশ অত্যন্ত অসুখী হইয়া পুর্ব্বমত পরিশ্রম করণে নিবৃত্ত হইল এবং অল্প লাভে অসন্তুষ্টচিত্ত হইবায় তাহার ক্রেতারা অন্যত্র দ্রব্য ক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। প্রতিদিন বারম্বার এইরূপ ধন পাইবার বাসনা করত রাত্রে স্বপ্নাকাঙ্ক্ষী হইয়া শয়ন করিল। অনেক দিন কিছু স্বপ্ন দেখিল না; শেষে লক্ষ্মীদেবী দীনহীন হোয়েংযের প্রতি সুপ্রসন্না হইয়া সুস্বপ্ন দেখাইলেন। সে স্বপ্নযোগে দেখিল যে তাহার পেষকযন্ত্রের গৃহে বনিয়াদের কোন অংশে স্বর্ণ ও হীরকাদিতে পরিপুর্ণ বৃহ-

দাকার এক হাঁড়ি মৃত্তিকার নীচে আছে, এবং তাহার উপরে একখান বড় প্রস্তর চাপা আছে। ধনের স্বপ্ন দেখিলে লোকেরা যেমন অন্যকে কহে না তেমন এই সৌভাগ্যের কথা সে কাহাকেও না কহিয়া আগামি দুই রাত্রের পুনর্ব্বার ঐ সুস্বপ্ন দেখিবার প্রত্যাশায় থাকিল, যেহেতু তদ্ব্যতিরেকে ঐ স্বপ্নের যথার্থতা নির্ধারিত হইতে পারে না। অপর ইহাতেও বাসনা সফল হইল, যেহেতু পর দুই রাত্রেও স্বপ্নে ঐ ধনপূর্ণ হাঁড়ি ঐ স্থানে দেখিল।

অনন্তর এ বিষয়ে নিঃসন্দেহচিত্ত হইয়া সে তৃতীয় রাত্রির শেষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক এক কোদালি হস্তে লইয়া একাকী ঐ যন্ত্রালয়ের নিকটে গমন করিয়া স্বপ্নদৃষ্ট স্থানে মৃত্তিকা খনন করিতে আরম্ভ করিল। প্রথমতঃ কার্য্য-সিদ্ধির সুলক্ষণ প্রায় একটি ভগ্ন অঙ্গুরি পাইল, অপর আরও খনন করিয়া এক খানি নূতন অখণ্ড টাইল অর্থাৎ বড় ইষ্টক পাইল, অনন্তর অনেক খনন করিয়া সে এক খান প্রশস্ত প্রস্তর দেখিল। কিন্তু ঐ প্রস্তর এমন বৃহৎ যে এক জন মনুষ্য কোন প্রকারে তাহা স্থানান্তর করিতে শক্ত হয় না, তখন সে পুলকিতান্তঃকরণ হইয়া কহিল, ভাল২ এই বটে, হাঁ এই প্রস্তরের নীচে বড় এক স্বর্ণপূর্ণ হাঁড়ি থাকিবার যথেষ্ট স্থান হইতে পারে; গৃহমধ্যে স্ত্রীর নিকট যাইয়া এ কথা সমস্ত কহিতে হইল যেহেতু তাহার সাহায্য ব্যতিরেকে ইহা লড়ান যাইতে পারে না। তখন সে অতি শীঘ্র গমন করিয়া এতৎ সৌ-

ভাগ্যের কথা সমস্ত স্ত্রীকে জানাইল। তৎকালে ঐ স্ত্রীর কি পর্য্যন্ত আহ্লাদ হইল তাহা অনায়াসে বুঝা যায় না; সেই স্ত্রী আনন্দ অশ্রুতে অভিষিক্ত হইয়া আপন স্বামিকে আলিঙ্গন করিল, পরে ঐ আহ্লাদেতেই বিহ্বল না থাকিয়া আস্তে ব্যস্তে ধন তুলিতে চলিল। তখন দুই জনে ঐ স্থানে আসিয়া রত্নপূর্ণ হাঁড়ীর পরিবর্ত্তে দেখিল যে তাহাদিগের জীবিকা স্বরূপ যাঁতাযন্ত্রের গৃহ ভিত্তিমূল খনিত হওয়াতে পতিত হইয়া নষ্ট হইয়াছে।

২৩ সংখ্যা।

ছাপা বিদ্যার উৎপত্তি বৃত্তান্ত।

মনুষ্যেরা যে সমস্ত শিল্পবিদ্যা সৃষ্টি করিয়াছে তাহার মধ্যে ছাপা বিদ্যা অতি প্রধান ও মহোপকারক। অন্যান্য তাবৎ বিদ্যা অপেক্ষা ইহাদ্বারা জগতের মধ্যে অধিক জ্ঞানবৃদ্ধি হইয়াছে। এবং যথার্থ রূপে কহা যায় যে তাহা দ্বারা পৃথিবীর মধ্যে এক নূতন রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছে। ছাপাযন্ত্রের সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন পুস্তক সকল হস্তে লিখিত হইত তখন অতি বিলম্বে জ্ঞানের বৃদ্ধি হইত। তৎকালে কোন মনুষ্য পুস্তক রচনা করিলে তন্নিকটবাসি মনুষ্যেরা ও সেই গ্রন্থ শীঘ্র জানিতে পারিত না; এবং অধিক কাল পরে অন্যদেশীয় ব্যক্তিরা তাহা প্রাপ্ত হইত। এই এক প্রধান কারণ প্রযুক্ত জ্ঞানের বৃদ্ধি বিলম্বে হইত। এবং এই নিমিত্তেই

অত্যল্প সংখ্যক মনুষ্যেরা বিদ্যার আলোচনা করিত। তৎকালে ইউরোপীয় মনুষ্য সমূহ অজ্ঞান রূপ ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন ছিল, সামান্য রূপে লিখন পঠন ও অত্যল্প লোকে জানিত, এবং যথার্থ বিদ্যা সমূহ প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু ছাপাবিদ্যা সর্ব্বদেশে প্রকাশিত হইলে পরে নানা বিদ্যা বিষয়ক বিবিধ গ্রন্থ রচনা হইল। তাহাতে পূর্ব্বকালের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনষ্ট ও জ্ঞানরূপ সূর্য্য অত্যন্ত উজ্জ্বল রূপে উদিত হইল।

ছাপাকর্ম্মের সুযোগে সত্য মিথ্যার প্রভেদ অতি শীঘ্র ব্যক্ত হয়। কোন বিষয়ে কোন গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত হইবা মাত্র সর্ব্বত্র প্রকাশিত হয়; এবং বহুসংখ্যক মনুষ্য সেই পুস্তক লিখিত প্রসঙ্গ সকলের বিশেষ বিবেচনা করিয়া তাহা মান্য কি অমান্য করে। এই রূপে সভ্যতার অনুসন্ধানের উত্তম উপায় হইল। ছাপাযন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে মনুষ্য সমূহের ভিন্ন২ মত সকল এই রূপ অবগত হওয়া দুঃসাধ্য হইত।

এই শিল্পবিদ্যা দ্বারা অত্যন্ত উপাদেয় গ্রন্থ সকল বিনষ্ট না হইয়া রক্ষা পায়। গ্রীক ও রোমাণী লোকদের গ্রন্থ সকল হস্তে লিখিত হইত, এ জন্য কালক্রমে তাহাদের রাজ্য নষ্ট হওয়াতে তাহাদের অধিকাংশ গ্রন্থ লুপ্ত হইয়াছে। ছাপাযন্ত্রের সৃষ্টিকালীন অবশিষ্ট যে গ্রন্থ ছিল বোধ হয় তাহা চিরকাল থাকিবেক; যেহেতু সেই সকল গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত হওনানন্তর এমন বহুসংখ্যক হইয়া ইউরোপীয় নানা দেশে সুরক্ষিত হইয়াছে

যে একেবারে সকল গ্রন্থের বিনাশ হইবার সম্ভাবনা নাই। ছাপাযন্ত্রের সৃষ্টির পর আর কোন উত্তম গ্রন্থের লোপ হয় নাই। অতি অল্পকাল গত হইল এই ছাপা যন্ত্র সৃষ্ট হইয়াছে, এই জন্যে পৃথিবীস্থ পূর্ব্বকালীন অনেক জাতিদের ইতিহাস সকল অবগত হওন অসাধ্য হইয়াছে। হস্তে লিখিত অল্পসংখ্যক পুস্তক বিনষ্ট হইবায় সেই জাতিদের বংশজ সন্তানেরা আপনাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষের নামও জানে না। হিন্দুজাতীয় অনেক২ মুনি-গণের নাম মাত্র আছে, তাহাদিগের রচিত গ্রন্থ সকল সম্যক রূপে লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু যে সকল গ্রন্থ এখন পর্য্যন্তও রক্ষিত হইয়া মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে তাহা চির-কাল থাকিবেক ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। হিন্দুদিগের শাস্ত্রে বাল্মীককে চিরজীবী বলিয়া বর্ণন করিয়াছে মাত্র কিন্তু তৎকর্তৃক রচিত রামায়ণ গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত হইয়া চির-স্থায়ী হইলেই তিনি যথার্থরূপে চিরজীবী হইবেন।

হলাণ্ড দেশীয় হার্লেম নগরে কি জের্ম্মেনী দেশীয় মেঞ্জ নগরে ছাপাযন্ত্রের প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল এত-দ্বিষয়ে উভয় নগরস্থ লোকেরা পরস্পর বিবাদ করে; কিন্তু পণ্ডিতেরা এই স্থির করিযাছেন যে হার্লেম নগরে ছাপাযন্ত্রের সৃষ্টি ও মেঞ্জ নগরে তাহার পারিপাট্য হইয়াছে। ইং ১৪৩০ শকে হার্লেম নগরে লারেনষিয়স নামক এক ব্যক্তি কোন বিশেষ কারণ ব্যতিত এক বৃক্ষে কতক গুলিন অক্ষর খুদিয়া তাহাতে কালী দিয়া তদুপরি কাগজ লাগাইল, তাহাতে ঐ কাগজে উত্তম

ছাপা হইল। ইহা দেখিয়া সাহসান্বিত হইয়া ঐ ব্যক্তি কোন গ্রন্থের এক২ পৃষ্ঠা এক২ খান কাষ্ঠে খোদিয়া ছাপাইতে আরম্ভ করিল। পরে এক২ অক্ষর এক২ টুকরা কাষ্ঠেতে খুদিয়া অক্ষর সকল নিয়মমত সংযুক্ত করিয়া পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিতে লাগিল। এইরূপে ছাপার সৃষ্টি হইল। কিন্তু কাষ্ঠের অক্ষর দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত করণে এমত কাল বিলম্ব হইত যে সাত আট বৎসরের ন্যূন একখান গ্রন্থ ছাপা হইত না। ১৪৪২ শকে উপরোক্ত উদ্যোগের বার বৎসর পরে ফস্টস্ নামক যন্ত্রালয়ের এক জন কর্ম্মকারক রাত্রিযোগে কতক গুলিন টাইপ অর্থাৎ অক্ষর ও ছাপাযন্ত্রের অস্ত্রাদি অপহরণ করিয়া মেঞ্জ নগরে পলাইয়া গিয়া তথায় এক ছাপাযন্ত্রালয় করিল। দুই তিন বৎসর পরে কর্ম্মকারকেরা দেখিল যে কাষ্ঠের টাইপ শীঘ্র ক্ষয় হয় অতএব তৎপরিবর্ত্তে শিশার টাইপ করিল। তাহাতে এই শিল্প বিদ্যার আরও পারিপাট্য হইল।

এই ব্যাপার ঘটনার পোনের বৎসর পরে ইং ১৪৫৭ শকে সফর নামক এক ব্যক্তি ফাষ্টসের সহিত অংশি-দার হইল। ঐ সফর প্রথমতঃ ছাঁচে টাইপ নির্ম্মাণ করিবার উপায় করিল। উক্ত প্রকারে কাষ্ঠেতে কিম্বা শিশাতে অক্ষর কাটিতে অনেক কাল বিলম্ব হইত, এজন্যে সফর ইস্পাতের ছেনি কাটিতে আরম্ভ করিল। এই সকল ছেনি অত্যন্ত বল পূর্ব্বক পিটিয়া এক টুকরা তাম্রের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইত। ঐ তাম্র তখন একটা ছাঁচের

মধ্যে রাখিয়া তাহাতে শিশা গলাইয়া ঢালিত। এই রূপে অতি শীঘ্র অনেক অক্ষর প্রস্তুত হইত এবং এই প্রকারে ছাপা কর্ম্মের আরও পারিপাট্য হইল। অপর শিশা অত্যন্ত নরম বোধ হইবায় তাহাতে এণ্টিমোনি অর্থাৎ রসাঞ্জন নামক ধাতু মিশ্রিত করিল।

এই শিল্পবিদ্যা প্রকাশ হওনের বত্রিশ বৎসর পরে ইং ১৪৬২ শকে জেরমেনি দেশীয় এক রাজা মেঞ্জ নগর অধিকার করিলেন। তাহাতে ছাপাখানার কর্ম্মকারিরা তাবৎ যন্ত্রাদি লইয়া স্থানে২ পলায়ন করিল। এই প্রকারে এই বিদ্যা অন্যান্য দেশেও প্রকাশিত হওয়াতে অল্প বৎসরের মধ্যে ইউরোপীয় তাবৎ প্রধান নগরেতে ছাপাযন্ত্রালয় স্থাপিত হইল। কিন্তু এই শিল্প বিদ্যা প্রথমতঃ প্রকাশ করণ প্রযুক্ত হলাণ্ড দেশীয় লোকেরাই সম্মান যোগ্য বটে।

ছাপাযন্ত্র কোন্ সময়ে প্রথমতঃ ইংলণ্ড দেশে আনীত হইয়াছিল তাহা স্থির নাই। পূর্ব্বকালে সকল লোক স্থির করিয়াছিল যে ইং ১৪৭১ শকে কেক্‌ষ্টন নামক এক ব্যক্তি ইংলণ্ড দেশে প্রথমতঃ এক গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছিল; কিন্তু ইহার পর ১৪৬৮ শকের মুদ্রাঙ্কিত এক গ্রন্থ আক্‌সফোর্ড নগরীয় মহাবিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে প্রাপ্ত হইবায় ইংলণ্ড দেশীয় ছাপা বিদ্যার আদি কারণ রূপ কেক্‌ষ্টনের যে গৌরব তাহার এক প্রকার হানি হইল। আক্‌সফোর্ড নগরে ছাপাযন্ত্র প্রথমতঃ যে রূপে আনীত হইয়াছিল তাহা আশ্চর্য্য বটে। অন্যান্য

ইউরোপীয় দেশে এই বিদ্যার প্রশংসা হইলে পরে কেন্‌-টর্‌বরি নগরীয় প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ ইংলণ্ড দেশীয় রাজার নিকট আবেদন করিলেন যে আপনি এই নূতন আশ্চর্য্য শিল্পবিদ্যা আপন প্রজাদের মধ্যে স্থাপন করুন। তাহাতে রাজা ঐ নিবেদন গ্রাহ্য করিলেন, এবং কোন গোপ-নীয় উপায় ব্যতীত এ কার্য্য সফল হইবে না ইহা নিশ্চয় বোধ করিয়া বহু ধন দিয়া এক জন বিশ্বস্ত ভৃত্যকে কেক্‌-ষ্টনের সহিত হলাণ্ড দেশে প্রেরণ করিলেন। ঐ ভৃত্য ছদ্ম বেশ ধারণ করত ক্রমশঃ হলাণ্ড দেশের দুই তিন নগরে বাস করিল; যেহেতু হার্লেম নগরের শাসন-কর্ত্তারা সতত সতর্ক থাকিয়া কাহাকেও এই শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিতে দিত না এবং এই বিদ্যা শিক্ষার্থে আ-গত অনেকানেক ব্যক্তিদিগকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখি-য়াছিল। নানা প্রকার চেষ্টা করিয়া পরে ঐ রাজ দূত কারসেলিস্‌ নামক এক জন যন্ত্রালয়ের কর্ম্মকার-ককে বহু ধন দান দ্বারা আপন বশীভূত করিল। ঐ কারসেলিস্‌ ইংলণ্ড দেশে যাইতে সম্মত হইয়া রাত্রি-যোগে নগর হইতে পলায়ন করত সমুদ্র তীরে উপস্থিত হইল এবং তথায় রাজা কর্ত্তৃক প্রেরিত জাহাজে আরো-হণ করিয়া ইংলণ্ড দেশে উত্তীর্ণ হইল। রাজা লণ্ডন নগরে যন্ত্রালয় স্থাপন করিতে ভীত হইয়া তাহাকে প্রহরি লোকের সঙ্গে আক্‌সফোর্ড নগরে প্রেরণ করি-লেন, সেখানে যে পর্য্যন্ত সে দুই তিন জন ইংরাজকে ঐ বিদ্যা না শিখাইল সে পর্য্যন্ত কারাবদ্ধ থাকিল।

অপর ইংলণ্ড দেশীয় লোকেরা ছাপাকর্ম্ম শিক্ষিয়া ক্রমশঃ তাবৎ প্রধান নগরে যন্ত্রালয় করিল। এই শিল্প বিদ্যা সৃষ্টি হওনের পঞ্চাশ বৎসর পরে ইউরোপীয় তাবৎ দেশেতেই যন্ত্রালয় স্থাপিত হইল।

লোকে এই শিল্প বিদ্যার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছে, এবং সেই বিদ্যা এমন প্রসংসার যোগ্য বটে; কারণ এই ছাপাকর্ম্মের সৃষ্টির পূর্ব্বে সহস্র বৎসরে যে রূপ জ্ঞান বৃদ্ধি হইত এক্ষনে শত বৎসরের মধ্যেই তাহা অপেক্ষাও অধিক হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপীয় শাস্ত্র ও বিদ্যা সমূহ ভারতবর্ষীয় লোকের শিক্ষার্থে প্রেরিত হইয়াছে, এবং সেই বিদ্যা সমূহের সহিত এই অমূল্য শিল্প বিদ্যাও আনীত হইয়াছে, তাহা দ্বারা পূর্ব্বদেশে এক্ষনে যে জ্ঞান বৃদ্ধি হইতেছে তাহা চিরস্থায়ী হইবেক, এবং এই জ্ঞানরূপ সূর্য্য ক্রমশঃ আরও উজ্জ্বল হইয়া ভারতবর্ষের তাবৎ নগরকে সম্যক প্রকারে দীপ্তিমান করিবেক।

---

২৪ সংখ্যা।

বিশ্বাসের বিষয়।

রেবরেণ্ড সিসিল্ সাহেব কহেন, বালক বালিকাদের মনেতে উপদেশ অতি সহজেই সংলগ্ন হয়। যখন আমার কন্যা অতি শিশু ছিল তখন বিশ্বাসের বিষয় তাহাকে বুঝাইয়াছিলাম। ঐ কন্যা কোন দিন এক

মালা লইয়া অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে একাগ্রমনা হইয়া খেলা করিতেছিল। এমত সময়ে আমি কহিলাম, ও কন্যে তোমার এ বড় সুন্দর মালা দেখিতেছি। কন্যা কহিল, হাঁ পিতা। পরে আমি কহিলাম, তুমি এ মালাতে খেলা করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছ এমন বোধ হয়। কন্যা উত্তর করিল, হাঁ পিতা। আমি বলিলাম, ভাল এক্ষণে তাহা অগ্নিতে ফেলিয়া দেও। তাহাতে কন্যার চক্ষু অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল, এবং এমত নির্দয় আজ্ঞা শুনিয়া তাহার কারণ জানিবার জন্যে আমার পানে কিছু কাল এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিল। অপর আমি কহিলাম, ভাল, যেমন ইচ্ছা তেমনই করহ, কিন্তু ইহাতো জান যে আমি তোমাকে কখন অমঙ্গল দায়ক কোন কর্ম্ম করিতে বলি নাই। কন্যা আরও কিছু কাল আমার পানে চাহিয়া থাকিল। অপর স্বীয় অন্তঃকরণস্থ সাহস সমূহ অবলম্বন করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করত তাহা অগ্নিতে নিঃক্ষেপ করিল। আমি কহিলাম, ভাল২ সে মালা এ অনলেই থাকুক, সময়ান্তরে তাহার কথা আরবার কহিব, কিন্তু এক্ষণে তোমার আর কোন কথার আবশ্যক নাই। কিছু দিন পরে আমি সুন্দর মালা ও অন্যান্য খেলনা পূর্ণ একটা বাক্স তাহার জন্যে ক্রয় করিলাম, এবং গৃহে আসিয়া বাক্স খুলিয়া ঐ সকল দ্রব্য তাহার সম্মুখে রাখিলাম। তাহাতে কন্যা পুলকিতান্তঃকরণ হইয়া নয়ননীরে অভিষিক্তা হইল। আমি কহিলাম, ও কন্যে যখন তোমাকে কহিয়াছিলাম যে মালা অগ্নিতে ফেলিলে

তোমার পক্ষে উত্তম হইবেক তখন তুমি আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া আজ্ঞা পালন করিয়াছিলা, এ জন্য তোমার নিমিত্তে এই সকল দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিয়াছি। পিতার বাক্যে বিশ্বাস করিয়াছিলা এ জন্যে এই সকল রত্ন পাইলা, অতএব বিশ্বাস কেমন পদার্থ তাহা যাবজ্জীবন স্মরণে রাখ। বিশ্বাস কেমন বস্তু তাহা এই সকল কর্ম্মদ্বারা তোমাকে শিখাইলাম। তোমার মনেতে আমার প্রতি এমন বিশ্বাস ছিল যে আমি তোমাকে কখন কোন অসৎকর্ম্ম করিতে আদেশ করি না, এ নিমিত্তে আজ্ঞা পাইবামাত্র মালা অনলে নিক্ষেপ করিয়াছিলা। জগদীশ্বরের প্রতি এই রূপ বিশ্বাস করহ। ধর্ম্মপুস্তকে তিনি যে কিছু কহিয়াছেন তাহা সম্যক প্রকারে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য। এবং ঐ সকল কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে অশক্ত হইলেও এমন বিশ্বাস করহ যে ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করেন।

২৫ সংখ্যা।

জ্ঞানজনক বাক্য।

পাপ সর্ব্বাপেক্ষা অমঙ্গলজনক এবং আত্মার পরিত্রাণ সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, ও ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধন।

জ্ঞান বৃদ্ধি করণেচ্ছা সুবুদ্ধির লক্ষণ, তাহাতে মনুষ্য নানা বিদ্যা ও গুণযুক্ত হয়।

বালকদিগকে কি শিক্ষা দেওয়া উচিত, এই কথা এজি-

সিলাস্ নামক স্পার্টা দেশাধিপতির সন্নিধানে উত্থাপিত হইলে তিনি উত্তর করিলেন, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাদিগের যে সকল কর্ম্ম করণীয় হইবে তাহাই শিখান কর্ত্তব্য।

যথা বিহিত সময়ে সকল কর্ম্ম নিষ্পন্ন করণ, এবং যথা বিহিত স্থানে সকল দ্রব্য স্থাপন করণ, ও যথা বিহিত কার্য্যে বস্তু সমূহের ব্যবহার করণ, অবশ্যই কর্ত্তব্য।

লাক সাহেব এক জন যুবাকে কহিলেন, হে বন্ধো, ধর্ম্মপুস্তক বিশেষত তদন্ত ভাগ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করহ, যেহেতু তাহাতে অনন্ত জীবন বিষয়ক কথা লিখিত আছে। এই গ্রন্থের রচনাকারক স্বয়ং পরমেশ্বর, এবং মনুষ্যদের ত্রাণের নিমিত্তে তাহা রচিত হইয়াছে, এবং তাহাতে সত্য ব্যতিরেকে মিথ্যার প্রসঙ্গ মাত্র নাই।

ধর্ম্ম ও নীতি শাস্ত্রের অশ্রদ্ধা ও উপহাস করণ, দুর্ম্মতি ও অশুদ্ধ চিত্তের নিশ্চয় লক্ষণ জানিবা।

মিথ্যা কহিলে কি লাভ হয়? এই কথা এরিস্টোটি-লের নিকট উত্থাপিত হইলে তিনি উত্তর করিলেন, যে সত্য কহিলেও কেহ বিশ্বাস করে না এই লাভ।

শুভকর্ম্মে মন দিতে যে ব্যক্তি অদ্য সক্ষম নয় সে কল্য আরও অক্ষম হইবেক।

বিশ্রামের নিমিত্তে কখন২ আমোদ প্রমোদ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু যুবকগণেরা যদি উচিত কার্য্য ত্যাগ করিয়া আমোদেই নিমগ্নচিত্ত হয়, তবে তাহাতে তাহাদিগের অতিশয় হানি হয়।

পরিশ্রমে শরীর সুস্থ থাকে; উদ্যোগে ধনলাভ হয়;

পরিমিত ব্যয়ে অর্থ রক্ষা হয়; পরিমিত ভোগে চিত্তের সন্তোষ হয়; দিবাতে শ্রম করিলে রাত্রে সুখে নিদ্রা হয়; বিশ্বস্ততাতে সম্ভ্রম লাভ হয়; সরলতায় মিত্রলাভ হয়; পিতামাতা ধার্ম্মিক হইলে সন্তানেরা ও ধর্ম্মপালক হয়; ত্রাণকর্ত্তাতে শ্রদ্ধা করিলে চিত্তের সুস্থিরতা ও আনন্দ প্রাপ্তি হয়; ঈশ্বরকে ভয় ও তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করিলে মুক্তির ভরসা জন্মে।

যাহারা সাংসারিক সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করণে সুবিবেচনা ও সূক্ষ্ম বুদ্ধির নিমিত্তে সর্ব্বত্র প্রশংসা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমার্থবিষয়ে মনোযোগ এবং ঈশ্বর ও ধর্ম্মশাস্ত্র ও যীশু খ্রীষ্টে শ্রদ্ধা এবং আপন ইন্দ্রিয় দমন চেষ্টা না করে, তাহাদিগের অপেক্ষা দুর্ভাগা জগতে কেহ নাই; যেহেতু এমন অবস্থায় থাকিলে মনুষ্য কর্ত্তৃক অত্যন্ত প্রশংসিত ও মান্য হইয়াও তাহারা স্বর্গে গমন করিতে পারে না।

---

২৬ সংখ্যা।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের বিষয়।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম কি? এই প্রশ্ন গত অষ্টাদশ শত বৎসরাবধি বার২ উত্থাপিত হইয়াছে, এবং ইহার প্রত্যুত্তর ও তদ্রূপ শত সহস্র বার দেওয়া গিয়াছে। মন্দিরেও যিহূদীয় ধর্ম্মালয়ে ও বিদ্যাগারে ও হট্টেও ধর্ম্মশিক্ষকের মঞ্চে ও ছাপাযন্ত্রালয়ে এবং ক্রুশের উপরে ও

কারাগারে ও কোড়া প্রহার স্থানে ও যন্ত্রণার অস্ত্রেতে ও ফাঁসিকাষ্ঠে ও অগ্নিকুণ্ডে এ সকল স্থানে ঐ প্রশ্নের সুন্দর ও স্পষ্ট রূপে উত্তর হইয়াছে। তথাপি এই প্রশ্ন পুনঃ২ পুরুষানুক্রমে করা যাইতেছে। এবং আমাদিগের বাসনা এই যে চিরকাল পর্য্যন্ত ইহার আলোচনা হয়, যেহেতু এই উত্তম প্রশ্ন গ্রাহ্য করণ ও ইহার উত্তর দেওন নিতান্ত কর্ত্তব্য।

সৎকর্ম্ম করণ, ও কৃতকর্ম্মের উত্তর দেওন, ও মনুষ্যের দোষাদোষ অনুসন্ধান, আর মনুষ্যের দুরবস্থার প্রতিকার, আর ভক্তি দ্বারা অসীম সুখপ্রাপ্তি, ও অশ্রদ্ধা দ্বারা অতিশয় দুঃখভোগ, এই সকল বিষয়ে খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মে যেমন উপদেশ পাওয়া যায়, তেমন অন্য কোন ধর্ম্মে কখন পাওয়া যায় নাই। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য এবং তাহার বৃদ্ধি কি হ্রাস বিষয়ে মনুষ্যেরা গত ১৮০০ বৎসরাবধি যে প্রকার মনোযোগ করিয়া আসিতেছে, সেই প্রকার পৃথিবীস্থ অন্য কোন ব্যাপারে মনোযোগ করে নাই। তাহারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বিষয়ক গ্রন্থের পরীক্ষাও তৎসম্বলিত বিবরণের বিচারও তল্লিখিত ব্যবস্থার মীমাংসাও তৎশিক্ষিত উপদেশে আপত্তিও তৎশিক্ষার প্রমাণ বার২ চর্চ্চা করিয়াছে। এবং তাহারা এই ধর্ম্মাবলম্বিদের নানা মত দোষানুসন্ধান করিয়া তাহাদিগকে যন্ত্রণা দিয়াছে, এবং এই ধর্ম্মের উপদেশকদিগকে কখন উৎকোচ প্রদান করিয়াছে এবং কখন খড়্গ দ্বারা বিনষ্ট করিয়াছে। দেবপূজকেরা এই ধর্ম্মের জন্ম কালীন ইহা লোপ করিতে,

এবং জবনেরা ইহার পরিবর্ত্তে অন্য এক ধর্ম্ম স্থাপন করিতে, এবং ধর্ম্ম বিষয়ে অমূলক ভয় বিশিষ্টেরা ইহার জীবৎমানে কবর দিতে, এবং নাস্তিক কুতর্কিরা ইহাকে দোষী করণ পূর্ব্বক ক্রূশে বদ্ধ করিতে, এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধম যে কপটিলোক তাহারা তাহাকে বিস্মৃতি রূপ অগাধ সমুদ্রে মগ্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সেই সকল কুচেষ্টা বিফল হইয়াছে। সত্য ও নির্ম্মল ও ঈশ্বরদত্ত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম অদ্যাপি জীবন বিশিষ্ট হইয়া বিরাজমান হইতেছে; অদ্যাপি সে আহ্লাদ পূর্ব্বক অতি প্রকাশ রূপে শত্রু সমূহের সম্মুখে নির্ভয় হইয়া ভ্রমণ করিতেছে; অদ্যাপি পূর্ব্বকালের ন্যায় মনুষ্য-গণের কাছে শিক্ষা ও ঘোষণা ও ধমক ও প্রতিজ্ঞা করণে নিযুক্ত আছে; এবং মনুষ্যদের গর্ব্ব খর্ব্ব ও হিংসা তিরস্কার এবং কাপট্য ঘৃণা করত বিনতি করিতেছে যে তোমরা সরল ভাবে আমার অনুসন্ধান কর। আর তুমি কে, এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম কি, মনুষ্য নিষ্কপট ও ব্যগ্রচিত্ত হই-য়া এমন জিজ্ঞাসা করিলে, সে তাহাতে জয়ী হওনের উপ-ক্রম বুঝিয়া আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইতেছে। এখন আ-মরা ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করি, আর আমাদের এই খ্রীষ্টধর্ম্ম বিষয়ক প্রসঙ্গ চারিভাগে বিভক্ত হয়।

প্রথম। খ্রীষ্টধর্ম্মের উৎপত্তি ও ব্যাপ্ত হওন বিষয়। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের শিষ্যেরা যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া পালন করে তাহাকেই খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম কহি। সেই গৌরবান্বিত যীশু আঠার শত বৎসর হইল পৃথিবীতে

অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অমান্য বংশে এবং এক কুমা-রীর গর্ব্ভে জন্মিয়া তিনি বাল্যকালেই অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতার সুস্পষ্ট চিহ্ন প্রকাশ করিয়া ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে আপন দেশীয় লোকদের উপদেশ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি আপনাকে ঈশ্বরের পুত্র ও জগতের ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া প্রকাশ করিলেন, এবং আমি পরমেশ্বর হইতে প্রেরিত এই বিষয় প্রমাণার্থে তিনি অতি প্রকাশ রূপে অত্যদ্ভুত ও মনুষ্যের অসাধ্য অনেক কার্য্য সম্পন্ন করি-লেন। তিনি অতি অল্প কাল পৃথিবীতে থাকিলেন বটে, কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যে অত্যন্ত পরিশ্রম পূর্ব্বক উপ-দেশ দিলেন এবং অতি পবিত্র ও ভদ্র ও জিতেন্দ্রিয় ও দয়ালু হইয়া আচরণ করিলেন। এবং যে ঈশ্বরত্ব তিনি নিত্য আপনার বিষয়ে ব্যক্ত করিত মানব দেহ বিশিষ্ট হইলেও তাঁহার আচরণ তদুপযুক্ত ছিল। তিনি তিন বৎসর ছয় মাস উপদেশ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এবং তৎসময়ে আপন অনুগত ক্ষুদ্র এক শিষ্যদল আহ্বান ও শিক্ষা করিলেন। ঐ শিষ্যদের উপরে তাঁহার পিতৃতুল্য কর্ত্তৃত্ব ছিল, এবং তিনি তাহাদিগকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।

অনন্তর তাঁহার উপদেশ ও কার্য্য সমূহের দ্বেষকারি কতিপয় অধার্ম্মিক ও দুরাত্মা যিহূদীয় দেশীয় প্রাচীন ও অধ্যাপকগণ চক্রান্ত করিয়া তাঁহাকে বধ করিতে স্থির করিল। পরে বীর্য্য ও সাহসবিহীন যে রোমীয় গবর্ণর পিলাত সে তাঁহাকে ক্রূশে হত করিতে আজ্ঞা করিল।

এই প্রকারে নির্দয় ও অপমানকারক এবং অন্যায় রূপে ক্রূশে বদ্ধ হওন সময়ে তিনি ধৈর্য্য ও মৃদুতা প্রকাশ করত আপন পিতা পরমেশ্বরের নিকটে কেবল এই প্রার্থনা করিলেন যে তিনি বধকারিদের অপরাধ ক্ষমা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর অরিমথিয়া নগরীয় যুষফ নামক যিহূদীয় সভাস্থ মন্ত্রির কবরেতে তাঁহাকে শয়ন করান গেল এবং ঐ কবরের প্রস্তরময় দ্বারের উপর মোহর দেওয়া গেল, এবং তাহার রক্ষার্থে কএক জন রোমীয় রক্ষক নিযুক্ত হইল। তৃতীয় দিবসে প্রাতঃকালে তিনি আপন পূর্ব্ব বাক্যানুসারে কবর হইতে সজীব হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন। অপর প্রায় ছয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত আপন শিষ্যগণ কর্তৃক দৃষ্ট এবং সম্পূর্ণ রূপে পরিচিত হইয়া তিনি তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করণ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে উঠিলেন, এবং ক্রমশঃ তাহাদিগের দৃষ্টির অগোচর হইলেন। তিনি তাহাদিগকে পূর্ব্বে কহিয়াছিলেন, যে আমি ঈশ্বর সন্নিধানে স্বর্গে গমন করিব, এবং তোমরা যদি যিরূশালম নগরে কিছু কাল অবস্থিতি কর, তবে আমি ঈশ্বরের পবিত্রাত্মাকে তোমাদিগের নিকটে পাঠাইয়া দিব ; তাহাতে তোমরা ঈশ্বরীয় শক্তি প্রাপ্ত হইবা। তাহারা এই বাক্যানুসারে ঐ স্থানে অবস্থিতি করিলে পবিত্রাত্মা তাহাদিগের উপরে আসিলেন, এবং তাহারা ঐশ্বরিক শক্তি প্রাপ্ত হইয়া নানা প্রকার নূতন অশিক্ষিত ভাষা কহিতে লাগিল। ঐ ভাষা সকল বর্ত্তমান কালের কএক জন ভাক্ত ধর্ম্মাবলম্বিদের ভাক্ত অর্থহীন ভাষার তুল্য না

হইয়া সম্যক প্রকারে স্পষ্ট ও বোধগম্য ছিল। পরে তাহারা প্রভু য়িশুর নামে যিহূদিয়া দেশে ও পৃথিবীর অন্যান্য সকল স্থানে পীড়িত লোকদিগকে আরোগ্য করিতে লাগিল। এবং তাহারা তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রেরিত নামে বিখ্যাত হইয়া সর্ব্বত্র গিয়া যে সকল বিষয় চক্ষুতে দেখিয়াছিল এবং কর্ণে শুনিয়াছিল তাহা প্রকাশ করিল। এই কর্ম্মের নিমিত্তে তাহাদের সর্ব্বস্ব ক্ষতি এবং কখন মৃত্যু হইত। নাসরতীয় য়িশুই ঈশ্বরের পুত্র ও জগতের ত্রাণকর্ত্তা, এবং মনুষ্যদের পাপের নিমিত্তে তিনি মরিয়াছেন, এই বিষয়ে তাহারা সকলি সাক্ষ্য দিত। এবং তাহারা সকল লোককে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কৃত আপন২ পাপের নিমিত্ত অনুতাপ ও নিস্তার প্রাপণার্থে প্রভু য়িশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করিতে সাধ্যসাধনা করিত। যূনানীয় দেশীয় স্বপাণ্ডিত্যাভিমানী নাস্তিকগণেরা এমন উপদেশ মূর্খতা জ্ঞান করিত এবং স্বপুণ্য ও স্বমতাভিমানী যিহূদিয়া দেশীয় লোকদের কাছে তাহা বাধা স্বরূপ ছিল; তথাপি প্রেরিত কর্তৃক ঘোষিত ধর্ম্মে এমন অনিবার্য্য শক্তি ছিল যে যখন পূর্ব্বোক্ত ঘটনা সকলের সত্যাসত্য অনায়াসে স্থির হইতে পারিত এবং ঐ ব্যাপার সকলের দর্শকেরা ও জীবিত ছিল, সেই প্রথম প্রকাশকালে অনেক খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলী পৃথিবীর সর্ব্বদেশেতেই স্থাপিত হইল এবং দুই শত বৎসরান্তে অতি বিস্তৃত ও পরাক্রান্ত রোমীয় রাজ্যের অধিকাংশ মনুষ্যই এই মতাবলম্বন করিল এবং খ্রীষ্টীয়ান লোকদের

মধ্যে অনেক কুতর্ক ও দলাদল ও কাপট্য ও নাস্তিকতা ও প্রায় ধর্ম্মলোপ হইলেও, প্রভু য়ীশু খ্রীষ্টের এতদ্রূপে স্থাপিত এই ধর্ম্ম রক্ষা পাইয়া, অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে; এবং এক্ষণে ও খ্রীষ্টের ধর্ম্মকে নিষ্কলঙ্ক রূপে মান্যকারী খ্রীষ্টের এক সত্য মণ্ডলী আছে। যাহারা তাঁহার পবিত্র শাস্ত্র সম্বলিত ব্যাপার ও উপদেশ সকল মান্য করে তাহারাই সেই মণ্ডলীর লোক। ধর্ম্মপুস্তক লিখিত উপদেশাদি অনুসারে বিশ্বাস ও কর্ম্ম ও ভজনা করা ইহা আমরা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বলি।

দ্বিতীয়ত। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বিষয়ক লিখিত পুস্তকের প্রস্তাব। সেই পুস্তক ঈশ্বর দত্ত। আমাদিগের ধর্ম্মের ভিত্তিমূল স্বরূপ হওনার্থে ঈশ্বর বাইবেল অর্থাৎ ধর্ম্মপুস্তক আমাদিগকে দিয়াছেন; এবং আমরা নিশ্চিত রূপে জানি যে ইহা তাঁহারি দত্ত, এবং ইহাতে সত্য কথা ব্যতিরেকে মিথ্যার লেশ মাত্র না থাকাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস যোগ্য বটে। কি২ কারণে ইহাতে আমাদিগের বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তাহা পশ্চাৎ লিখিত প্রস্তাব দ্বারা স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত হইবেক।

আমরা স্পষ্ট এবং নিঃসন্দিগ্ধ রূপে মানি, যে কোন বিষয় হউক, আপন মানস আপন সৃষ্ট বস্তুকে জানাইতে ঈশ্বরের শক্তি আছে। দেখ, আমরা তাঁহার সৃষ্ট বস্তু হইয়া আপন মনের অভিমত পরস্পরকে জ্ঞাত করণের শক্তি পাইয়াছি; অতএব আমরা যাঁহা হইতে এমন শক্তি পাইয়াছি, সেই সৃষ্টিকর্ত্তারও সেই শক্তি আর ততোধিক শক্তি অবশ্য আছে।

অপর আমরা আরও এই এক কথা স্থির জানি, যে ঈশ্বর আপন মানস এমত অভ্রান্ত এবং সত্য রূপে প্রকাশ করিতে শক্ত হয়েন, যে আমরা নির্দ্দিষ্ট রূপে জানিতে পারি, যে তিনিই কথা কহেন অন্য নহে। উপায় করিয়া অন্য ব্যক্তির দ্বারা আপন মানস প্রকাশ করিতে আমাদের ক্ষমতা আছে; তবে যিনি সর্ব্বস্রষ্টা হইয়া আমাদিগকে এই ক্ষমতা দিয়াছেন, তিনি আপনি সম্পূর্ণ রূপে এমন ক্ষমতা বিশিষ্ট অবশ্য আছেন।

পরন্তু আমরা আরও এই এক বিষয় স্থির করি, যে তাঁহার সৃষ্ট বস্তু সকল যে২ উপায় দ্বারা আপন মানস পরস্পর প্রকাশ করিতে পারে, তিনিও সেই২ উপায় করিতে পারেন। যেহেতুক সেই সকল উপায় এবং তন্নিযোগ করণ শক্তি তাহারা তাঁহা হইতে পাইয়াছে। আমরা যেমন কথা কহন ও লিপি ও নিদর্শন ও সঙ্কেত ও অন্যকে শিখানদ্বারা আপন অভিপ্রায় জ্ঞাত করিতে পারি, তিনিও অবশ্য সেই রূপ পারেন; এবং তিনি ইচ্ছানুসারে উক্ত এক অথবা সকল উপায় নিয়োগ করিতে শক্ত হয়েন; এবং ঐ সকল উপায়দ্বারা আমরা আপনাদিগকে যদ্রূপ কর্ত্তা ও কারক রূপে জানাইতে পারি, তিনিও অবশ্যই সেই রূপে পারেন।

অপর আরও এই বক্তব্য, যে এই রূপে আপন ইচ্ছা আমাদিগের প্রতি প্রকাশ করিতে, সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের নিঃসন্দিগ্ধরূপে অধিকার আছে। তাঁহার সৃষ্ট বস্তু

মাত্র যে আমরা, আমাদিগের কাছে তিনি যখন এবং যাহার দ্বারা অথবা যে বিষয়ে ভাল বুঝেন,আপন ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারেন।

পরন্তু ইহাও কোন মতে কেহ অস্বীকার করিতে পারে না, যে যদি করুণাসাগর পরমেশ্বর কোন প্রকারে আমাদিগের কাছে গুরুতর এবং মহোপকারক ধর্ম্ম বিষয়ে আপন মানস প্রকাশ করেন, তবে ইহাতে অত্যন্ত মঙ্গল হয়। যে কোন কালে যে কোন মনুষ্য সরল ভাবে আপন২ অন্তঃকরণস্থ কথা বলিয়াছে কি লিখিয়াছে, তাহারা সকলি ইহা স্বীকার করিয়াছে, যে অনেকানেক বিষয়ে মনুষ্যসাধ্য জ্ঞান অপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম ও স্পষ্ট জ্ঞানের আবশ্যক, এবং এই রূপ জ্ঞান কেবল পরমেশ্বরই প্রদান করিতে পারেন। অধিকন্তু সকল সদ্বিবেচক এবং শান্তবুদ্ধি লোক ঐহিক এবং পারত্রিক সুখসম্বন্ধীয় অত্যন্ত গুরুতর বিষয় সমূহে আপন২ বুদ্ধি এবং বিবেচনাদ্বারা অপ্রাপ্য সূক্ষ্মতর জ্ঞান প্রাপণার্থে প্রাণপণে বিশেষ চেষ্টা করিতেছে। ঈশ্বরের শাসন এবং করুণা বিষয়ক জ্ঞান ঈশ্বর হইতে পাইতে, কোন্ ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্য সময় বিশেষে অত্যন্ত বাসনা না করে? যাহারা পাপ করিয়াছে, তিনি তাহাদের সহিত মেল করিবেন কি না; পাপিলোক ঈশ্বরের কাছে কি প্রকারে গ্রাহ্য হইবেক; পারত্রিকে তাহাদিগের কি অবস্থা হইবেক; ঈশ্বরের আজ্ঞা সকল কি পর্য্যন্ত মান্য করিতে হয়; উপাসনার প্রকৃত নিয়ম কি; যথার্থ সুখ কি; এবং